Year 12 | Issue 27
03 - 09 October 2025
বর্ষ ১২ | সংখ্যা ২৭
১৮ আশ্বিন ১৪৩২
১০ রবিউস সানি ১৪৪৬হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ঘোষণা

প্রবাসীরা ভোট দিতে পারবেন

এ এম এম নাসির উদ্দিন

- চালু হবে 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপ
- রেজিস্ট্রেশন করে ভোটার হতে হবে
- লাগবে এনআইডি ও পাসপোর্টের তথ্য
- বিদেশের ঠিকানায় পাঠানো হবে ব্যালট
- ফেরত খাম পাঠাতে হবে ডাকযোগে

ঢাকা প্রতিনিধি, ৩ অক্টোবর ২০২৫ : প্রথমবারের মতো প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশীদের ভোট দেয়ার এ সুযোগকে আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় 'অনেক সহজ ও কার্যকর করা হচ্ছে'।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, বিশ্বের যেখানেই থাকুন না কেন, আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় প্রবাসীরা এবার ভোট দেয়ার সুযোগ পাবেন। এটি দেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে।

প্রথমবারের মতো প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশীদের ভোট দেয়ার এ সুযোগকে আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় 'অনেক সহজ ও কার্যকর করা হচ্ছে' বলে -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

গাজায় যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের রূপরেখা

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫ : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ ও বিধ্বস্ত গাজা উপত্যকায় তাৎক্ষণিক যুদ্ধ বন্ধে ২০ দফা পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের সরকারি বাসভবন হোয়াইট হাউস। ট্রাম্প প্রশাসন বলেছে, ট্রাম্পের এ প্রস্তাব মানা হলে গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ হবে, সেখানে ফিরবে শান্তি।

স্থানীয় সময় সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) গাজায় শান্তি ফেরাতে হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের বৈঠক -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি কার্যক্রমে শাটডাউন

রেকর্ড উচ্চতায় স্বর্ণের দাম

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫ : যুক্তরাষ্ট্রে সরকার শাটডাউন হওয়ার প্রভাবে বুধবার (১ অক্টোবর) স্বর্ণের দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। নিরাপদ বিনিয়োগের চাহিদা এবং মার্কিন সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা স্বর্ণের জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে।

স্পট গোলড ০.৮% বেড়ে প্রতি আউন্স ৩,৮৮৬.৯৭ ডলারে উঠেছে। দিনের শুরুতে এটি সর্বকালের সর্বোচ্চ ৩,৮৯৮.১৮ ডলার স্পর্শ করে। ডিসেম্বরে ডেলিভারির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের গোলড ফিউচার্স ১.১% বেড়ে ৩,৯১৪.৫০ ডলারে লেনদেন হয়েছে।

তাছাড়া ডলারও অন্যান্য প্রধান মুদ্রার তুলনায় দুর্বল হয়ে আসছে। ফলে বিদেশি -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

শেখ হাসিনার সঙ্গে যোগাযোগ ঠেকাতে দুই অ্যাপ বন্ধের চিন্তা

-- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

নতুন নিয়মের কথা ভাবছে যুক্তরাজ্য

মেধাবীদের ভিসা ফি লাগবে না

-- ২২ নং পৃষ্ঠা...

Young Community Languages

TOWER HAMLETS

টাওয়ার হ্যামলেটসের অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে আপনার সন্তানের একাডেমিক ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করুন!

- বাংলা, আরবি, ম্যান্ডারিন/ক্যান্টনিজ, সোমালিসহ অনেক কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ শিক্ষার ফ্রি ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে...
- থাকছে আফটার স্কুল এবং সেটারডে ক্লাসের ব্যবস্থা
- ন্যাশনাল কারিকুলাম অনুযায়ি শিক্ষাদান এবং প্রতিটি ক্লাসে থাকবে ১৫ জন শিক্ষার্থী

মনে রাখবেন, একাধিক ভাষায় দক্ষতা যেমন উচ্চ শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ায়, তেমনি নিজস্ব ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে গভীর সংযোগ ঘটায়।

বিস্তারিত জানতে এবং শিশুদের নাম নিবন্ধন (রেজিষ্ট্রি) করতে আজই ভিজিট করুনঃ

www.towerhamlets.gov.uk/YCL

যেকোন তথ্য জানতে ইমেইল করুনঃ **ycl@towerhamlets.gov.uk**

Tower Hamlets are offering young people in the borough the chance to learn their heritage languages and explore new languages. We have partnered with schools, Idea Stores and voluntary organisations to provide language classes in Arabic, Bangla, Mandarin / Cantonese and Somali.

আমাদের ওয়েবসাইট দেখার জন্য স্ক্যান করুন:

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 12 | Issue 27 | 03-09 October 2025

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

এনফিলডের সাবেক মেয়রের বিরুদ্ধে ভিসা জালিয়াতি চেষ্টার অভিযোগ

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫: লন্ডনের এনফিলড কউন্সিলের সাবেক মেয়র মোহাম্মদ আমিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ভিসা জালিয়াতি চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম

দ্য টেলিগ্রাফ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এ ব্রিটিশ রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে এ তথ্য পেয়েছে।

টেলিগ্রাফ গত শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) জানিয়েছে, লেবার পার্টির বহিষ্কৃত সদস্য আমিরুল বাংলাদেশ থেকে তার বন্ধু ও পরিবারের ৪১ জনকে অভিবাসন ভিসায় যুক্তরাজ্যে আনার জন্য জালিয়াতির আশ্রয় নেন।

তিনি তার দপ্তরের অফিসিয়াল এবং ভুয়া চিঠি ঢাকাস্থ ব্রিটিশ দূতাবাসে পাঠান। এসব চিঠিতে তার কাউন্সিলের লোগো ও প্রতীক ব্যবহার করেন তিনি।

চিঠিগুলো ঘেটে টেলিগ্রাফ দেখতে পেয়েছে, তিনি যুক্তরাজ্যের দূতাবাসের কাছে অনুরোধ করেছেন 'তার বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের ভিসা প্রক্রিয়া যেন খুব সহজ' হয়। কারণ তারা তার মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

৪৭ বছর বয়সী আমিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে বর্তমানে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অভিবাসন সংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগে তদন্ত করছে। এছাড়া তার কাউন্সিলের একটি স্বাধীন তদন্তে দেখা গেছে তিনি তার -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

রোহিঙ্গাদের জন্য যুক্তরাজ্যের ২৭ মিলিয়ন পাউন্ড ঘোষণা

-- ২২ নং পৃষ্ঠা...

ইমিগ্রেশন পলিসিতে নতুন প্রস্তাবনা

স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পেতে লাগবে ১০ বছর

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫: বৃটিশ হোম সেক্রেটারি শবানা মাহমুদ এমপি নতুন অভিবাসন নীতি ঘোষণা করেছেন, যেখানে অভিবাসীদের জন্য স্থায়ীভাবে (ইন্ডিফিনেট লীভ) ব্রিটেনে থাকার নিয়ম কঠোর করা হবে। লেবার পার্টির লিভারপুল সম্মেলনে তিনি নিজেকে 'কঠোর হোম সেক্রেটারি' আখ্যা দিয়ে জানান-যেসব অভিবাসী ব্রিটিশ সমাজে থাকতে চান, তাঁদের উচ্চ মানের ইংরেজি শিখতে হবে, অপরাধমুক্ত থাকতে হবে, কমিউনিটিতে স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে যুক্ত হতে হবে এবং চাকরির পাশাপাশি ন্যাশনাল ইন্সুরেন্সে (এনাআই) অর্থ প্রদান করতে হবে। একই সঙ্গে সুবিধাভোগী না হওয়ার শর্তও রাখা হবে। বর্তমানে পাঁচ

বছর পর অভিবাসীরা স্থায়ী বসবাসের আবেদন করতে পারেন। কিন্তু নতুন প্রস্তাবে এই সময়সীমা ১০ বছরে বাড়ানো হবে।

শাবানা মাহমুদ বলেন, তাঁর কিছু সিদ্ধান্ত লেবারের ভেতরেই অনেকের পছন্দ হবে না, তবে তিনি 'ব্রিটেনের নিজস্ব ভিশনের' জন্য লড়ছেন। ইতিপূর্বে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারও অভিবাসন নিয়ে মত দিয়েছেন। নাইজেল ফারাজের পরিকল্পনার (যেখানে স্থায়ী বসবাসের অধিকার বাতিলের কথা বলা হয়েছিল) সমালোচনা করে স্টারমার বলেছেন, বৈধভাবে বসবাসকারী অভিবাসীদের বহিষ্কার করা হলে তা দেশকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। তিনি নাইজেল ফারাজের পরিকল্পনাকে 'বর্ণবাদী ও অনৈতিক' বলেও উল্লেখ করেন।

এদিকে শবানা -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

IFIC MONEY UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

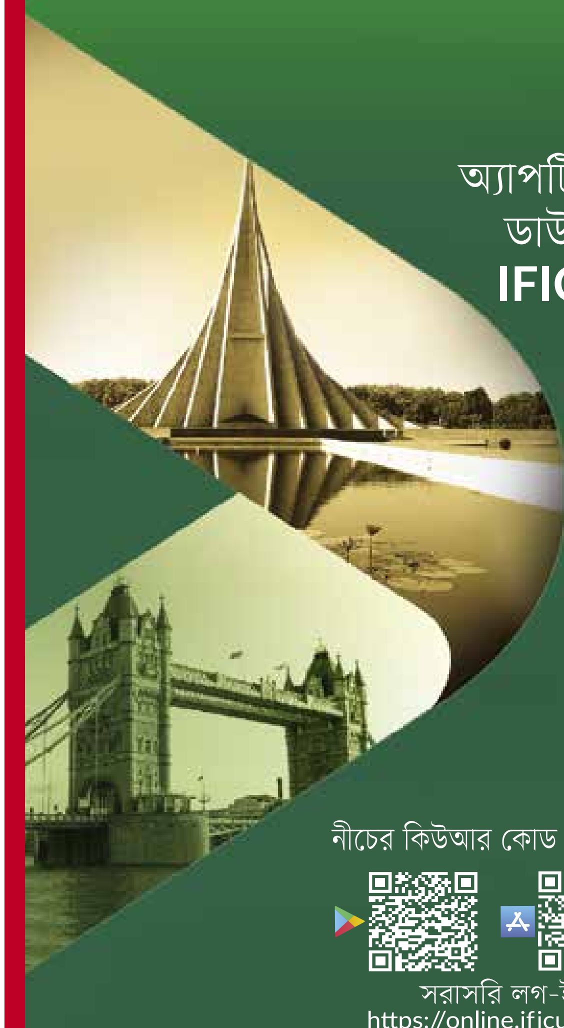

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘন্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন
সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC
FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY Authorised

পলাতক জীবন কেটেছে অনেকের, জেল খেটেছেন ১৫-২০ বার

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫ : ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৫ বছরের দুঃশাসনে হবিগঞ্জ জেলায় বিএনপি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের মিথ্যা ও গায়েবি মামলায় জর্জরিত করা হয়েছে। এ সময়ে বিরোধীদলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকদের নামে ছয় শতাধিক মামলা দেওয়া হয়। এসব মামলায় ১৪ হাজারের বেশি নেতাকর্মীকে আসামি করা হয়েছে। মামলার ঘানি টানতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে অনেক পরিবার। অনেককে বছরের পর বছর পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের সময়ে হবিগঞ্জে বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীরা গুম-খুনের চেয়েও হামলা-মামলায় বেশি জর্জরিত হয়েছেন। তবে এর মধ্যেও এক যুবদল নেতাকে ঘর থেকে ধরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। অনেককে ধরে নিয়ে গুলি করে পঙ্গু করা হয়। এর মধ্যে আলোচিত ঘটনা বিএনপির জি কে গউছকে জেলখানায় পিঠে ছুরিকাঘাতে হত্যাচেষ্টা চালান যুবলীগ নেতা। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর বিক্ষোভ মিছিলে হামলা করে একাধিক নেতাকর্মীকে কুপিয়ে রক্তাক্ত করা হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয় তাদের কার্যালয়। স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনীতিবিদদের সূত্রে জানা গেছে, জেলায় বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের ওপর নিপীড়ন, হামলা-মামলায় পেছনে থেকে কলকাঠি নাড়েন সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আবু জাহির। গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে তিনি পলাতক রয়েছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর রাতে চুনারুঘাট পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ইউনুছ আলীকে পুলিশ ধরে নিয়ে ক্রসফায়ারে হত্যা করে। তার স্ত্রী শাহানা আক্তার বাদী হয়ে তিন কর্মকর্তাসহ সাত পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে হত্যামামলা করেছিলেন। কিন্তু আজও ওই হত্যার বিচার পায়নি তার পরিবার।

২০১৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর আল্লামা সাঈদীকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়ার প্রতিবাদে নবীগঞ্জে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও স্থানীয় সাধারণ জনতা তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। এ সময় আওয়ামী লীগের লোকজন পিস্তল, শর্টগানসহ দেশি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুলিশের সহযোগিতায় মিছিলে হামলা চালায়। হামলায় জামায়াত নেতা শাহ মো. আলাউদ্দিন গুরুতর জখম হন। আহত হন জামায়াত নেতা আহমদ সাকিম, মো. সুবিন, আবু আলা মদুদ প্রমুখ।

একই বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর জামায়াতে ইসলামী সারা দেশে হরতার পালনের ডাক দিলে জেলা শহরে জামায়াতে ইসলামী পিকেটিং করার সময় পুলিশ পিকেটারদের ধাওয়া করে ব্যাপক মারধর করে।

২০২১ সালের ২২ ডিসেম্বর খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে জেলা বিএনপি সমাবেশের আয়োজন করে। সেদিন হবিগঞ্জের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় নারকীয় তাণ্ডব চালায় আওয়ামী পুলিশ বাহিনী। জেলা ছাত্রদলের একটি মিছিল সমাবেশের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় পথরোধ করে পুলিশ। শুরু হয় ছাত্রদলের ওপর লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণ। বৃষ্টির মতো গুলি ছুড়তে থাকে বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর। গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন বর্তমান জেলা ছাত্রদল সভাপতি শাহ রাজিব আহমেদ রিংগনসহ অনেকে।

সেদিন রিংগনের সারা শরীরে পাঁচ শতাধিক গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায়। চিকিৎসার জন্য জেলার কোথাও যেতে পারেননি গ্রেপ্তার আতঙ্কে। অবশেষে মৌলভীবাজার জেলা শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে সাময়িক চিকিৎসা নিয়ে পরবর্তীকালে ভর্তি হন সিলেট নর্থইস্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেও পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে অভিযান চালায়। টের পেয়ে চলে যান ঢাকায়; সেখানে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন।

প্রতিপক্ষকে দুর্বল করতে নিপীড়ন

হবিগঞ্জে বিএনপিকে দুর্বল করতে পলাতক সাবেক এমপি আবু জাহির মরিয়া হয়ে ওঠেন। এ জন্য তিনি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন পুলিশ ও প্রশাসনকে। জেলা বিএনপির প্রতিটি কর্মসূচিতে পুলিশ দিয়ে হয়রানি করা হতো। বিএনপির ব্যানার-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলত পুলিশ। মিছিলে পথরোধ করে দাঁড়াত। কর্মসূচি ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ থেকে শুরু করে গুলি, টিয়ালশেল ছোড়া হতো। তারপর দেওয়া হতো পুলিশ অ্যাসলটের মিথ্যা মামলা।

শুধু মামলা দিয়েই ঘরে বসে থাকেনি পুলিশ। নেতাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি তল্লাশি করা হতো। আসামি না পেয়ে পরিবারের লোকজনকে হুমকি দিতে আসত আওয়ামী এজেন্ডাধারী পুলিশ সদস্যরা। শুধু তা-ই নয়, কথার অবাধ্য হলেই এমপি জাহিরের নির্দেশে সাধারণ মানুষকেও হয়রানি করা হতো।

২০২৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে পদযাত্রায় পুলিশের লাঠিচার্জ ও গুলিতে দুই শতাধিক নেতাকর্মী আহত হন। গুরুতর আহত হন পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এসএম আউয়াল। তার শরীরে ৭০০ থেকে ৮০০টি রাবার বুলেট লাগে। এর মধ্যে পায়ে ছিল পিস্তলের গুলি। চোখে গুলি লাগায় তিনবার অপারেশন হয়েছে তার। ফলে ডান চোখের ৮০ ভাগ নষ্ট হয়ে গেছে বলে জানালেন চিকিৎসক। চতুর্থবার চোখে অপারেশন করান ঢাকায়। এখনো তিন শতাধিক গুলি তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে রয়ে গেছে। চিকিৎসায় এ পর্যন্ত খরচ হয়েছে প্রায় ৩৫ লাখ টাকা। প্রতি মাসেই ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা চিকিৎসায় খরচ হচ্ছে।

সেদিন পুলিশ নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের জন্য জি কে গউছের বাসাসহ আশপাশে ব্যাপক তল্লাশির নামে এলাকাবাসীকে হেনস্তা করে। দলের নেতাকর্মীরা গ্রেপ্তারের ভয়ে হাসপাতালে না গিয়ে গোপনে অন্যান্য জেলা-উপজেলায় চিকিৎসা নেন।

dragon security
DOOR SUPERVISION (SIA)
CCTV SURVEILLANCE (SIA)
SECURITY GUARD (SIA)
SIA TOP-UP REFRESHER
CSCS CARD
SIA সিকিউরিটি লাইসেন্স করতে চান?
আপনি কি সিকিউরিটি কোর্স এবং লাইসেন্স করতে চান?
Classroom based with E-learning (ACT)
প্রত্যেক সপ্তাহে সার্টিফাইড ক্লাশ, আর দেরী নয়, আজই বুকিং দিন!
Head Office: Room 207
2-4 Commercial Street (2nd Floor)
London E1 6LP
(Nearest Train Station: Aldgate East, Liverpool Street and Fenchurch Street Station)
Book & Pay online
www.dragon-security.com
Email : info@dragon-security.com
Tel : 0208 127 1770, 0776 9063 939
WHITECHAPEL | FOREST GATE | SOUTHALL | WEMBLEY | SLOUGH | LUTON
15 years of experience within the private security industry
TERMS & CONDITION APPLY

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants
We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship. Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.
• Competitive fees • Excellent services
SKILLED WORKERS UK
First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ
Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info\skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

ALI'S LAW CHAMBERS
Your Partner in Legal Excellence
OUR SERVICES
• Spouse, Dependant & Visit Visa
• Student & Graduate Visa
• Further Leave to Remain (FLR)
• EEA & EU Pre-Settled & Settlement Application
• Indefinite Leave to Remain (ILR)
• British Citizenship Application
• Sponsorship Licence Application
• Self-Sponsorship Visa
• Skilled Worker & Care Worker Visa
• Administrative & Judicial Review (signposting)
• Appeals to the Tribunal (signposting)
CONTACT US FOR EXPERT LEGAL ASSISTANCE
WHY CHOOSE US
• Over a decade of legal experience
• Proven high success rate
• Transparent, client-first approach
• Personalised Immigration solutions
• Comprehensive support for both businesses -individuals
IAA Reg: F202434165
119 New Road (1st Floor), London E1 1HJ
020 3645 1099
07502 299 510
admin@alislawchambers.co.uk
www.alislawchambers.co.uk

নির্বাচনে ১৫০ পর্যবেক্ষক পাঠাবে ইইউ

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫ : আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) একটি বড় দল বাংলাদেশে আসবে। প্রায় ১৫০ সদস্যের এই পর্যবেক্ষক দল নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে ধাপে ধাপে বাংলাদেশে আসবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। সোমবার দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে ইইউ'র সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এই তথ্য জানান। ইইউ প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দেন সিনিয়র ইলেকশন এক্সপার্ট রিকার্ডো সেলেরি।

ইসি সচিব জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং নির্বাচন কমিশনের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে পর্যবেক্ষক মিশন বাস্তবায়ন করা হবে। এই সমঝোতার ধারাবাহিকতায় ইইউ পর্যবেক্ষক দল বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে আসবে এবং পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষে গেজেট প্রকাশ পর্যন্ত তারা পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম চালাবে।

আখতার আহমেদ বলেন, ইইউ প্রতিনিধিদল আমাদের কাছ থেকে কয়েকটি বিষয়ে স্পষ্টীকরণ চেয়েছেন। তারা জানতে চেয়েছেন ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার, ভোটারদের গোপন কক্ষে প্রবেশের ব্যবস্থা, ভোট গণনা প্রক্রিয়ায় উপস্থিত থাকার সুযোগ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে।

তিনি আরও জানান, ইইউ পর্যবেক্ষক দল একসঙ্গে ১৫০ জন আসবে না, বরং পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তারা বাংলাদেশে আসবেন। এর মধ্যে কারা আসবেন, তাদের বিস্তারিত তথ্য, ভিসা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সবকিছু যথাযথভাবে সমন্বয় করা হবে।

সচিব বলেন, ওনারা নির্বাচন শিডিউল ঘোষণার পর থেকে আসতে চান।

একসঙ্গে ১৫০ জন নয়, বিভিন্ন ধাপে তাদের প্রতিনিধিরা আসবেন এবং নির্বাচনের শেষ পর্যন্ত থাকবেন। বিদেশি পর্যবেক্ষকদের আসতে হলে ভিসা, নিরাপত্তা ও লজিস্টিক বিষয়গুলো সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে। এই জন্যই ধাপে ধাপে আগমন হবে।

তিনি আরও জানান, প্রতিনিধিদল ইতিমধ্যে রংপুর ও চট্টগ্রামে গিয়েছে এবং সেখানে ইসি'র কার্যক্রম দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। বৈঠক শেষে তারা একটি খসড়া প্রস্তাব ইসি'র কাছে রেখে গেছেন। ইসি সেটি পর্যালোচনা করে সইয়ের জন্য প্রস্তুত করবে। যদি কোনো পর্যবেক্ষণ বা সংশোধন প্রয়োজন হয়, তা জানানো হবে। ইসি সচিব বলেন, তারা আগামীকাল চলে যাবেন। যাওয়ার পরে আমাদের কাছে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পাঠাবেন। তাদের দেয়া ড্রাফট আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবো, এরপর সমঝোতা স্মারক সইয়ের দিকে এগোবো।

এর আগে, গত ২২শে সেপ্টেম্বর ইউরোপীয় ইউনিয়নের আট সদস্যের একটি প্রাক-নির্বাচনী তথ্য-অনুসন্ধানী দল নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ এবং ইসি সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব (নির্বাচন ব্যবস্থাপনা-২) মো. মঈন উদ্দীন খানসহ চারজন কর্মকর্তা। ইসি কর্মকর্তারা জানান, ইইউ'র এই তথ্য-অনুসন্ধানী দল সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সম্পর্কে একটি সুপারিশমালা তৈরি করবে। সেই সুপারিশের ভিত্তিতেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন চূড়ান্তভাবে নির্বাচনকালীন পর্যবেক্ষক দল পাঠানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

সিইসি'র সঙ্গে বৃটিশ হাইকমিশনারের বৈঠক

এদিকে সোমবার দুপুরে বৃটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এন এম নাসিরউদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু করতে সহায়তা দিতে চাওয়ার কথা জানান সারাহ কুক। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ, অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনে সহায়তা দিতে চায় তারা। এ ছাড়া পোলিং স্টাফদের প্রশিক্ষণ এবং ভোটার শিক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তা দিতে চান তারা।

সারাহ কুক বলেন, বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণাকে যুক্তরাজ্য স্বাগত জানায়। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আজ ভালো আলোচনা হয়েছে। বৃটিশ হাইকমিশনার আরও বলেন, আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে যুক্তরাজ্য নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করছে, বিশেষ করে ঝুঁকিতে থাকা গোষ্ঠীগুলোর জন্য জাতীয় নাগরিক শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে ও নির্বাচনী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ সহায়তা দেয়া হচ্ছে। এ দু'টি বিষয়ে সিইসি'র সঙ্গে আজ আলোচনা হয়েছে।

জুলাই অভ্যুত্থান

সারাদেশে ৪৩৮টি স্পটে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫ : জুলাই গণ-অভ্যুত্থান চলাকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং সরকারদলীয় সশস্ত্র নেতাকর্মীরা দেশের ৪১টি জেলার ৪৩৮টি স্পটে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে। এছাড়া ৫০টিরও অধিক জেলায় আন্দোলনকারীদের ওপর মারণাস্ত্র

ব্যবহার করেছে। এই আন্দোলনকারী সবাই ছিল নিরীহ ছাত্র-জনতা। তাদের অবস্থান শনাক্ত করতে ড্রোন, সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা যেমন- এনটিএমসি'র মতো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ট্র্যাকিং করে অবস্থান শনাক্ত করে হত্যা, জখম, গ্রেপ্তার, অন্যায়ভাবে আটকের মতো ঘটনা ঘটানো হয়েছিল। জবানবন্দিতে এমনটাই উল্লেখ করেছেন শেখ হাসিনার মামলার মূল তদন্ত কর্মকর্তা মো. আলমগীর। আগামী ৬ই অক্টোবর থেকে মামলার তদন্ত কর্মকর্তাকে জেরা করবেন আসামি শেখ হাসিনা ও কামালের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী আমির হোসেন। এরপরই শুরু হবে মামলাটির যুক্তিতর্ক উপস্থাপন।

মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন বিচারিক প্যানেলে মামলার মূল তদন্ত কর্মকর্তা (আইও) মো. আলমগীরের এ মামলায় ৫৪তম ও শেষ সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দিয়েছেন। জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ তিনজনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তিনি এ জবানবন্দি দিয়েছেন।

এদিন, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার জবানবন্দির অংশবিশেষ ও জব্দ করা ভিডিও প্রদর্শনী সরাসরি সমপ্রচার করা হয়। তার জব্দকৃত জুলাই আন্দোলনে নৃশংসতার বিবিসি ও আল-জাজিরাসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত দু'টি ভিডিওচিত্র প্রদর্শিত হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। বেলা ১১টা থেকে বিটিভিতে সমপ্রচার হয় এসব দৃশ্য।

জবানবন্দিতে আলমগীর বলেন, আমি তদন্তকালে পেয়েছি যে, ২০২৪ এর আন্দোলনে সরকার যত গুম, খুন, জখম, অপহরণ ও নির্যাতন করেছে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতায় টিকে থাকা। এছাড়া গত ১৫ বছরের অধিক সময় ধরে তৎকালীন সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বিরোধী দল, মত ও প্রতিপক্ষের ওপর হত্যা, জঙ্গি নাটক, জোরপূর্বক অপহরণ ও গুমসহ পাতানো নির্বাচন সব কিছুর মূলে ছিল দীর্ঘদিন ক্ষমতায় টিকে থাকা। আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় এসেছে, ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য যত রকমের ব্যবস্থা আছে তার সবই করেছে। এর ফলশ্রুতিতে ২০২৪ এর আন্দোলনে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, এই আন্দোলনে আক্রমণকারীরা ছিল আইনশৃঙ্ক্ষলা বাহিনীর সদস্য ও সরকার সমর্থিত দলের সশস্ত্র ক্যাডার। অন্যদিকে অন্দোলনকারীরা ছিল নিরীহ ও নিরস্ত্র সাধারণ জনতা। এ সময় ব্যাপক মাত্রায়, পদ্ধতিগত ভাবে ও সাধারণ মানুষের উপর লক্ষ্যভিত্তিক নিপীড়ন চালানো হয়েছিল।

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে অর্থ উপদেষ্টা

দেশে ৫ আগস্টের পর চাঁদাবাজি বেড়েছে

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫ : ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, দুবাই এই চার দেশ থেকে ফেব্রুয়ারির আগেই পাচারের অর্থের বড় একটি অঙ্ক দেশে ফেরত আনা হবে। দেশের শীর্ষ ১২টি শিল্প গ্রুপ যে টাকা পাচার করেছিল এটা তারই একটি অংশ মাত্র। এ অর্থ ফেরত আনতে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে যুক্তরাজ্য, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ। ৫ আগস্টের পর দেশে চাঁদাবাজির প্রকোপ বেড়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে এটা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না। মঙ্গলবার সচিবালয়ে নিজ কার্যালয়ে বসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন, অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই বলে উল্লেখ করেন অর্থ উপদেষ্টা। তিনি আরও বলেন জামায়াতে ইসলামী এবং ছাত্ররাও নির্বাচন চায়। আমরা ভোটের জন্য দেশকে একটি ভালো অবস্থানে নিয়ে যাচ্ছি। আগস্টে যে অবস্থা ছিল ওই সময় কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এলে তাদের জন্য কাজ করা কঠিন হতো। আলাপকালে দেশের অর্থনীতি, ঋণ পরিস্থিতি, রাজনৈতিক অবস্থা, মূল্যস্ফীতি, ব্যাংক খাতসহ সার্বিক বিষয়ে নানা প্রশ্নের খোলামেলা জবাব দিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ৫ আগস্টের পর চাঁদাবাজির প্রকোপ কিছুটা বেড়েছে। বাজার মূল্যের মতো চাঁদার হারও বেড়েছে। এটি অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যর্থতা নয়, সীমাবদ্ধতা। কারণ চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে রাজনৈতিক সরকার দরকার। তারা (চাঁদাবাজরা) আমাদের কথা শুনবে না। এখন কোনো রাজনৈতিক সরকার নেই। ফলে চাঁদাবাজির স্থানগুলো তারা ভাগবাঁটোয়ার করে নিয়েছে। যেখানে যার শক্তি বেশি সেখানে তার দখলে আছে। এছাড়া চাঁদাবাজদের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়েছে। এক গ্রুপ চলে যাওয়ার পর নতুন গ্রুপ আসছে। তারা লিয়াজোঁ করেই চলছে। আশা করছি নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে চাঁদাবাজদের এ সিন্ডিকেট ভাঙতে পারবে। রাজনৈতিক দলগুলো না ধরলে এটি ভাঙা সম্ভব নয়।

ব্যাংক খাত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একটি ব্যাংকের ৪০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ৩০ হাজার কোটি টাকাই বের করে নিয়ে গেছে। খুবই খারাপ অবস্থায় পড়ে এ খাত। সে অবস্থা থেকে বের করে আনা হচ্ছে। ব্যাংকের রক্তক্ষরণ বন্ধ করে একটি শৃঙ্খলায় আনা হয়েছে। এলসি খুলতে এখন ব্যবসায়ীদের ঝামেলা হচ্ছে না। আমি বলব সার্বিকভাবে ব্যাংক খাতে শৃঙ্খলা ফিরেছে। দুর্বল লিজিং প্রতিষ্ঠান শনাক্ত করে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে ।

ভোটের আগে মোট পাচারের কত শতাংশ টাকা ফেরত আসতে পারে এর জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ইতোমধ্যে কিছু টাকা ফেরত আনার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছি। টাকার অঙ্কটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর জানাবেন। পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনতে আইএমএফ সহায়তা করছে। দেশ থেকে অর্থ পাচারের আগে অনেকে বাংলাদেশি পাসপোর্ট ছাড়াও অন্যান্য দেশের পাসপোর্ট সংগ্রহ করেছেন। কারা করেছেন আমি জানি। দেশে এখন অনেকেই আছেন যারা অন্য দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছেন। আমি তাদের নাম এখন বলব না। তাদের হাতে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আয়ারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, দুবাই, আবুধাবি, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার পাসপোর্ট রয়েছে।

কর ফাঁকি প্রসঙ্গে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, মানুষ কর দিতে চায় না। আমাকে জানানো হয়েছে এক এমপির ছেলে ১৫০ কোটি টাকার কর দিচ্ছেন না। আরেক ঘটনায় ৫ কোটি টাকা দিয়ে বাড়ি কিনে ৪০ লাখ টাকা দেখিয়েছে। এসব এখন ধরা হচ্ছে। পাশাপাশি দুর্নীতি বন্ধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) সচেতন করা হচ্ছে। যে কারণে গত আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে রাজস্ব আহরণ বেড়েছে। এগুলো হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। এসব কারণেই এনবিআরকে ভাগ করতে চাচ্ছি।

ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে কিনা প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, আগের তুলনায় পরিবেশ বেটার। এখন নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা নেই। পিআর পদ্ধতি নিয়ে কথা চলছে। সেটি সংসদের উচ্চকক্ষে হতো পারত। কিন্তু এখন তা বাস্তবায়ন কঠিন হবে। নিম্নকক্ষে পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়নে বিএনপি রাজি হবে না। নির্বাচনের সময় মাঠের আইনশৃঙ্খলা ঠিক হয়ে যাবে। সেনাবাহিনীও সে সময় মাঠে থাকবে। ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তার কারণ দেখছি না। নির্বাচন না হলে আমাদের ওপর নির্ভরশীলতা আর কতদিন চলবে যোগ করে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরাই বা আর কতকাল গালাগাল শুনে থাকব। এখন বাংলাদেশ একা নয়। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ আছে। বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। কিন্তু সেসব দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে তেমন সহায়তা পাচ্ছি না। আমার অতি নিকটবর্তী দেশ ভারতের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ করে চলতে চাচ্ছি ।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) মঙ্গলবার তাদের পূর্বাভাস রিপোর্টে বলেছে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি ৮ শতাংশে নেমে আসবে এবং জিডিপির হার হবে ৫ শতাংশ। বিষয়টি সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, জিডিপি ৫.১ শতাংশ হলেই আমরা খুশি। এডিবি ঠিকই বলেছে। তবে এডিবি মূল্যস্ফীতি নিয়ে যে প্রাক্কলন করেছে সেটি ঠিক নয়। আগামী জুনে মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশে নেমে আসবে। যদিও গভর্নর ৬ বা এর কম বলছেন। তবে সঠিকভাবে বাজার মনিটরিং না করতে পারলে এ লক্ষ্য অর্জন কঠিন হবে। নির্বাচনে টাকার প্রবাহ বাজারে আসবে এতে মূল্যস্ফীতি ঘটবে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নির্বাচন ঘিরে গ্রাম-গঞ্জে টাকা ব্যয় হবে। মানুষ এখন আর চা-নাস্তা করে না, সেভেনআপ ও চিকেন ফ্রাই খাবে। বাজার অর্থনীতির দিক থেকে বিবেচনা করলে এটি খারাপ নয়। তবে এর সঙ্গে খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

মানবতাবিরোধী অপরাধ

অক্টোবরেই শেষ হচ্ছে হাসিনার মামলার বিচার কার্যক্রম

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫ : অক্টোবর মাসের প্রথমার্ধে এই মামলার সব সাক্ষীর জবানবন্দি এবং যুক্তিতর্ক শেষ করতে পারবো। এর মাধ্যমে মামলাটির বিচার কার্যক্রম শেষ হবে। অতঃপর মামলাটি রায়ের জন্য প্রস্তুত হবে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এসব মামলার জাজমেন্ট দেয়ার জন্য সাধারণত ১৫ দিন থেকে ৩ মাসের সময় নেয়া হয়। অতঃপর মামলার জাজমেন্ট দেয়া হয়। তবে এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার। এভাবেই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা মামলার বিচার কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে জানাচ্ছিলেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম।

তিনি বলেন, এই মামলার সাধারণ সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়েছে। এরপর মামলার জব্দ তালিকার সাক্ষী ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার সাক্ষ্য গ্রহণের পরেই প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে মামলাটির বিচারিক কার্যক্রম শেষ হবে। পরে আসামি পক্ষের আইনজীবী চাইলে তাদের সাক্ষী উপস্থাপন করতে পারবেন। অথবা মামলাটি যুক্তিতর্কের দিকে এগুবে। অতঃপর মামলাটি রায়ের জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুত হবে। তবে, মামলার আসামি শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান কামাল পলাতক থাকায় তাদের পক্ষে কোনো সাক্ষী উপস্থাপন করা হবে না বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রনিযুক্ত আসামি পক্ষের আইনজীবী আমির হোসেন। তিনি বলেন, যেহেতু তার আসামি দুজনই পলাতক আছেন, সেহেতু তাদের পক্ষে আর সাক্ষী দেয়ার সুযোগ নাই। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গত ১লা জুন আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করে প্রসিকিউশন। পরে, ১০ই জুলাই আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নিয়ে বিচার শুরুর আদেশ দেন বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। এই মামলায় বাকি আসামিরা

হলো– সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন। তবে চৌধুরী মামুন দোষ স্বীকার করে মামলার অ্যাপ্রুভার (রাজসাক্ষী) হয়েছেন। তিনি ইতিমধ্যে ট্রাইব্যুনালে সাক্ষীর জবানবন্দি দিয়েছেন।

এই মামলায় শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মোট পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়। জুলাই-আগস্টে ১৪০০ মানুষকে হত্যা এবং ২৫ হাজার মানুষ আহত করাসহ, হত্যা, হত্যাচেষ্টা, ষড়যন্ত্র, সহায়তা, প্ররোচনা, উস্কানি, সম্পৃক্ততার পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়েছে। এই পাঁচ অভিযোগে সুনির্দিষ্টভাবে মোট ১৩ জনকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। আসামিদের জ্ঞাতসারে এসব অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। এই মামলায় এখন পর্যন্ত ৫৩ জন সাক্ষী তাদের জবানবন্দি দিয়েছেন। জবানবন্দি শেষে তাদের জেরা করেন, আসামি পক্ষের রাষ্ট্র নিযুক্ত আইনজীবী আমির হোসেন। এ পর্যায়ে সাক্ষ্যর জবানবন্দি দিচ্ছেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মো. আলমগীর।

পরিপূর্ণ সত্য প্রকাশ করেছে চৌধুরী মামুন:

পুলিশের সাবেক আইজি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন এই মামলায় রাজসাক্ষী দিয়েছেন। তার সাক্ষীর ব্যাপারে প্রসিকিউশন সন্তুষ্ট বলে মন্তব্য করেন মিস্টার মিজানুল ইসলাম। তিনি বলেন, চৌধুরী মামুন সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ করেছেন বলে আমরা মনে করি। এখন ট্রাইব্যুনাল তার জবানবন্দি পর্যালোচনা করে তাকে খালাস দিবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নিবেন।

ওবায়দুল কাদের সহ ভিআইপিদের বিরুদ্ধে খুব শিগগিরই আলাদা প্রতিবেদন দাখিল হবে:

জুলাই অভ্যুত্থানের সময় সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ও মাহবুব-উল আলম হানিফ, সালমান এফ রহমানসহ ৪৫ আসামির বিরুদ্ধে তদন্ত জোরালো হচ্ছে। এদের মধ্যে তৎকালীন সরকারের মন্ত্রী-এমপি, বিচারপতি ও সরকারি কর্মকর্তা রয়েছেন। এসব আসামির বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলনে মানবতাবিরোধী অপরাধের হুকুমদাতা, অর্থদাতা ও পরিকল্পনাকারী হিসেবে অভিযোগ তদন্ত হচ্ছে।

পূজায় পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে খাগড়াছড়ির ঘটনা

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫ : দেশে দুর্গাপূজার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করতেই একটি মহল খাগড়াছড়িতে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। গতকাল রাজধানীর পুরাতন রমনা থানা চত্বরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব চলছে।

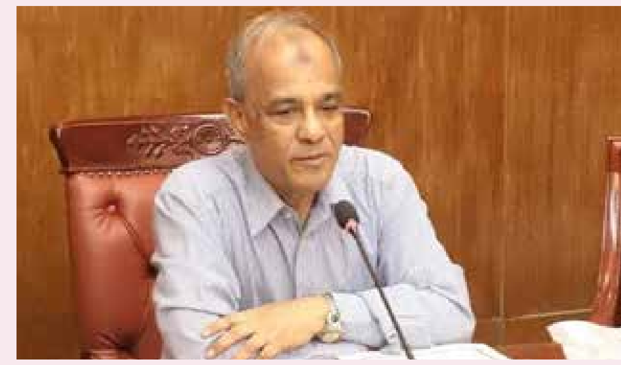

এ উৎসব সফলভাবে সম্পন্ন করতে সরকার সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে। কিন্তু একটি মহল চাচ্ছে এ উৎসব যেন ভালোভাবে এবং ধর্মীয় উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে সম্পন্ন করতে না পারে। তারাই খাগড়াছড়িতে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করছে। ভারতের ইন্ধনে বা ফ্যাসিস্টদের ইন্ধনে এ ধরনের ঘটনা হচ্ছে এমন অভিযোগ আমলে নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, সরকার সতর্ক আছে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায়। এ সময় ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে সবার সহযোগিতা চান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। অনুষ্ঠানে রাজধানীর আদাবর, কদমতলী, ভাষানটেক, রমনা ও রামপুরা থানার নবনির্মিত ভবনের ফলক উন্মোচন করা হয়। এ সময় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণভাবে উদ্যাপনের জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, তবে একটি মহল এই উৎসব ব্যাহত করার চেষ্টা করছে। খাগড়াছড়ির পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছি। এ সময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বিশৃঙ্খলা প্রতিহত করতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। একই সঙ্গে তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান, দুর্গাপূজা চলার সময় যেন কেউ কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে। রাস্তাঘাট যেন বন্ধ না করে। পূজা যেন নির্বিঘ্নে উদ্যাপন করা যায়।

সিসিইউতে তোফায়েল আহমেদ

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫ : ৮২ বছর বয়সী তোফায়েল আহমেদ হাসপাতালে ভর্তি। বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় অসুস্থ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালের সিসিইউতে চিকিৎসাধীন। তার শারীরিক অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। গত ৬ দিন ধরে তিনি স্কয়ার হাসপাতালের সিসিইউ'র বেড নম্বর-১০ এ ভর্তি রয়েছেন।

মঙ্গলবার সিসিইউ ইউনিটে সরজমিন দেখা যায়, সিসিইউ'র বাইরে অপেক্ষা করছেন অনেক মানুষ। অনেকেই আপডেট নিতে আসছেন। একজনকে পাওয়া যায় যিনি সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদকে দেখতে এসেছেন। নাম ইয়ামিন। তিনি রিসেপশনের নোটবুকে আত্মীয় পরিচয়ে নাম লিখে ঘণ্টাখানেক বাইরে অপেক্ষা করেন। পরে পরিবারের অনুমতি ও চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে ভেতরে গিয়ে মাত্র ১০ মিনিটের মতো থেকে বেরিয়ে আসেন। বাইরে এসে তিনি জানান, উনার অবস্থা আগের মতোই আছে। তেমন কোনো উন্নতি হয়নি।

সিসিইউ ইউনিটের রিসিপশনে দায়িত্বে থাকা গাজী আরিফ বলেন, পারমিশন ছাড়া কাউকে ভেতরে যেতে দেয়া হচ্ছে না। ডাক্তাররা সবসময় ফলোআপ রাখছেন। পরিবারের অনুমতি নিয়েই কেবল সীমিত সময়ের জন্য প্রবেশের সুযোগ দেয়া হয়। তার অবস্থার উন্নতি হয়নি। আগের মতোই রয়েছে।

স্কয়ার হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইউসুফ সিদ্দিক বলেন, তোফায়েল আহমেদ আমাদের হাসপাতালে কয়েকদিন ধরে ভর্তি আছেন। বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি অসুস্থ। অবস্থা ভালো নয়।

ট্রাইব্যুনালে তদন্ত কর্মকর্তা

আন্দোলন দমাতে ৩ লাখেরও বেশি গুলি ছোড়ে পুলিশ

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫ : জুলাই আন্দোলন দমাতে ছাত্র-জনতার ওপর এলএমজি, এসএমজি, চাইনিজ রাইফেল, শটগান, রিভলবার ও পিস্তল দিয়ে গুলি করে পুলিশ। এছাড়া আন্দোলন দমাতে সারা দেশে ৩ লাখ ৫ হাজারেরও বেশি রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়। শুধু ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় তা ছাড়িয়ে যায় ৯০ হাজার রাউন্ডেরও বেশি। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের দেয়া ২১৫ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য তুলে ধরেন মামলার মূল তদন্ত কর্মকর্তা (আইও) মো. আলমগীর।

সোমবার বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ তিনি এই জবানবন্দি দেন। জুলাই আন্দোলনে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় অভিযুক্ত শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে ৫৪তম সাক্ষী হিসেবে মো. আলমগীর এসব তথ্য উপস্থাপন করেন। গতকাল তিনি এ মামলায় দ্বিতীয়দিনের মতো সাক্ষ্যর জবানবন্দি দিয়েছেন। আলমগীরের পরবর্তী জবানবন্দি ও আসামিপক্ষের জেরার জন্য আজ মঙ্গলবার দিন ধার্য করেছেন আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১।

জবানবন্দিতে তদন্ত কর্মকর্তা আলমগীর বলেন, মামলার তদন্তকালে সংগৃহীত আলামত, পত্রপত্রিকা, ভিডিও ফুটেজ, অডিও ক্লিপ, বই, বিশেষজ্ঞ মতামত, বিভিন্ন প্রতিবেদন, শহীদ পরিবারের সদস্য, আহত ও প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের জবানবন্দি এবং আসামি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পর্যালোচনায় উঠে এসেছে যে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং তৎকালীন পুলিশের আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন জুলাই গণ-অভ্যুত্থান তথা 'জুলাই ৩৬'-এর সময় ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমনে পরিকল্পিতভাবে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটন করেছে।'

আলমগীর আরও জানান, ২০২৪ সালের ১লা জুলাই থেকে ৫ই আগস্ট পর্যন্ত সারা দেশে

নিরীহ, নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ছাত্র-জনতার ওপর প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করার নির্দেশ, প্ররোচনা, উসকানি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেড় হাজারেরও বেশি মানুষকে হত্যা, হত্যাচেষ্টা, হাজার হাজার মানুষকে গুরুতর জখম ও অঙ্গহানি, নির্বিচারে আটক, নির্যাতন, অপহরণ, মিথ্যা মামলা দায়ের, জীবিত ও মৃত ব্যক্তিকে পুড়িয়ে দেয়া, চিকিৎসা ও জানাজা-দাফনে বাধা, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ পরিবর্তনে বাধ্য করা, নিহতদের মরদেহ পরিবারকে না দিয়ে বেওয়ারিশ পরিচয়ে তড়িঘড়ি করে দাফন, জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায়, হাসপাতালে আহতদের ওপর পুনরায় হামলা এবং আন্দোলনরত ছাত্রীদের যৌন নিপীড়নের মতো ভয়াবহ অপরাধ সংঘটিত হয়।

ইনুর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি ১৪ই অক্টোবর: জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে কুষ্টিয়ায় ৬ জনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক তথ্যমন্ত্রী ও জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের ওপর শুনানির জন্য আগামী ১৪ই অক্টোবর দিন ধার্য করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। গতকাল বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এ আদেশ দেন। এদিন, ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম। তিনি আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগের ওপর শুনানির জন্য এক সপ্তাহ সময় চান প্রসিকিউশন। অন্যদিকে, আসামি ইনুর পক্ষে ছিলেন আইনজীবী নাজনীন নাহার। তিনি শুনানির জন্য আরও দু'দিন বাড়িয়ে সময়ের আবেদন করলে উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আগামী ১৪ই অক্টোবর দিন ধার্য করেন ট্রাইব্যুনাল।

এর আগে, গত ২৫শে সেপ্টেম্বর ইনুর বিরুদ্ধে জুলাই-আগস্টে গণহত্যায় সহযোগিতাসহ সুনির্দিষ্ট আটটি অভিযোগে ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করে প্রসিকিউশন। এরপর শুনানি শেষে অভিযোগ আমলে নিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট জারি করেন ট্রাইব্যুনাল-২।

উত্তরায় মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ২ আওয়ামী লীগ নেতাকে হাজিরের নির্দেশ: জুলাই আন্দোলনের সময় সংঘটিত রাজধানী উত্তরায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় প্রসিকিউশনের আবেদনের প্রেক্ষিতে দুই আওয়ামী লীগ নেতাকে প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট মূলে আগামী ২২শে অক্টোবর তাদের হাজিরের নির্দেশ দেন ট্রাইব্যুনাল-১। এরা হলেন- মো. সোহেল রানা ও মো. শাহ আলম। তারা দু'জনই সম্প্রতি কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মিটিং-মিছিলে যেয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গত ২৫শে সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার হন তারা। এর মধ্যে সোহেলের বিরুদ্ধে রাজধানীর শেরে বাংলা নগর থানায় ও শাহ আলমের নামে তেজগাঁও থানায় মামলা রয়েছে। তবে দু'জনই জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে উত্তরায় সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ ও নৃশংসতার সঙ্গে জড়িত বলে জানিয়েছে প্রসিকিউশন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের এ মামলায় প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট ইস্যুর জন্য আবেদন করা হয়। এর আগে, গত ২৩রা সেপ্টেম্বর এ মামলায় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামসহ ২১ জনের বিরুদ্ধে আগামী ২২শে অক্টোবরের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন ট্রাইব্যুনাল-১।

TANK JOWETT SOLICITORS
INCORPORATING GORDON SHINE AND COMPANY SOLICITORS

TANK JOWETT SOLICITORS

ট্যাংক জোয়েট সলিসিটর্স

সেন্ট্রাল লন্ডনে অবস্থিত প্রধানসারির ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর্স ফার্ম

যেকোনো ফৌজদারী মামলায় আইনী সহায়তা দিতে আমাদের স্পেশাল লিগ্যেল টিম প্রস্তুত

We have Legal Aid

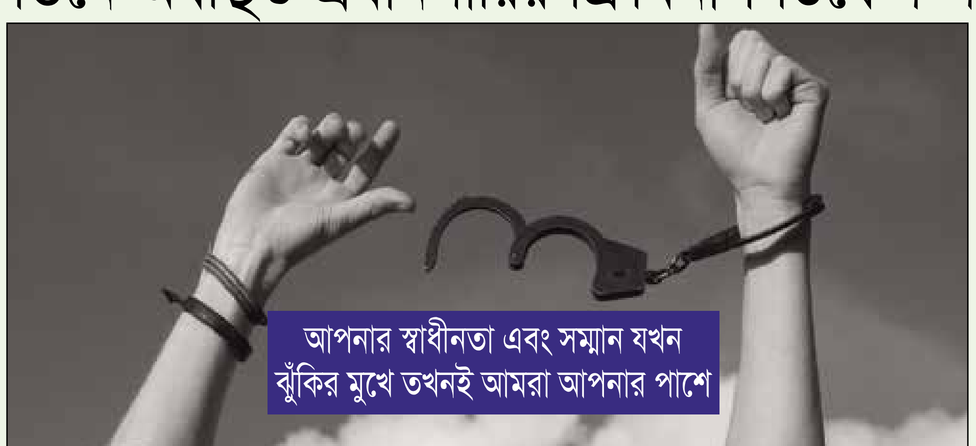

আমাদের প্রধান আইনী সহায়তা

- পুলিশ স্টেশনে আপনার পক্ষে আইনী লড়াই
- ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ও ক্রাউন কোর্টে রিপ্রেজেনটেশন
- মটরিং অফেন্স
- দুর্নীতি ও ঘুষ
- সন্ত্রাসবাদ
- কর্পোরেট
- গুরুতর প্রতারণা ও আর্থিক অপরাধ
- মানি লন্ডারী
- ট্যাক্স তদন্ত
- প্রেস এবং রেপুটেশন ম্যানেজমেন্ট
- যৌন অপরাধ
- প্রাইভেট প্রসিকিউশন

Rajesh Bhamm
Solicitor & Senior partner
M: 07931364820
E: r.bhamm@tankjowett.com

Jack ward
Solicitor
M: 07788205901
E: j.ward@tankjowett.com

আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, Tel: 0207 965 7314
For 24 Hr Emergency, Tel: 0800 669 6065, Email: info@tankjowett.com

Central London Office: 107 -111 Fleet Street EC4A 2AB
West London Office: First Central 200, 2 Lakeside Drive NW10 7FQ

মোহাম্মদপুরে ‘সমন্বয়ক’ পরিচয়ে চাঁদাবাজি, গ্রেপ্তার ৫

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫ : রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বসিলায় একটি বেসরকারি ক্লিনিকে সমন্বয়ক পরিচয় দিয়ে চাঁদাবাজির সময় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ঘটনায়

মোহাম্মদপুর থানায় একটি মামলা হয়েছে। রোববার রাত সাড়ে ৯টায় বসিলা হাউজিং সিটি এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা হলো- সাইফুল ইসলাম রাব্বি (২৮), হাসিবুর রহমান ফরহাদ (৩১), আবদুর রহমান মানিক (৩৭), আবু সুফিয়ান (২৯) ও মো. শাহিন (৩৮)। মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী রফিক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ওসি বলেন, রোববার সন্ধ্যায় সেফ হাসপাতাল নামের একটি ক্লিনিকে ‘সমন্বয়ক’ পরিচয়ে কয়েকজন উত্তেজনা তৈরি করে। এ সময় হাসপাতালের মালিকের কাছে চাঁদা দাবি করেন তারা। হাসপাতালের মালিক ফোন করলে রাত ৯টার দিকে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা গিয়ে পাঁচজনকে আটক করে। পরে তাদের বিরুদ্ধে থানায় চাঁদাবাজির অভিযোগ দায়ের করেন হাসপাতালের মালিক। আটকদের মধ্যে রাব্বি নামে একজনের বিরুদ্ধে আমাদের থানায় আগের চাঁদাবাজির মামলা আছে। তিনি আরও বলেন, বাদীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিরুদ্ধে এ ঘটনায় একটি চাঁদাবাজির মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।’

হাসপাতালের মালিক শিল্পী আক্তার বলেন, আমার হাসপাতালে একটি মৃত শিশু জন্ম নেয়াকে কেন্দ্র করে সন্ধ্যায় কয়েকজন চাঁদা চেয়ে হুমকি দেয়। কয়েক দফায় তারা আমার এবং আমার ছেলের কাছে চাঁদা চেয়েছিল। আমি চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে আরও কয়েকজন সমন্বয়ক পরিচয় দিয়ে আমার প্রতিষ্ঠানে যায়। আমি এ অবস্থা দেখে সেনাবাহিনীকে ফোন করলে তারা ঘটনাস্থলে এসে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পাঁচজনকে নিয়ে যায়। আমি থানায় গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে একটি চাঁদাবাজি মামলার আবেদন করি।

এর আগে গত ১৯শে মে রাতে ধানমণ্ডিতে আওয়ামী লীগের দোসর আখ্যা দিয়ে হাক্কানী পাবলিশার্সের চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফার বাসা ঘেরাও করা হয়। উত্তেজিত জনতা ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মীরা বাসাটি ঘেরাও করে জোরপূর্বক ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় পুলিশ। এ সময় গোলাম মোস্তফাকে গ্রেপ্তারে চাপ ও পুলিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন উপস্থিত কয়েকজন। এ ঘটনায় তখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মোহাম্মদপুর থানার তৎকালীন সমন্বয়ক সাইফুল ইসলাম রাব্বিসহ কয়েকজনকে হেফাজতে নেয় ধানমণ্ডি থানা-পুলিশ। পরদিন মুচলেকা দিয়ে সাইফুল ইসলাম রাব্বিসহ অন্যদের ছাড়িয়ে আনা হয়। ইতিপূর্বে চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কমিটি থেকে রাব্বিকে বহিষ্কার করা হয়।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরকে তারেক রহমানের শুভেচ্ছা

ধর্ম যার যার, নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার সবার

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫ : দুর্গাপূজা ও বিজয়া দশমী উপলক্ষে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, আমার দল বিএনপি বিশ্বাস করে-ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার। ধর্ম যার যার, নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার সবার।

তিনি বলেন, ‘আবহমানকাল ধরে দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ প্রতিটি গোষ্ঠী-গোত্র-সম্প্রদায় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে যার যার ধর্ম পালন করে আসছে, এটি বাংলাদেশে ঐতিহ্যগত ধর্মীয় সামাজিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সৌন্দর্য্য। শরতে বাংলাদেশের চারিদিকে কাশফুল ও শীতের আভাষ জানান দেয় এই উৎসবের বার্তা। আর উৎসব হচ্ছে অন্ধকারের গহন থেকে আলোকের উদ্ভাসন।’

১ অক্টোবর বুধবার বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর পাঠানো এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন তিনি।

তারেক রহমান বলেন, ‘একজন বাংলাদেশী হিসেবে আমি মনে করি, উৎসবের ভেতর দিয়েই পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে আমাদের বিভিন্ন ধর্ম-গোত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যকার পারস্পরিক বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি, সৌহার্দ এবং ভ্রাতৃত্ব। আমাদের রাষ্ট্র এবং সংবিধানে দল মত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সংশয়বাদী প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের

প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।’

তিনি বলেন, ‘পবিত্র হাদিসেও এ ব্যাপারে নির্দেশনা রয়েছে। যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত অমুসলিমকে নির্যাতন করে, তার অধিকার খর্ব করে, তাকে সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দেয় বা তাদের অসম্মতিতে ধন-সম্পদ হরণ করে নেয়-এ ধরনের জুলুমের বিরুদ্ধে আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) তার উম্মতদের সতর্ক করে দিয়ে বলছেন-কেয়ামতের দিন আমিই সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়ব।’ ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশে দেশের একজন নাগরিক হিসেবে অপর নাগরিকের নিরাপত্তা এবং সম্মান রক্ষায় যথাযথ ভূমিকা রাখবে এবং নৈতিক দায়িত্ব পালন করবে, এটিই স্বাভাবিক রীতি বলেও উল্লেখ করে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।

দেশের হিন্দু সম্পদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আপনারা নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে সারাদেশে উৎসব উদযাপন করুন। সৌহার্দ্য সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিন। আমি এবং আমার দল বিএনপি বিশ্বাস করে- ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার। ধর্ম যার যার, নিরাপত্তা পাবার অধিকার সবার।’

তিনি আরো বলেন, ‘উৎপীড়ন ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মধ্য দিয়ে যারা সমাজকে, মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করতে চায়, প্রতিষ্ঠিত করতে চায় কুশাসন তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ন্যায়সঙ্গত।’ শারদীয় উৎসবকে ঘিরে ফ্যাসিবাদী শাসনামলের মতো কেউ যাতে কোনোরকম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের মতো পরিস্থিতি কিংবা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার মতো কোনো অপচেষ্টা করতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক এবং সজাগ থাকার জন্য দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানান তারেক রহমান।

জামায়াতের নারী কর্মীদের মোকাবিলায় মাঠে নামছে বিএনপি

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫ : সারাদেশে জামায়াতে ইসলামীর নারী কর্মীদের মোকাবিলায় মাঠে নামছে বিএনপি। আগামী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে নারী ভোটারদের লক্ষ্য করে জামায়াত সারা দেশে নিজেদের মহিলা বিভাগের কর্মীদের মাঠে নামিয়েছে। তাঁরা নারী ভোটারদের বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করছে বলে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে তথ্য আছে।

জামায়াতের এ কৌশল মোকাবিলায় নারী ভোটারদের লক্ষ্য করে বিএনপিও নারী সম্পৃক্ত কর্মসূচি নিচ্ছে। দলটির দায়িত্বশীল একাধিক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

তবে সরাসরি নয়, বিএনপির এ কর্মসূচি 'নারী ও শিশু অধিকার ফোরাম' দিয়ে শুরু হবে। ২০১৯ সালের আগস্টে আত্মপ্রকাশ করা এই ফোরামের আহ্বায়ক বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান ও সদস্যসচিব ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নিপুণ রায় চৌধুরী।

এ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে, বিএনপির ভাবনাগুলো নারী ভোটারদের সামনে তুলে ধরা। তাঁদের অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়ে আমরা কথা বলব। নারী ভোটারদের সচেতন করব। এগুলো হচ্ছে আমাদের মূল উদ্যোগ।

ফোরামের দায়িত্বশীল নেতারা জানিয়েছেন, এটি হবে মূলত ঘরোয়া কর্মসূচি। বিএনপি-সমর্থিত সাবেক ও বর্তমান জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে এ কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে। অর্থাৎ সারা দেশের ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদে বিএনপি-সমর্থিত সাবেক ও বর্তমান জনপ্রতিনিধিদের একত্র করে নির্বাচনকেন্দ্রিক কিছু দলীয় নির্দেশনা দেওয়া হবে। কর্মসূচিতে আগামী দিনে বিএনপির ভাবনা, নারীর অধিকার, সুরক্ষা

ও ক্ষমতায়ন, বিশেষ করে নারী ভোটারদের সচেতন করার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য থাকবে।

ফোরামের নেতারা জানিয়েছেন, ১৪ অক্টোবর খুলনা বিভাগ দিয়ে কর্মসূচি শুরু হবে। পরপর তিন দিন খুলনা অঞ্চলের জেলাগুলোয় কর্মসূচি পালন করা হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিভাগে কর্মসূচি নেওয়া হবে।

আমরা আমাদের (ফোরাম) ওয়েতে (পদ্ধতিতে) কাজ করছি। আমাদের মূল মেসেজটা হচ্ছে, বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, যে নৈতিক অবক্ষয়, সেখান থেকে বের হয়ে একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ চাইলে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। বিশেষভাবে নির্বাচনে।

সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, ১৪ অক্টোবর খুলনা জেলা ও মহানগরের পাশাপাশি বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার বিএনপি-সমর্থিত সাবেক ও বর্তমান জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় হবে। পরদিন ১৫ অক্টোবর বৃহত্তর যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদহ ও নড়াইল জেলার সাবেক ও বর্তমান জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে কর্মসূচি হবে।

১৬ অক্টোবর কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় হবে। এসব কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট জেলার বিএনপির সভাপতি বা আহ্বায়ক, সাধারণ সম্পাদক বা সদস্যসচিবদের যুক্ত করা হবে। কর্মসূচির নেতৃত্বে থাকবেন ফোরামের আহ্বায়ক সেলিমা রহমান ও সদস্যসচিব নিপুণ রায় চৌধুরী।

নিপুণ রায় চৌধুরী বলেন, 'এ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে, বিএনপির ভাবনাগুলো নারী ভোটারদের সামনে তুলে ধরা। তাঁদের অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়ে আমরা কথা বলব। নারী ভোটারদের সচেতন করব। এগুলো হচ্ছে আমাদের মূল উদ্যোগ।'

বিএনপির দায়িত্বশীল সূত্রগুলো জানিয়েছে, জামায়াত নারী ভোটারদের লক্ষ্য করে ইতিমধ্যে সারা দেশে সংগঠনের নারী কর্মীদের মাঠে নামিয়েছে। এ বিষয়ে মাঠপর্যায় থেকে বিএনপির নেতারা নানা ধরনের তথ্য পাচ্ছেন। এতে বিএনপির নীতিনির্ধারণী নেতাদের মধ্যে কিছুটা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের সংগঠিত করে নির্বাচনে 'ধানের শীষ' প্রতীকের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি করতে চাইছেন। এ লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের পাশাপাশি নারী ও শিশু অধিকার ফোরামকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

নারী ভোটারদের লক্ষ্য করে জামায়াতের নারী কর্মীদের মাঠে নামানোর তথ্য পাওয়ার কথা স্বীকার করেন নারী ও শিশু অধিকার ফোরামের আহ্বায়ক সেলিমা রহমান। তিনি বলেন, 'এ জন্যই আমাদের অঙ্গসংগঠনগুলো মাঠে কাজ করছে।আমরা আমাদের (ফোরাম) ওয়েতে (পদ্ধতিতে) কাজ করছি। আমাদের মূল মেসেজটা হচ্ছে, বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, যে নৈতিক অবক্ষয়, সেখান থেকে বের হয়ে একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ চাইলে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। বিশেষভাবে নির্বাচনে।'

দলের লোগো পরিবর্তন করছে জামায়াত

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫ : প্রতিষ্ঠার একশ' বছরেরও বেশি সময় পর দলীয় লোগো পরিবর্তন করছে জামায়াতে ইসলামী। এ ব্যাপারে দলের নীতিনির্ধারণী ফোরাম কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে। অচিরেই নতুন লোগোর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হবে বলে দলের দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র মতে, ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত দলটির শুরুতেই নাম ছিল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ। পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। তবে এবার ১১৪ বছর পর দলীয় প্রতীক ঠিক রেখে লোগো পরিবর্তন করছে জামায়াত। এ ব্যাপারে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ড. এএইচএম হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, পৃথিবীটাই তো পরিবর্তনশীল। পরিবর্তিত বিশ্বে জামায়াতও পরিবর্তন চায়। ইনসাফভিত্তিক একটি কল্যাণমুখী সমাজ কায়েম করতে চায়। সেসব চিন্তাধারা থেকে আমরাও দলীয় কর্মকাণ্ডসহ সবকিছুতেই নতুনত্ব আনতে চাই। এজন্য লোগো পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। খুব শিগগিরই এটা বাস্তবায়ন হবে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, দলটির প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ঠিক রেখে কিছুটা জাতীয় পতাকার আদলে তৈরি হতে পারে নতুন এই লোগো।

উল্লেখ্য, জামায়াতের লোগো পরিবর্তনের বিষয়টি গণমাধ্যমের নজরে আসে রোববার সকালে। এ সময় জামায়াত আমীর ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে রাজধানীর বসুন্ধরায় আমীরের কার্যালয়ে যান ঢাকায় নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত গ্যাব্রিয়েল সিস্তিয়াগা ওচোয়া দে চিনচেত্রু। সেখানে জাতীয় পতাকার আদলে জামায়াতে ইসলামীর একটি নতুন লোগো দেখা যায়। এরপর জামায়াতের লোগো নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়।

HAMLET ACCOUNTANTS
ACCA
Chartered Certified Accountants & Tax Advisers
Our Services:
- Limited Company Accounts
- Self Assesment Tax Return
- Company formations
- Charity registration & Accounts
- VAT
- Payroll & CIS tax
- HMRC Investigation & Penalty Appeal
- Property Tax
266-268 Bethnal Green Road
London E2 0AG
info@hamletaccountants.co.uk
www.hamletaccountants.co.uk
Call us today:
020 3720 0406
Sulaman R Chowdhury ACCA
Principal
*Special discount for Minicab and Small businesses
*FREE Tax and Business Consultancy Services

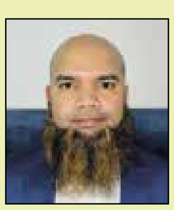

SWF SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
"WE REPRESENT YOUR VOICE"
OUR SERVICES:
IMMIGRATION
FAMILY MATTERS
WILLS & PROBATE
LITIGATION
LEASE & TENANCY AGREEMENT
London Office: 19 Henrique Street
Commercial Road, London E1 1NB
Milton Keynes Office:
41A (First Floor), Queensway,
Bletchley, Milton Keynes MK2 2DR
www.swfsolicitors.co.uk
info@swfsolicitors.co.uk
Call US Today
020 80904780

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
HALAL
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
ALL SEASON FOODS
88 Mile End Road,
London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Taysir Mahmud
Editor

Mohammad Reazul Islam
Head of Production

Foysol Mahmud
News Editor

Mohammed Rahim
Managing Editor

Md Abadur Rahman
Graphic Designer

Akhtar Mahmmad Tazul Islam
Sub Editor

Md. Rafiqul Islam
Contributor

Salman Farsi
Sub Editor
(English Section)

Abu Rahman
Special Correspondent

J. Mahmud
IT Support

Abul Kalam
Dhaka Correspondent

A.J Lablu
Staff Correspondent, Sylhet

Delwar Husain
France Correspondent

53a Mile End Road
London E1 4TT

Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

জাতিসংঘে প্রধান উপদেষ্টা : বিশ্বমঞ্চে মাথা তুলে দাঁড়াক বাংলাদেশ

জাতিসংঘে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও আইনের শাসন নিশ্চিত করতে নাগরিকবান্ধব সংস্কার চালাচ্ছে তাঁর সরকার। শুক্রবার সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির কথাও বলেন। চব্বিশের গণ অভ্যুত্থান-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে নেওয়া পদক্ষেপ, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমস্যা, যুদ্ধ-সংঘাতসহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। বিশ্বব্যাপী তরুণদের জন্য কীভাবে নিরাপদ বিশ্ব গড়ে তোলা যায়, সে আকাঙ্ক্ষা ও পথনির্দেশও করেন শান্তিতে নোবেলজয়ী এই বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। বলেন, বৈষম্যমুক্ত, ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের জন্য আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমরা বেছে নিই অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই পথ। লক্ষ্য- ক্ষমতার ভারসাম্যপূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলা। যেখানে কখনো স্বৈরাচার সৃষ্টির সুযোগ থাকবে না। কোনো নির্বাচিত নেতাও রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক স্বরূপ ক্ষুণ্ন করতে পারবেন না। রাষ্ট্র ও জনগণের রক্ষকরা ভক্ষক হয়ে উঠতে পারবে না। গণ অভ্যুত্থানের বছরপূর্তিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে 'জুলাই ঘোষণা'র মাধ্যমে সংস্কার কার্যক্রমের প্রতি যে অঙ্গীকার করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে আগামী নির্বাচনে যে দলই ক্ষমতায় বসুক, সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তার সুযোগ থাকবে না। জাতিসংঘে ড. ইউনূস মূলত বছরজুড়ে তাঁর সরকারের অঙ্গীকার, প্রচেষ্টা, পদক্ষেপ এবং সেসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও স্বপ্ন-সম্ভাবনার দিকগুলো বিশ্বসমাজকে অবহিত করেন। এসব প্রশ্নে সরকারের দৃঢ় অবস্থানও পুনর্ব্যক্ত হয়। বলা হয় যে সরকারের উন্নয়নকৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সুশাসন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও টেকসই উন্নয়ন। রয়েছে পাচার হওয়া সম্পদ ফিরিয়ে আনার প্রতি অগ্রাধিকার। অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে গাজা পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান স্পষ্ট করেন প্রধান উপদেষ্টা। বলেন, শিশুরা না খেয়ে মরছে। বেসামরিক জনগোষ্ঠীকে নির্বিচারে হত্যা এবং স্কুল-হাসপাতাল নিশ্চি□ করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীর ভূমিকা জোরালো নয়। এজন্য পরবর্তী প্রজন্মের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তিনি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথও দেখান। বিশ্বনেতারা মুহুর্মুহু করতালিতে তাঁকে সমর্থন ও সম্মান জানান। বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া লাখ লাখ বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গার ভারে সৃষ্ট সমস্যার দিকগুলো তুলে ধরে তিনি তাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমারের ওপর যৌক্তিক চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানান। সরকারপ্রধান পরিচয় ছাড়াও ব্যক্তিগত ক্যারিশমা, বিশেষ মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতার দৃঢ়তায় ড. ইউনূস জাতিসংঘে দেশকে যে ঔজ্জ্বল্যে উপস্থাপন করেছেন, তা জাতিকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাক। বিশ্বমঞ্চে এভাবেই উচ্চকণ্ঠে কথা বলুক, মাথা তুলে দাঁড়াক বাংলাদেশ।

ডিম ছুড়ে আওয়ামী লীগ কী অর্জন করল!

একেএম শামসুদ্দিন

গত ২১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আওয়ামী লীগ কর্মীরা বিএনপি ও এনসিপি নেতাদের যে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করেছে, তা সাধারণ মানুষের ভেতর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। বিশেষ করে এনসিপির জেষ্ঠ্য যুগ্ম-সদস্য সচিব ডা.তাসনিম জারাকে যে নোংরা ও অশ্লীল ভাষায় কটূক্তি করেছে, তা বর্ণনাতীত। শেখ হাসিনার কর্মীদের এসব কটূক্তি নিয়ে নেটদুনিয়ায় বিস্তর তোলপাড় হয়েছে। যে যার দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মন্তব্য করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এসব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দু-একটি তির্যক মন্তব্য অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এক নেটিজেন লিখেছেন,' পনেরো বছর ধরে যে দলীয় নেত্রীর মুখে প্রতিপক্ষকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে শুনেছি, সেই নেত্রীর কর্মীদের মুখে এমন অকথ্য ভাষা শোনা যাবে, এটাই তো স্বাভাবিক! নোংরা ভাষায় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করাই এখন আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক সংস্কৃতিরই একটি অংশ'। অন্য আরেকজন লিখেছেন, 'ছি..ছি.. ছি হাসিনার কর্মীরা যে ঘৃণ্য 'বিশেষণ' দিয়ে ডা. তাসনিম জারাকে গালি দিয়েছে, তাতে হাসিনা নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন। হাসিনার মতো নোংরা মনের মানুষের পক্ষেই তা সম্ভব!'

ওপরের মন্তব্যগুলো নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা যেতে পারে; তবে এসব মন্তব্য যে একেবারে ভিত্তিহীন, তা বলা যাবে না। হাসিনার শাসনামলে কর্মী সভা, জনসভা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বক্তৃতা-বিবৃতি এবং টকশোতে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ জ্যেষ্ঠ নেতাকে প্রতিপক্ষের নেতা-নেত্রীকে নিয়ে এমন অনেক নোংরা ভাষায় কথা বলতে শুনেছি। আওয়ামী লীগের পরিচিত এক নেতার মুখেই তখন শুনেছিলাম, প্রতিপক্ষ, বিশেষ করে প্রধান বিরোধী দলের নেত্রীকে নিয়ে নোংরা ভাষায় কথা বললে নাকি তার দলীয় নেত্রী খুশি হতেন। নেটদুনিয়ায় খোঁজাখুঁজি করলেই আওয়ামী লীগ নেতার এ কথার সত্যতা পাওয়া যাবে। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে শেখ হাসিনাকেও প্রকাশ্য দিবালোকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে নির্দ্বিধায় 'কুলাঙ্গার' বলে গালি দিতে শুনেছি। হাসিনার এ নোংরা আচরণের আছর যে তার কর্মীদের গায়ে লাগবে, সেটাই স্বাভাবিক। তারই পুনরাবৃত্তি এবার দেখলাম জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে।

পৃথিবীর সব দেশের রাজনীতিতেই সহিংসতা আছে। তবে তা তাদের দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এক্ষেত্রে একমাত্র বাংলাদেশই ব্যতিক্রম। বাংলাদেশের রাজনীতির সহিংসতার ঝাঁজ এখন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বহির্বিশ্বেও পাওয়া যায়। দেশের বৃহৎ দুটি রাজনৈতিক দলের প্রবাসী নেতাকর্মীরা বিদেশের মাটিতে বসে একে অপরকে হেনস্তা করতে সিদ্ধহস্ত হয়ে গেছে। বিশেষ করে এ দুটি দলের দলীয়প্রধানরা যখন বিদেশ সফর করেন, তখন এ দৃশ্য দেখা যায়। এতদিন নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড হাতে রাজনৈতিক স্লোগানই ছিল প্রতিবাদের ভাষা। চব্বিশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে শেখ হাসিনা ও তার দোসররা বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকেই এ প্রতিবাদের ধরন পালটিয়েছে। প্রায় এক বছর ধরে আওয়ামী লীগের প্রবাসী কর্মী ও সমর্থকরা যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ বাদ দিয়ে সহিংসতার পথ বেছে নিয়েছে।

গত বছরের নভেম্বরে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকে হেনস্তা করা হয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবসের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম গত আগস্টে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে একটি মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দেন। সে সময় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা তাদের ক্ষোভ ঢালতে গিয়ে কনস্যুলেট ভবনে হামলা চালায় এবং ভবনের কাচের দরজা ভেঙে ফেলে, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনো ঘটেনি। ১২ সেপ্টেম্বর লন্ডনের ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের স্কুল অব আফ্রিকান অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ (সোয়াস) ক্যাম্পাসে আয়োজিত একটি সেমিনারেও উপদেষ্টা মাহফুজ আলম একজন বক্তা হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনার শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তার ওপর আবারও হামলার চেষ্টা করে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। সোয়াস ক্যাম্পাস থেকে হাইকমিশনের গাড়ি বের হলে ওই গাড়িতে মাহফুজ আলম আছেন ভেবে আওয়ামী লীগের কয়েকজন কর্মী গাড়ির সামনে শুয়ে পড়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পুলিশের হস্তক্ষেপে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফলে গাড়ি দ্রুত চলে যাওয়ার সময় তারা গাড়ির ওপর ডিম ছুড়ে মারেন। পরে জানা যায়, ওই গাড়ির ভেতরে মাহফুজ আলম ছিলেন না। এসব ঘটনায় বোঝা যায়, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে যেসব তরুণ নেতার কারণে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন, আওয়ামী লীগ তাদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। তাদের টার্গেট করে বিদেশের মাটিতে দলের উপরের নির্দেশেই এসব হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। নিউইয়র্কের ঘটনায় এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন ও ডা. তাসনিম জারাকে হেনস্তা করার ঘটনায় তা আরও স্পষ্ট হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ডা. তাসনিম জারার মতো একজন নারীকে এমন অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়ে কিংবা মাহফুজ আলম ও আখতার হোসেনকে ডিম ছুড়ে আওয়ামী লীগ কী অর্জন করল?

এনসিপির আখতার হোসেনের পিঠে ডিম ছোড়াকে আওয়ামী লীগ বিরাট সাফল্য হিসাবে দেখছে। দলের নেতাকর্মীদের প্রতিক্রিয়ায় তার প্রতিফলন আমরা দেখেছি। নিউইয়র্কে গ্রেফতার যুবলীগের সেই কর্মী জামিনে বেরিয়ে আসার পর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাকে বীরের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, বেরিয়ে আসার পরপরই মোবাইল ফোনে শেখ হাসিনাকে তার সঙ্গে কথা বলতেও দেখা যায়। হাসিনার সঙ্গে কথা বলার সেই ভিডিও নেটদুনিয়ায় এখন ভেসে বেড়াচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়েও অনেক সমালোচনা চলছে। মোবাইল ফোনে শেখ হাসিনার কথোপকথনের সেই ভিডিওটি শেয়ার করে আনারুল জাহিদ নামে একজন লিখেছেন, 'ভিডিওটি দেখে সত্যিই বিস্মিত হলাম! হাসিনা যে গডগিফটেড প্রতিশোধপরায়ণ! অন্যায়কারীকে পুরস্কৃত করা, অন্যায়কারীর পক্ষে থাকা, অন্যায়কারীকে উৎসাহিত করা, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই ভিডিওটি।' জাহিদের এ বক্তব্য সঠিক কি না, তা নেটিজেনরাই বিবেচনায় নেবেন। তবে জাহিদ যাকে অন্যায় মনে করছেন, শেখ হাসিনা যে তাই মনে করবেন; তা তিনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন? এমনও তো হতে পারে, তার নির্দেশেই যুবলীগ কর্মীটি তাদের ভাষায়-'বীরত্বপূর্ণ' কাজটি করেছেন। সমাজের মানুষ যাকে অন্যায় বা ভুল মনে করেন, আওয়ামী লীগ নেতা সেটি নাও করতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতাদের দেশ ছেড়ে পলায়নের পর পত্রিকায় প্রকাশিত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সোহরাব হাসানের লেখা নিবন্ধের একটি বক্তব্যের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি লিখেছেন, 'ক্ষমতায় থাকতে আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকে জিজ্ঞেস করেছি, আপনাদের ভুল কী? তারা একবাক্যে বলেছেন, কোনো ভুল নেই। একটি সরকারের পনেরো বছরে অসংখ্য ভুলকে সঠিক মনে করাই ছিল তাদের সবচেয়ে বড় ভুল।' ঠিক এভাবেই জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে তাদের যে পতন হয়েছে, তা আওয়ামী লীগ এখনো মেনে নিতে পারছেন না। ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণে স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থানকে বিদেশি ষড়যন্ত্র হিসাবেই তারা দেখছেন। এতদিন পরও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ভেতর অতীতের ভুলত্রুটি স্বীকার করার মতো কোনো মানসিকতা দেখা যাচ্ছে না। সহস্রাধিক মানুষ হত্যা করেও আওয়ামী লীগের ভেতর কোনো পরিবর্তন দেখি না। তাদের কথায় কিংবা বক্তব্যে অনুশোচনা প্রকাশের কোনো ইঙ্গিতও নেই। এ দলটির প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও আস্থার যে সংকট তৈরি হয়েছে, তা দূর করতে কোনো বিকল্প পরিকল্পনা রয়েছে; তাদের এসব হীন কার্যকলাপ দেখে তাও মনে হয় না।

আওয়ামী লীগ দেশের রাজনীতিতে ফিরে আসতে মরিয়া হয়ে যে পথ বেছে নিয়েছে, তা সাধারণ মানুষ ভালোভাবে গ্রহণ করছে কি না, সে বিষয়ে তাদের চিন্তাভাবনা আছে কি না জানি না। আওয়ামী লীগের পনেরো বছরের স্বৈরশাসনের সময় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের বিরুদ্ধে ফলপ্রসূ আন্দোলন গড়তে বারবার যেখানে ফেল করেছে; সেখানে এসব তরুণই জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছেন। আওয়ামী লীগ এখন তাদেরকেই টার্গেট করে হিংসাত্মক আক্রমণ করে কী অর্জন করছে, তারাই ভালো বলতে পারবেন। বিদেশের মাটিতে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে দেশের মানুষ এবং আন্তর্জাতিক মহলে যে বার্তা তারা পৌঁছে দিচ্ছে, তা আওয়ামী লীগের জন্য ভালো ফল বয়ে আনবে না। মস্তানি কিংবা গায়ের জোরে আর যাই হোক বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের পুনর্বাসন সম্ভব নয়। রাজনীতিতে ফিরে আসতে হলে সহিংসতার পথ ছেড়ে এ দেশের মানুষের মন জয় করতেই হবে।

একেএম শামসুদ্দিন : অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, কলাম লেখক।

হাউস অব কমন্সে আরএ ফাউন্ডেশনের সম্মাননা ও নেটওয়ার্কিং অনুষ্ঠান

দেশ ডেস্ক, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫: যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্সে অনুষ্ঠিত হলো আরএ ফাউন্ডেশনের সম্মাননা ও নেটওয়ার্কিং অনুষ্ঠান। গত ১৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সাংবাদিক রহমত আলীর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আপসানা বেগম এমপি । বিশেষ অতিথিদের মধ্যে ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর সুলুক আহমেদ, বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টার আকবর হোসেন এবং খ্যাতিমান সংগীত শিল্পী শুভ্র দেব।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উপস্থাপিকা তামান্না মিয়া । পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মনির খান । উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার মোঃ আয়াস মিয়া, ক্রয়ডন কাউন্সিলের সাবেক মেয়র হুমায়ুন কবির, কমিউনিটি নেতা শাহ মুনিম, কবি আসমা মাতিন, প্রফেসর মিসবাহ কামাল, সাংবাদিক মিছবাহ জামালসহ কমিউনিটির বিশিষ্টজন। বক্তারা ফাউন্ডেশনের বহুমুখী কার্যক্রমের ভূয়শী প্রশংসা করে মানবিক ও সামাজিক কাজ আরও এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আপসানা বেগম এমপি আরএ ফাউন্ডেশনের বহুমুখী কার্যক্রমের ভূয়শী প্রশংসা করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পীকার কাউন্সিলার সুলুক আহমেদ আরএ ফাউন্ডেশনকে কাউন্সিলের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

আকবর হোসেন বলেন, ফাউন্ডেশন দরিদ্র মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সংগীতশিল্পী শুভ্র দেব শুভকামনা জানিয়ে ফাউন্ডেশনের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের সমর্থকদের হাতে সম্মাননা ও সনদ তুলে দেওয়া হয় । তাছাড়া ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের ভিডিও দেখানোর পাশাপাশি কবিতা আবৃত্তি ও খ্যাতিমান কণ্ঠশিল্পী শুভ্র দেব-এর কণ্ঠে ছিলো সংগীত পরিবেশনা। এমপি আপসানা বেগমের কাজকে উৎসর্গ করে সাংবাদিক রহমত আলীর লেখা কবিতা 'প্রতিবাদী কণ্ঠ' আবৃত্তি করেন শিল্পী সেলিনা জাহান ।

অপসানা বেগম এমপি তাঁর বক্তৃতায় যুক্তরাজ্যে বর্ণবাদ ও বৈষম্যের বিষয়টি তুলে ধরেন। তামান্না মিয়া বর্ণবাদ, বৈষম্য, বুলিং এবং ইসলামোফোবিয়ার প্রভাব ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন । তিনি তার নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র " ওয়ার্ডস হার্ট জাস্ট এজ মাচ এ অ্যাকশন" এবংআইটিভি নিউজের প্রতিবেদনও প্রদর্শন করেন।

উল্লেখ্য, এই অনুষ্ঠান হাউস অব কমন্সে আপসানা বেগম এমপির সহযোগিতায় আরএ ফাউন্ডেশনের দ্বিতীয় আয়োজন । সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে বন্যাদুর্গতদের সহায়তা, গৃহহীনদের জন্য ঘর নির্মাণ, বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা, ঈদ সামগ্রী বিতরণ এবং কোভিড-১৯ কালে সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহসহ নানান মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

নিউইয়র্কে পৃথক দুটি সম্মাননায় ভূষিত হলেন সাবরিনা হোসাইন

দর্শকনন্দিত টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভি ইউরোপের সিইও ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সাবরিনা হোসাইন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক স্টেটে সেনেট ও অ্যাসেম্বলি থেকে দুটি পৃথক সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার, সাবরিনা হোসাইন প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক স্টেট সেনেটর লুইস আর. সেপুলভেদার পক্ষ থেকে মর্যাদাপূর্ণ "সার্টিফিকেট অফ রিকগনিশন" অর্জন করেন। এরপর নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলির সদস্য ইউডেলকা টাপিয়ার কাছ থেকে আরও একটি বিশেষ সম্মাননা লাভ করেন। অ্যাসেম্বলি সদস্য ইউডেলকা বলেন, সাবরিনা হোসাইনের অনুপ্রেরণাদায়ক নেতৃত্ব এবং সমাজ, ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়নের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার প্রশংসনীয়।

মিডিয়া, কমিউনিটি এনগেজমেন্ট এবং নারী ক্ষমতায়নে তাঁর অগ্রণী নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এ সম্মাননাগুলো প্রদান করা হয়েছে। একই সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও প্রবাসী কণ্ঠস্বরকে বৈশ্বিক মঞ্চে তুলে ধরার অবদানের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে এতে।

কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ দুটি বিশেষ সম্মাননা পাওয়ার পর সাবরিনা হোসাইন জানান, আমি ভীষণ আনন্দিত ও গর্বিত। এই স্বীকৃতি শুধু আমার জন্য নয়, বরং আমাদের পুরো প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য। আমার কাজকে যে এত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে, তা আমাকে নতুন উদ্যমে কাজ করার প্রেরণা দিচ্ছে।

তিনি আরও যোগ করেন, নারী ক্ষমতায়ন, প্রবাসীদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরা এবং সমাজের জন্য কিছু করা- এটাই সবসময় আমার মূল লক্ষ্য ছিল।

এদিকে সাবরিনা হোসাইনের এ অর্জনে আনন্দ প্রকাশ করেছেন যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা।

তাঁদের মতে, সাবরিনা হোসাইনের এই সাফল্য শুধু তাঁর ব্যক্তিগত নয়, বরং বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশি প্রবাসীদের ভূমিকা আরও সুদৃঢ় করবে। এ অর্জনে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি ভীষণ গর্বিত। স্বর্ণালী সিলমোহরখচিত এ বিশেষ সম্মাননাগুলো শুধু একটি রিকগনিশন নয়; বরং এটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংগ্রাম, সাফল্য আর স্বপ্নের প্রতীক। সাবরিনা হোসাইন নিজ প্রচেষ্টায় প্রমাণ করেছেন, প্রবাস জীবনে থেকেও মাতৃভূমির গৌরব বাড়ানো সম্ভব।

এদিকে সাবরিনা হোসাইনের গর্বিত পিতামাতা মনে করেন, এই স্বীকৃতিগুলো নারী ও নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। তাঁর মতো নেতৃত্ব সামনে এলে প্রবাসীদের কণ্ঠস্বর আন্তর্জাতিক পরিসরে আরও জোরালো হবে।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার অ্যান্ড চেম্বার এক্সপো ২০২৫ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র সফরে রয়েছেন সাবরিনা হোসাইন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

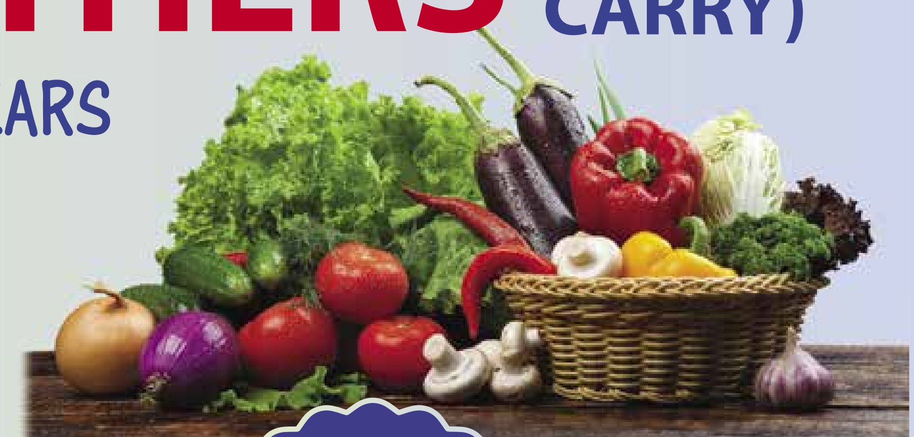

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্যপদে অনলাইন আবেদন পদ্ধতি চালু : শেষ তারিখ ২৫ অক্টোবর

দেশ ডেস্ক, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫: বিলেতের বাংলা মিডিয়ার প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব এই প্রথমবারের মতো সদস্যপদে অনলাইন আবেদন পদ্ধতি চালু করলো। এর ফলে এখন আর হাতে লিখে ফর্ম পূরণ করে অফিসে জমা দিতে হবে না, ঘরে বসে খুব সহজে অনলাইনে সাবমিট করা যাবে। ২০২৬-২০২৭ মেয়াদে সদস্যপদে আবেদনের শেষ তারিখ ২৫ অক্টাবর শনিবার রাত ১২টা। ওয়েবসাইট লিংকে প্রবেশ করে আবেদন সাবমিট করা যাবে।

২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় লণ্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে এ কথা জানানো হয়েছে। ক্লাব প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ জুবায়ের সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মিডিয়া ব্রিফিংয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন ক্লাবের মিডিয়া এন্ড আইটি সেক্রেটারি আবদুল হান্নান। তিনি বলেন, আবেদন প্রক্রিয়াটি সহজ ও ব্যবহারবান্ধব। একবারে ফর্ম পূরণ শেষ করতে না পারলে, আপনি যতটুকু করবেন তা সেইভ করে রেখে দিতে পারবেন। পরে যখন সময় হবে তখন আবারও ফিলআপ শুরু করতে পারবেন। এভাবে ধাপে ধাপে, নিজের সুবিধামতো সময়ে আবেদন সম্পূর্ণ করতে পারবেন।

এ সময় প্রেস ক্লাবের অনলাইন আবেদন পদ্ধতির ডেভোলাপার 'ডট নেট বিলড লিমিটেড'-এর ডিরেক্টর আইটি স্পেশালিষ্ট আব্দুল মান্নানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

ফাউন্ডিং ও মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের জন্য সহজ পলিসি:

ক্লাব প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ জুবায়ের জানান, সংবিধান অনুযায়ী প্রেস ক্লাবের ফাউন্ডিং মেম্বার ও মুক্তিযোদ্ধা মেম্বারের বেলায় বিশেষ ব্যতিক্রম রয়েছে। তারা সামান্য তথ্য তথা নাম ঠিকানা দিয়েই সদস্য পদ নবায়ন করতে পারবেন। তাছাড়া, ১৫ বছরের মিডিয়া অভিজ্ঞতার ক্যাটাগরিতে আবেদনও খুব সহজ। আবেদনকারিকে বর্তমান পর্যন্ত বিগত বছরগুলোতে কাজ করার ধারাবাহিক সময়ক্রম উল্লেখ করতে হবে।

ফি সরাসরি জমা হবে ক্লাব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে:

ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ জানান, প্রয়োজনীয় সব ডকুমেন্ট বা কাগজপত্র সহজেই অনলাইনে আপলোড করার সুবিধা রাখা হয়েছে। সদস্যপদের ফি সরাসরি আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে এবং অর্থপ্রদানের রসিদ আবেদন ফর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। তাই অনুগ্রহ করে ব্যাংক ট্রান্সফারের স্ক্রিনশটটি রাখুন এবং ফর্মের সাথে সংযুক্ত করুন।

মেম্বারশীপের জন্য অনলাইন সাইন-আপ :

প্রথমে আপনার নাম, ইমেইল ঠিকানা এবং একটি পাসওয়ার্ড দিয়ে সাইন আপ করে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে। একবার রেজিস্ট্রেশন করলে যেকোনো সময় লগ-ইন করে আপনার আবেদনের অগ্রগতি দেখতে পারবেন। এ ব্যাপারে কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন হলে ক্লাবের সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের, সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ অথবা মিডিয়া এন্ড আইটি সেক্রেটারি আব্দুল হান্নান-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। এছাড়া ক্লাব নিযুক্ত আইটি বিশেষজ্ঞ জনাব আব্দুল মান্নানের সাথেও টেলিফোনে যোগাযোগ করে বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সময়ে টেকনিক্যাল সহায়তা নিতে নেওয়া যাবে।

মেম্বারশীপ পলিসি: ক্লাবের ওয়েবসাইটে ফুল মেম্বারশীপ পলিসির বিস্তারিত তথ্য রয়েছে । এছাড়া অনলাইন ফর্মের শুরুতেই পলিসি বা নিয়ম নীতি পড়ার সুযোগ রয়েছে। তবে সব নীতি সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। পড়লে সহজেই বোঝা যাবে কার জন্য কোন নিয়ম প্রযোজ্য। এছাড়া এসোসিয়েট মেম্বার ও লাইফ মেম্বারের পলিসি একেবারে আলাদা।

নতুন আবেদনের ক্ষেত্রে প্রস্তাবক, সমর্থনকারী ও মিডিয়া কর্মস্থলের রেফারেন্স লেটার লাগবে । ফর্মে বর্তমান মেম্বার থেকে সংশ্লিষ্ট কারো নাম প্রস্তাবক ও সমর্থক হিসেবে দিতে হবে । যুক্তরাজ্যে নিয়মিতভাবে বসবাস করতে হবে, ন্যূনতম দু'বছর মিডিয়ায় সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে।

রিপোর্টিং/ভিডিও/ফটো লিংক :

যারা প্রকাশিত ৫টি রিপোর্ট/ফটো দেবেন তারা স্ক্রিনশটটি সংযুক্ত করতে হবে। আর স্যাটেলাইট টিভি/অনলাইন টিভি বা অনলাইন মিডিয়ার ক্ষেত্রে-প্রকাশিত লিংকটি অনলাইন আবেদনে সংযুক্ত করবেন ।

অনলাইন মিডিয়া:

অনলাইন মিডিয়া থেকে যারা এবার নতুন আবেদন করবেন তাদের জন্য ফেসবুকের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০ হাজার ফলোয়ার এবং ইউটিউবের ক্ষেত্রে নূন্যতম ১ হাজার সাবস্ক্রাইবার থাকতে হবে। পাশাপাশি ইউকেতে নিজস্ব কোম্পানি, নিজস্ব ওয়েবসাইট ও ব্যাংক একাউন্ট থাকতে হবে।

আবেদনকারিকে নিচের একাউন্ট নাম্বারে মেম্বারশীপের যথাযথ ফি পরিশোধ করে রিসিট আপলোড করে দিতে হবে। শুধুমাত্র নিজের ও নিজের পরিবারের সদস্যের একাউন্ট থেকে ট্রান্সফার করা যাবে।

ক্লাবের ট্রেজারার সালেহ আহমদ বলেন, এই পদ্ধতিটি শুরু করার ফলে সকল সদস্য খুব সহজে ঘরে বসে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন।

অনলাইন আবেদন পদ্ধতির উদ্বোধন করেন ক্লাবের ফাউন্ডিং প্রেসিডেন্ট মহিব চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট এমদাদুল হক চৌধুরী, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট রহমত আলী, ক্লাবের সিনিয়র সদস্য আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, সুফিয়া আলম, আবু সালেহ মোহাম্মদ মাসুম, আহাদ চৌধুরী বাবু, এম এ কাইয়ুম, সারোয়ার হোসেন, আকবর হোসেন, কিনু মিয়া, বাতিরুল হক সরদার, রুহুল আমীন, আলাউর খান শাহীন, এনাম চৌধুরী, মোহাম্মদ রহিম, খিজির হায়াত খান খিজির, হাসনাত চৌধুরী, আবুল হোসেন আলম, আবু রহমান, মুহিতুর রহমান বাবলু, কয়েস আহমেদ রুহেল, মাহবুব আলী খানশূর, এখলাছুর রহমান, আব্দুল বাসিত রফি প্রমুখ। নির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি রেজাউল করিম মৃধা, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি আকরামুল হোসাইন, ইভেন্ট এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেক্রেটারি রুপি আমিন, নির্বাহী সদস্য জাকির হোসেন কয়েস।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে ইস্ট লন্ডন মসজিদের চিঠি

লন্ডনে ডানপন্থীদের ইসলাম ও ইমিগ্রেশন বিরোধী সমাবেশের ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি

লন্ডন, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫: গত ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার সেন্ট্রাল লন্ডনে অনুষ্ঠিত "ইউনাইট দ্য কিংডম" র‍্যালি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইস্ট লন্ডন মসজিদ এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে মসজিদ কর্তৃপক্ষ এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

ইস্ট লন্ডন মসজিদ তাদের চিঠিতে সহিংসতা ও ভয়-ভীতি প্রদর্শনের ঘটনায় নিন্দা জানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে এ কথা স্পষ্ট করেছে যে, শুধু কথায় হবে না-কাজও দেখতে চায় জনগণ। তারা সহিংসতায় উসকানিদাতাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা, সব কমিউনিটির জন্য সমান পুলিশি আচরণ এবং ডানপন্থীদের চরমপন্থা মোকাবিলায় সরকারকে শক্তিশালী কৌশল গ্রহণের দাবি জানান । যুক্তরাজ্যে যাতে সংখ্যালঘু কমিউনিটি সুরক্ষিত থাকে এবং সর্বস্তরের মানুষ ভয়-ভীতির উর্ধে ওঠে নিরাপদে জীবনযাপন করতে পারে-এ ব্যাপারে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জুনায়েদ আহমেদ বলেন, 'আমরা প্রধানমন্ত্রীর নিন্দা জ্ঞাপনকে স্বাগত জানাই, তবে এখন আমাদের কমিউনিটি সরকারের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ দেখতে চায় । বৃটেন কাউকে ঘৃণামূলক বক্তব্য ও সহিংসতার উসকানি দেওয়ার লাইসেন্স দিতে পারেনা । সরকারকে জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে সব কমিউনিটি নিরাপদ থাকে এবং ক্রমবর্ধমান ডানপন্থী চরমপন্থা মোকাবিলা করা যায়।'

উল্লেখ্য, 'ইউনাইট দ্য কিংডম' র‍্যালিতে বারবার মুসলমান, ইসলাম ও অভিবাসীদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক বক্তব্য দেওয়া হয় । বক্তারা তথাকথিত "গ্রেট রিপ্লেসমেন্ট" এর নামে উসকানিমূলক ধারণা তুলে ধরে অভিবাসনকে আগ্রাসন ও সমস্যা বলে উল্লেখ করেন । আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, র‍্যালিতে 'ইসলাম ধর্মকে নির্মূল করা' মসজিদে উপাসনা ও খ্রিষ্টিয়ান ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানিয়ে উসকানিমূলক স্লোগান দেওয়া হয়। এই সমাবেশে বিদেশি উগ্রপন্থী ব্যক্তিরাও অংশ নেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করেন।

গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক ও স্টুডেন্ট অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডস সম্পন্ন

লন্ডনে গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক ও স্টুডেন্ট অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর (সোমবার) সন্ধ্যা ৭টায় বেকটনের জুমিরা হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্য ছাড়াও লন্ডনের বিভিন্ন শহর থেকে আগত প্রবাসী বাংলাদেশি ও বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকারিয়া। সঞ্চালনা করেন সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান আনোয়ার শাহজাহান ও নবনির্বাচিত জেনারেল সেক্রেটারি তারিক রহমান ছানু। শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন ট্রাস্টের ইয়ুথ সেক্রেটারি ছরওয়ারদি হাসান।

অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্কিং ও ডেগেনহাম কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলর প্রিন্সেস ব্রাইট।

বিশেষ অতিথি ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর সুলুক আহমদ, ক্রয়ডন কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলর হুমায়ুন কবির, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কাউন্সিলর আব্দাল উল্লাহ এবং রেডব্রিজ কাউন্সিলের কাউন্সিলর ফয়জুর রহমান।

দ্বিতীয় পর্বে নবনির্বাচিত কমিটির সকল সদস্যকে মঞ্চে নিয়ে পরিচিতি করিয়ে দেন সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান আনোয়ার শাহজাহান। এসময় তিনি সোশ্যাল ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠায় যাঁরা তাকে সহযোগিতা ও সমর্থন করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি নবনির্বাচিত কমিটির কার্যক্রমকে সফল করে তুলতে উপস্থিত সকলকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান জানান।

এসময় নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকারিয়া, জেনারেল সেক্রেটারি তারিক রহমান ছানু, ট্রেজারার সাইফুল ইসলাম, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল বাছিত এবং প্রতিষ্ঠাতা ট্রেজারার বদরুল আলম বাবুল বক্তব্য প্রদান করেন। তৃতীয় পর্বে যুক্তরাজ্যের গোলাপগঞ্জের কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক আনোয়ার শাহজাহান ও আইঅন টিভির জনপ্রিয় উপস্থাপক মিতা বেগমের সঞ্চালনায় এ-লেভেল ও জিসিএসসি'র ১০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন অতিথিবৃন্দ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন-গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের উপদেষ্টা কাউন্সিলর ড. আব্দুল আজিজ তকি, উপদেষ্টা মুজিবুর রহমান

মুজিব, উপদেষ্টা কাওসার কোরেশী, গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল বাছিত, প্রতিষ্ঠাতা ট্রেজারার বদরুল আলম বাবুল, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফয়জুর রহমান খান, বার্কিং ও ডেগেনহাম কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলর ফারুক আহমদ চৌধুরী, গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডস ইউকের সভাপতি এমদাদ হোসেন টিপু, সাধারণ সম্পাদক মাসুক আহমদ, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক মো. তাজুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি ফেরদৌস আলম, হেলপিং হ্যান্ডসের উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম, এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী রুহুল, ভাদেশ্বর মকবুল আহমদ আইডিয়াল একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা মকবুল আহমদ, বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান লুৎফর রহমান ছায়াদ, ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের সভাপতি নিজাম উদ্দিন, গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের ভাইস চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান সাফার, রায়হান উদ্দিন ও নজরুল ইসলাম, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, স্পোর্টস সেক্রেটারি হাবিবুর রহমান হাবিব, প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি শাফি আহমদ, এসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার কবির আহমদ, ইসি মেম্বার মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, বোর্ড মেম্বার নুরুল ইসলাম, ইসি মেম্বার সেলিম আহমদ, বোর্ড মেম্বার আমির হোসেন, ইসি মেম্বার ইয়াহিয়া খান, ইসি মেম্বার মোস্তাক আহমদ হেলাল, বোর্ড মেম্বার রোমান আহমদ চৌধুরী, বোর্ড মেম্বার সাব্বির আহমদ সাহেদ, বোর্ড মেম্বার মুহিবুল হক, বোর্ড মেম্বার সাব্বির আহমদ সাহেদ, বোর্ড মেম্বার হুমায়ুন কবির চৌধুরী একলিম, বোর্ড মেম্বার শাহীন আহমেদ, বোর্ড মেম্বার এনাম উদ্দিন, বোর্ড মেম্বার মোহাম্মদ সাজন, বোর্ড মেম্বার সুহেল আহমদ, বোর্ড মেম্বার মনিরুজ্জামান মুরাদ, বোর্ড মেম্বার রুহুল আমিন জুবেল, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সদস্য মারুফ আহমদ, কমিউনিটি সংগঠক তোফায়েল বাছিত তপু, সোশ্যাল ট্রাস্টের সদস্য তপু শেখ, লুৎফর রহমান, সুলতান হায়দার জসিম, হেলপিং হ্যান্ডসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইকবাল হোসেন, সদস্য এনাম উদ্দিন আহমদ, সুফান আহমদ, মুসলেউর চৌধুরী দিপু, কয়েস আহমদ, মুর্শেদ আহমদ চৌধুরী রাহি, কাওসার হোসেন জগলু, মাসুদ আহমদ, আব্দুস শুকুর প্রমুখ।

চতুর্থ পর্বে গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের ২০২৩-২০২৫ সেশনে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে তিনজন সদস্যকে অনারারী লাইফ মেম্বার সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

সম্মাননা প্রাপ্তরা হলেন- ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ড. রেণু লুৎফা, জেনারেল সেক্রেটারি তারিক রহমান ছানু এবং ট্রেজারার সাইফুল ইসলাম। পঞ্চম পর্বে লন্ডন বাংলা স্কুলের নব-নির্বাচিত কমিটির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুর রহমান খান এবং ট্রেজারার মুজিবুর রহমানকে পরিচয় করে দেন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকারিয়া। এসময় নেতৃবৃন্দ বাংলা স্কুল পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এর পর বাংলা স্কুলের ফান্ড সংগ্রহের জন্য র‌্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

ট্রাস্টের এসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার কবির আহমদ, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি সুহেল আহমদ এর তত্ত্বাবধানে র‌্যাফেল ড্র'র স্পন্সর ছিলেন, স্কুলের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, সেক্রেটারি আব্দুর রহমান খান সুজা, ট্রেজারার মুজিবুর রহমান এবং শাহজাহান এস্টেট রণকেলী। পরে লটারির মাধ্যমে ১০ জন বিজয়ীকে পুরস্কার দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ট্রাস্টের চতুর্থ স্মারকগ্রন্থ প্রজন্মের সেতু এর মোড়ক উন্মোচন। স্মারক গ্রন্থের সম্পাদক সোহেল আহমদ চৌধুরীর সঞ্চালনায় এতে ট্রাস্টের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ১০৪ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ রঙিনকালার স্মারক গ্রন্থের গোলাপগঞ্জ উপজেলা ইতিহাস, বিভিন্ন কার্যক্রম এবং সদস্যদের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে।

অনুষ্ঠান শেষে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ট্রাস্টের কালচারাল সেক্রেটারি মুফিজুর রহমান চৌধুরী একলিল এর সঞ্চালনায় বিলেতের বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীরা এতে অংশগ্রহণ করেন।

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

*Competitive fees
*Excellent service

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers

গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।

পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়

তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট: হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট

যত খুশি তত খান
বাফেট £15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99

৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট

For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

জমকালো আয়োজনে টমি মিয়া অ্যাওয়ার্ডস এর ৩৪ বছর উদযাপিত

খালেদ মাসুদ রনি

জমকালো এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে টমি মিয়া শেফ এন্ড হসপিটালিটি অ্যাওয়ার্ডের ৩৪ বছর উদযাপিত হয়েছে। গত ২১ সেপ্টেম্বর বিকেলে পশ্চিম লন্ডনের একটি অভিজাত হোটেলের বলরুমে

এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অঞ্চলের রেস্টুরেন্ট মালিক ও শেফরা, যারা ১৪ সেপ্টেম্বর রয়েল রেজেন্সিতে অনুষ্ঠিত শেফ কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করে 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য চ্যাম্পিয়ন' অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন। মোট ১৫টি রেস্টুরেন্ট, ৮ জন শেফের মধ্যে থেকে দুইজন নির্বাচিত হন চ্যাম্পিয়ন ও রানার-আপ হিসেবে। চ্যাম্পিয়ন হন পাঁচ ভাই রেস্টুরেন্টের শেফ কামাল হোসেন জুনায়েদ, রানার-আপ বোম্বে গেট রেস্টুরেন্টের শেফ সাঈদ আহমেদ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হাই কমিশনার আবিদা ইসলাম, ইকবাল বাদার্সের সিইও ইকবাল আহমেদ ওবিই, ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান, আলী খান ওবিই, সাহাগির বাকত ফারুক, মির্জা সালমান ইস্পাহানি, হাফিজ আলম বখশ, আফাজ মিয়া, মোস্তফা সারোয়ার বাবু, আব্দুস সালাম, আব্দুল হক, রাজু মিয়া, কাজী আবুল হুসেইন বাবুল, মিটি তোহমা, কাউন্সিলর মুমতাজ হুসেইন, আশরাফ তালুকদার, ফারহানা অ্যামি, শাহেদ আহমেদসহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানের শুরুতে টমি মিয়া অ্যাওয়ার্ডসের অপারেশন ডিরেক্টর মুস্তাক আলী বাবুল সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন এবং টিম মেম্বারদের পরিচয় করান।

সেলিব্রিটি প্রেজেন্টার লিজা আজিজ ও নীতিন গানাট্রার সাবলীল উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। অতিথিরা অনুষ্ঠানের নাচ ও গান উপভোগ করেন, যা বৃটেনে অবস্থিত বাংলাদেশি ও আন্তর্জাতিক শিল্পীরা উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের প্রতিনিধিরা বলেন, টমি মিয়ার এই আয়োজন সত্যিই জমকালো ও অভূতপূর্ব এবং ৩৪ বছরেও মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে।

পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও রেস্টুরেন্টের মধ্যে রয়েছে পার্লামেন্টারি অ্যাওয়ার্ড- আমিন আলী এবং ডিশুম রেস্টুরেন্ট, লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট- মানিক মিয়া, ভিশনারি লিডার ইন বিজনেস অ্যান্ড কমিউনিটি- জিল্লুর হোসেন এমবিই, ফ্রেন্ড অফ টমি মিয়া- লিজা আজিজ, স্পেশাল কন্ট্রিবিউশন টু দ্য কারি ইন্ডাস্ট্রি- শেফ আতিকুর রহমান বি ই এম। বেস্ট রিজিওনাল শেফ অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন সুকুরস ব্রাসেরি রেস্টুরেন্টের শেফ শাহ হুসাইন, বোম্বে গেটের শেফ সাঈদ আহমেদ, মেজর কারি অ্যাফেয়ার, বার্নউড রেস্টুরেন্টের শেফ সাইফুল ইসলাম, ব্লু অর্কিট থাই রেস্টুরেন্টের শেফ রাটডা এডওয়ার্ড, জামুন রেস্টুরেন্টের শেফ পারেস বিশ্বাস, পাঁচ ভাই রেস্টুরেন্টের শেফ কামাল হোসেন জুনায়েদ, তামারিন রেস্টুরেন্টের শেফ জিলা মিয়া।

কুলিনারি কুইন্সের উইমেন্স কুকিং কুইন কম্পিটিশনে চিয়েকো কুপার বিজয়ী হন, রানার-আপ হন হোসনে আরা বেগম ও মোজ্ঞোয়ারা খাতুন। এছাড়া বিশেষ রিকগনিশন ফর থাই কুলিনারি এক্সিলেন্ট বিজয়ী রাটডা এডওয়ার্ড, ইন্সপায়ারিং ওম্যান ইন হসপিটালিটি অ্যাওয়ার্ড- হোসনে আরা বেগম, বেস্ট ক্যাশ এন্ড ক্যারি- বাংলাবাজার; বেস্ট হসপিটাবিলিটি অ্যাকাউন্টেন্ট- আবুল হায়াত নুরুজ্জামান।

বিজয়ী রিজিওনাল রেস্টুরেন্টের মধ্যে বেস্ট নিউ কামার ইন ওয়েস্ট মিডল্যান্ড- মেজর কারি অ্যাফেয়ার, বেস্ট ইন ওয়েস্ট মিডল্যান্ড- ক্যাপ্টেন কোরমা, বেস্ট রেস্টুরেন্ট ইন স্টাফফোর্ডশায়ার- বালটি প্যালেস, বেস্ট ইভেন্ট ক্যাটারার ইন লন্ডন- গ্র্যান্ড রাসই ক্যাটারিং, বেস্ট অফ নর্থ ইস্ট অফ ইংল্যান্ড- জলসা, বেস্ট অফ ওয়েলস- শিশ মহল, বেস্ট ইন কার্ডিফ- ১৯৮৮ ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট, বেস্ট ইন কেন্ট- দি বোমবে, বেস্ট নিউ কামার ইন ওয়েলস- তারানা, বেস্ট নিউ কামার ইন এসেক্স- বাজান রেস্টুরেন্ট, বেস্ট রেস্টুরেন্ট ইন ওয়ারউয়িকশায়ার- থেসপিয়ানস রেস্টুরেন্ট, বেস্ট ইন সাউথ ইস্ট- তারানা, বেস্ট নিউ কামার ইন ইউকে- তামাশা হ্যান্ড ক্রস, বেস্ট রেস্টুরেন্ট ইন কেনিলওর্থ, ওয়ারউয়িকশায়ার- মাভি গ্রিল, বেস্ট রেস্টুরেন্ট ইন ইস্ট লন্ডন- সিটি স্পাইস, বেস্ট থাই রেস্টুরেন্ট ইন ওয়েস্ট মিডল্যান্ড- ব্লু অর্কিট থাই রেস্টুরেন্ট, বেস্ট স্ট্রিট ফুড ইন ইস্ট লন্ডন- চটপটি লাউঞ্জ, বেস্ট ইন দূরহাম- স্পাইস লাউঞ্জ, বেস্ট ইন সাউথ ওয়েস্ট- তান্দুরি নাইট, বেস্ট ইন কেন্ট- দি গান্ধি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট, বেস্ট রেস্টুরেন্ট ইন ইস্ট অ্যাংলিয়া- জমিদার মহল। বিজয়ী সকলকে অ্যাওয়ার্ডের প্রবর্তক টমি মিয়া এমবিই অভিনন্দন জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

রেডব্রিজ কাউন্সিলের বাজার স্টল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা

রেডব্রিজে সম্প্রতি কাউন্সিলের বাজার স্টল স্থাপনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই সভায় শত শত স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী অংশগ্রহণ করেন এবং

পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

স্থানীয়রা জানান, কাউন্সিল তাদের বা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরামর্শ না করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সভায় উপস্থিত কাউন্সিল নেতা ঈষষৎ. কাম রাই শেষ মুহূর্তে অনুপস্থিত থাকায় সমালোচনার ঝড় ওঠে। তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর জো ব্ল্যাকম্যান এবং ড্যানিয়েল মরগান, তবে বাসিন্দারা সন্তোষজনক উত্তর পাননি।

ওয়ানস্টেড পিসিসি মার্ক গিটশাম বলেন, লিবারেল ডেমোক্র্যাটরা পূর্বে এই বিষয়ে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন, তবে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

পিসিসি মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিনও কাউন্সিল নেতার উপস্থিতি অপরিহার্য বলে মন্তব্য করেন এবং উপস্থিত কাউন্সিলরদের বাজার স্টল পরিকল্পনা বাতিল করার আহবান জানান।

সভার সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন কাউন্সিলর মিঃ কলিন। এতে ওয়ানস্টেড লিবারেল ডেমোক্র্যাটদের শক্তিশালী উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যার মধ্যে ছিলেন মার্ক গিটশাম, অহিদ উদ্দিন, রোজমেরি থমাস এবং জ্যানেট করনিস। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শায়েখ তাজুল ইসলাম স্মরণে রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিশ ইউকের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিশ ইউকের উদ্যোগে সিলেট বিভাগের বিশিষ্ট লেখক, কবি ও বহু গ্রন্থের প্রণেতা শায়েখ তাজুল ইসলাম স্মরণে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডের কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৯ সেপ্টেম্বর সোমবার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিস ইউকের সভাপতি কে এম আবু তাহের চৌধুরী ও পরিচালনা করেন সাধারন সম্পাদক কবি শিহাবুজ্জামান কামাল।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কবি, সাংবাদিক ও লেখক আবুল কালাম আজাদ ছোটন। মরহুমের কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করেন কবি আবু সুফিয়ান চৌধুরী, মাওলানা আবুল হাসানাত চৌধুরী, সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন, সাংবাদিক বদরুজ্জামান বাবুল, হাজী ফারুক মিয়া, শেখ ফারুক আহমদ, শাহ এনায়েত করিম, আবুল বাশার, আলহাজ্ব বুলু মিয়া, মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, শায়েখ তাজুল ইসলাম ছিলেন একজন শক্তিমান লেখক। তিনি প্রায় ৪০টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর কয়েকটি কাব্য গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন। তিনি সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ হলো 'নির্বাচিত প্রবন্ধমালা। তিনি বহুবার হজ্জ ও ওমরা পালন করেছেন। বক্তারা মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন।

সভায় শায়েখ তাজুল ইসলাম ও কবি আলিফ উদ্দিনসহ সকল মৃতের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন বিশিষ্ট টিভি প্রেজেন্টার মাওলানা মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে এন্ড আয়ারের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে এন্ড আয়ারের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন ২৮ সেপ্টেম্বর রোববার পূর্ব লন্ডনের বিগ ল্যান্ড স্ট্রীটস্থ দারুল উম্মাহ সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আমীর মাওলানা আব্দুর রহমান মাদানী এবং পরিচালনা করেন সেক্রেটারি জেনারেল খলিলুর রহমান।

সভা শুরুতে কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর হাফিজ মাওলানা আব্দুল মুকিত পবিত্র কোরআন থেকে দারস পেশ করেন। তিনি দাওয়াতী কাজের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করে বলেন, মানুষের কল্যাণ এবং আল্লাহর দ্বীনের পথে স্থির থাকার জন্য সকলকে সংগঠিত জীবনযাপন করতে হবে। এছাড়া কর্মীদের মধ্যে দ্বীনি ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সভার স্বাগত বক্তব্যে আমীর মাওলানা আব্দুর রহমান মাদানী দাওয়াতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠায় যারা কাজ করেছেন এবং পরপ্রীতি হয়ে গেছেন তাদের স্মরণ করেন এবং তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। তিনি মুসলিম উম্মার ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য দোয়া করেন এবং দাওয়াতী কাজকে আরও সম্প্রসারিত করার আহবান জানান।

সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল খলিলুর রহমান ফেব্রুয়ারি ও জুন মাসের কার্যবিবরণী, ট্রেজারার শাব্বির আহমেদ কাওসার আর্থিক রিপোর্ট, এবং অন্যান্য বিভাগের প্রজেক্ট রিপোর্ট পেশ করেন। পরে প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে জোহরের বিরতি দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ডিপুটি সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা ফারুক হোসেইন। সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আবুল হাসানাত চৌধুরী নাশিদ পরিবেশন করেন। সেক্রেটারি জেনারেল খলিলুর রহমান সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের আপডেট দেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

সভা শেষ পর্যায়ে আমীর মাওলানা আব্দুর রহমান মাদানী উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমাপনী বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে বড়লেখা সদর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জাহেদুল ইসলাম মামুন সংবর্ধিত

আবু রহমান

লন্ডনে সফররত বড়লেখা সদর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও সাবেক ছাত্রনেতা জাহেদুল ইসলাম মামুনকে বড়লেখা ফ্রেন্ডস ক্লাব ইউকের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

সভায় সংগঠনের সভাপতি নাজিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মোমিন বেলালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি সংবর্ধিত জাহেদুল ইসলাম মামুন তাঁর বক্তৃতায় বড়লেখা ফ্রেন্ডস ক্লাবের মানবতার কল্যাণে বিভিন্ন কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সংগঠনের পক্ষ হয়ে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এছাড়াও তিনি তাঁর দায়িত্বকালীন সময়ের প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও বড়লেখা সদর ইউনিয়নের উন্নয়নে নেওয়া বিভিন্ন পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন।

সভায় অন্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন বড়লেখা ফ্রেন্ডস ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা শাহাব উদ্দিন, সোহরাব হোসেন, ইউসুফ জাকারিয়া খান, জাকির হোসেন, শাহাব উদ্দিন আহমেদ, ফয়সল আহমেদ, এলাইছ আহমেদ, রাছেল চৌধুরী ও আব্দুল মানিক। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন নুরুল ইসলাম, ফখরুল ইসলাম, লুৎফুর রহমান আজাদ, সিরাজ উদ্দিন, আলীম উদ্দিন, আম্বির হোসেন, আনোয়ার হোসেন, জাহিদ আহমেদ প্রমুখ।

সভায় সংবর্ধিত প্রধান অতিথিকে সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। পরে রাতের খাবারের মধ্য দিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত হয়।

কার্ডিফে মুফতী গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলীর দাওয়াতি সফর সম্পন্ন

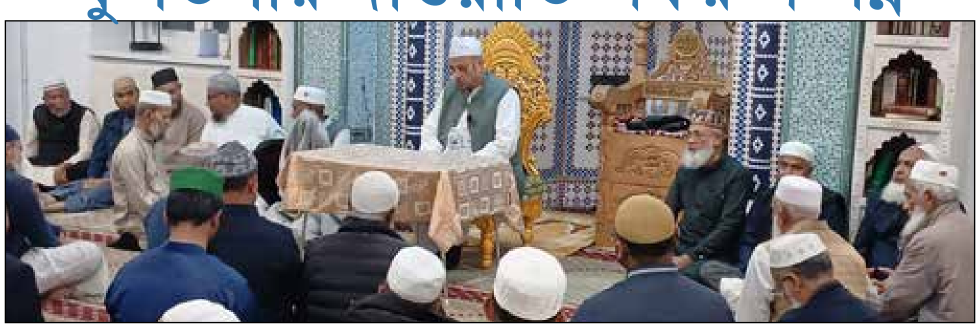

বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক ও দারুল ফিকর ওয়াল ইফতা আল ইসলামী বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মুফতী গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী যুক্তরাজ্যে দাওয়াতি সফর সম্পন্ন করেছেন। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরের মসজিদ, মাদ্রাসা ও সেমিনারে তিনি ইসলামের সুমহান আদর্শ ও নসিহত পেশ করেছেন।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর তিনি কার্ডিফের দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। মাদ্রাসার সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান শহীদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে এবং জয়েন্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ মকিস মনসুরের পরিচালনায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আনজুমানে আল-ইসলাহ ইউকে ওয়েলস ডিভিশনের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক ও কমিউনিটি সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় শেষে সবাই মিলে সুরা এখলাছ পাঠ করে এবং মোনাজাত করা হয়। মুফতী গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী বলেন, ভালো কাজে অংশ নেওয়া আল্লাহর বিশেষ রহমত ও সৌভাগ্যের নিদর্শন। তিনি কার্ডিফ দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসার প্রশংসা করে বলেন, এটি কেবল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, এটি নেক কাজের বড় প্ল্যাটফর্ম, যেখানে শিশুদের কুরআনের নূরে আলোকিত করা হবে।

বাদ যোহর তিনি কার্ডিফ শাহজালাল মসজিদে মুসল্লিদের সঙ্গে কমিউনিটি ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করেন। একই দিনে আনজুমানে আল-ইসলাহ ইউকে ওয়েলস ডিভিশনের উদ্যোগে কার্ডিফ জালালিয়া মসজিদে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে ওয়াজ মাহফিলে নসিহত প্রদান করেন। এতে কার্ডিফ ও পার্শ্ববর্তী শহরের বহু মুসল্লি উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

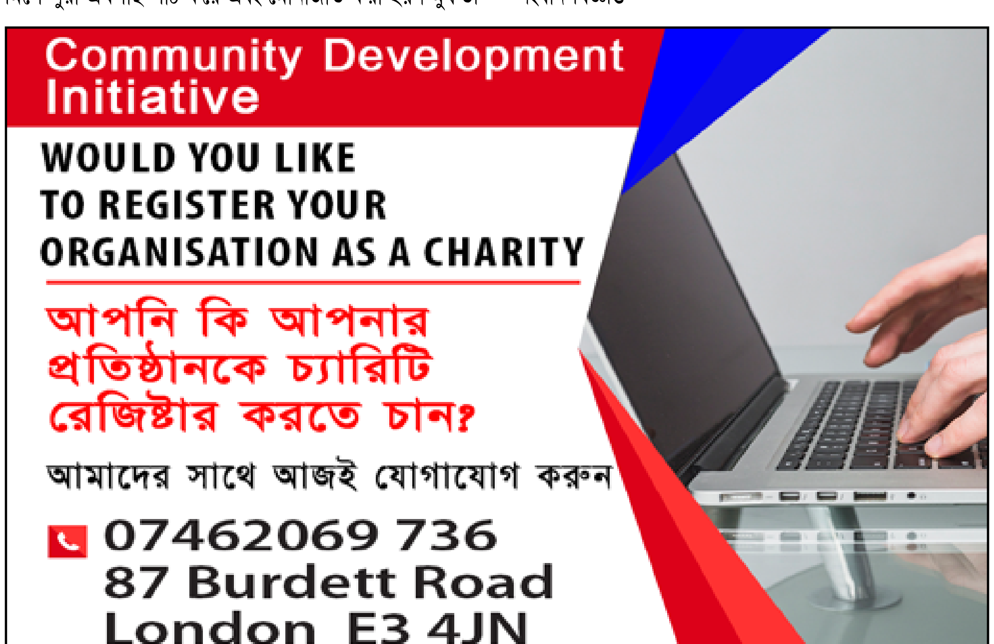

টাওয়ার হ্যামলেটসে ‘সেক্রেড বডি উইমেন্স হেলথ সেলিব্রেশন’

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫। টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে যেন অন্যরকম এক প্রাণচাঞ্চল্য। হাসি, উচ্ছ্বাস আর গর্বের আবহে এক জায়গায় জড়ো হয়েছিলেন দেড় শতাধিক নারী। উপলক্ষ অনন্য-‘সেক্রেড বডি উইমেন্স হেলথ সেলিব্রেশন’।

এটি কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং নারীর আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব আর স্বাস্থ্যকে একসূত্রে গাঁথা এক শক্তিশালী উৎসব। অ্যাকাউন্টেও আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের অর্থায়নে পরিচালিত “ডেয়ার টু লিড উইমেন্স লিডারশিপ প্রোগ্রাম“-এর অংশ হিসেবে আয়োজন করা হয়। আর সবচেয়ে বড় দিক হলো, এই পুরো আয়োজনটির নেতৃত্ব দেন সেই নারীরাই, যারা সম্প্রতি এই নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ সফলভাবে শেষ করেছেন।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলের কেবিনেট মেম্বার ফর ইকুয়াইলিটিজ এন্ড সোশ্যাল ইনক্লুশন কাউন্সিলর বদরুল চৌধুরী এবং কেবিনেট মেম্বার ফর হেলথ, অয়েলবিয়িং এবং সোশ্যাল কেয়ার, কাউন্সিলর সাবিনা আক্তার।

নেতৃত্বের হাত ধরে আত্মবিশ্বাস

অনুষ্ঠানের প্রতিটি ধাপে ঝলমল করছিলো নারীর সক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস। কেউ মঞ্চে এসে অভিজ্ঞতার কথা বললেন, কেউ স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনায় অংশ নিয়ে নিজের জ্ঞান ভাগ করে নিলেন। আবার কেউ ইন্টারেকটিভ স্টলে দাঁড়িয়ে কমিউনিটির অন্য নারীদের হাতে তুলে দিলেন দরকারী তথ্য, পরামর্শ আর সহায়তার সুযোগ।

অনেকেই বলছিলেন, এই প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা শুধু তাদের ব্যক্তিগত জীবনে নয়, বরং পরিবার, সমাজ ও কমিউনিটির প্রতিটি স্তরে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

স্বাস্থ্য ও সুস্থতাকে অগ্রাধিকার

কেবল নেতৃত্ব নয়, নারীর সার্বিক সুস্থতাকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় এ আয়োজনে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সমন্বয়ে আয়োজিত হেলথ প্যানেল ডিসকাশন-এ উঠে আসে নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানা বিষয়।

স্টলগুলোতেও ছিল নারীর স্বাস্থ্যসেবা, মানসিক সুস্থতা, পুষ্টি, ব্যায়াম থেকে শুরু করে পারিবারিক যত্নের বিষয়াদি সম্পর্কিত বিপুল তথ্য। নারীরা নিজেরা এসব তথ্য সংগ্রহ করেন, আবার একে অপরের সাথে শেয়ারও করেন।

নারীর হাতে কমিউনিটির অগ্রযাত্রা

অনুষ্ঠানকে ঘিরে ছিল বিশেষ এক বার্তা -“যখন নারী নেতৃত্ব দেয়, তখন পুরো কমিউনিটি এগিয়ে যায়।” উপস্থিত নারীরা একমত ছিলেন যে, সুস্থ, আত্মবিশ্বাসী এবং শিক্ষিত নারী মানেই একটি সুসংগঠিত ও অগ্রসর সমাজ।

উচ্ছ্বাস ও গর্বের সমাপ্তি

দিনের শেষভাগে যখন নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা নারীদের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হলো, তখন টাউন হলের প্রতিটি কোণ ভরে উঠল হাততালিতে। চোখের কোণে গর্বের অশ্রু আর ঠোঁটে হাসি ্ সবকিছুই বলে দিচ্ছিল, এই নারীরা আর পেছনে ফিরে তাকাবেন না।

তাদের যাত্রা এখানেই শেষ নয়। বরং এই অনুষ্ঠান তাদের জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা ্ যেখানে তারা শুধু নিজেদের জন্য নয়, বরং পুরো কমিউনিটির জন্য হবেন প্রেরণা, সাহস আর নেতৃত্বের প্রতীক।

“সেক্রেড বডি উইমেন্স হেলথ সেলিব্রেশন” আমাদের দেখিয়েছে যখন নারীরা নেতৃত্ব নেয়, তখন সত্যিই সমাজের প্রতিটি স্তরে আলো ছড়িয়ে পড়ে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ফুটবল টুর্নামেন্ট রোববার, সাংবাদিকদের মধ্যে উৎসবের আমেজ

লন্ডন, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫: আগামী ৫ অক্টোবর রোববার পূর্ব লন্ডনের স্টেপনী গ্রীন ফুটবল মাঠে দুপুর ১টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫ । টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে বিলেতের বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিকদের মধ্যে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে।

এ উপলক্ষে ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব হলে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ-এর সঞ্চালনায় এবং প্রেসিডেন্ট মোঃ জুবায়েরের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে ফুটবল টুর্নামেন্টের বিস্তারিত তথ্যাদি তুলে ধরেন ট্রেজারার সালেহ আহমেদ, ইভেন্ট সেক্রেটারি রুপি আমিন, ফুটবল টুর্নামেন্ট পরিচালনা সংস্থা লন্ডন স্পোর্টিফের কো-অর্ডিনেটর ফরহাদ উদ্দিন ও ম্যানেজার মুহি মিকদাদ ।

উল্লেখ্য, এলবিপিসি ফুটবল টুর্নামেন্টে এবার ৬টি টিম অংশগ্রহণ করছে । টিমগুলো হচ্ছে, ওয়ানবাংলা ইউনাইটেড, বাংলা কাগজ, চ্যানেল এস, মোহামেডান এসসি, দেশ-পত্রিকা ইউনাইটেড এবং ইউকে বাংলা লাইভ ইউনাইটেড। উপস্থিত সবার সামনে লটারি মাধ্যমে টিমগুলোকে এ এবং বি গ্রুপে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। গ্রুপ এ তে খেলবে বাংলা কাগজ, ওয়ানবাংলা ইউনাইটেড ও ইউকে বাংলা লাইভ ইউনাইটেড । গ্রুপ বিতে খেলবে দেশ-পত্রিকা ইউনাইটেড, চ্যানেল এস ও মহাম্যাডান এসসি। গ্রুপ পর্বের প্রথম খেলায় পিচ ওয়ানে 'বাংলা কাগজ' খেলবে 'ওয়ান বাংলার সাথে, ইউকে বাংলা লাইভ খেলবে বাংলা কাগজের সাথে এবং ওয়ানবাংলা খেলবে ইউকে বাংলার সাথে। পিচ টুতে চ্যানেল এস খেলবে মোহামেডান এসসি'র সাথে, দেশ-পত্রিকা ইউনাইটেড খেলবে চ্যানেল এস এর সাথে এবং মোহামেডান এসসি খেলবে দেশ-পত্রিকা ইউনাইটেড এর সাথে।

সংবাদ সম্মেলনে লটারীর মাধ্যমে টিমগুলোর জার্সি কালার নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে । বাংলা কাগজ পেয়েছে বেগুনী, ওয়ানবাংলা নীল, মোহামেডান এসসি সবুজ, দেশ-পত্রিকা ইউনাইটেড লাল এবং ইউকে বাংলা লাইভ ইউনাইটেড সাদা ।

সংবাদ সম্মেলনে খেলার নিয়ম-কানুন তুলে ধরেন লন্ডন বাংলা স্পোর্টিফের ফুটবল কো-অর্ডিনেটর ফরহাদ উদ্দিন ও ম্যানেজার মুহি মিকদাদ। সবশেষে প্রেসিডেন্ট মোঃ জুবায়ের এবং জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ ফুটবল টিমের সদস্য ও ক্লাব সদস্যদেরকে তাঁদের পরিবার-পরিজন নিয়ে রোববার স্টেপনী গ্রীন ফুটবল মাঠে উপস্থিত হয়ে খেলা উপভোগ করতে আহবান জানান । তাঁরা বলেন, সকলের অংশগ্রহণে আমরা একটি উৎসবমুখর টুর্নামেন্ট উপহার দিতে পারবো বলে আমরা আশাবাদী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইস্ট লন্ডন মসজিদের বিবৃতি

ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া বৃটেনের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ,তবে কার্যকর পদক্ষেপ জরুরী

লন্ডন, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ : যুক্তরাজ্য সরকারের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ইস্ট লন্ডন মসজিদ । ২২ সেপ্টেম্বর সংবাদ মাধ্যমে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলা হয়, এ ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটেন এখন বিশ্বের ১৯৩টি জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১৫০টির সাথে একাত্ম হলো, যারা ইতোমধ্যেই ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়েছে। এটি আন্তর্জাতিক আইন এবং বিশ্ব ঐক্যমতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ফিলিস্তিনি জনগণের রাষ্ট্রীয় অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি।

এই সিদ্ধান্ত শুধু নৈতিক দায়িত্বই নয়, বরং একটি ঐতিহাসিক ঋণের পরিশোধও বটে। কারণ শতাধিক বছর আগে ১৯১৭ সালে 'ব্যালফোর' ঘোষণার মধ্য দিয়েই বৃটেন ফিলিস্তিনিদের অধিকার হরণ শুরু করেছিলো। তবে এই স্বীকৃতি এসেছে ফিলিস্তিনের ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার সময়ে। ইসরায়েল যখন গাজায় গণহত্যা এবং দখলীকৃত পশ্চিম তীরে জাতিগত নিধন চালিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) ইতোমধ্যেই এ দখলকে অবৈধ ঘোষণা করেছে।

বিবৃতিতে ইস্ট লন্ডন মসজিদ আরো বলেছে, শুধু স্বীকৃতি যথেষ্ট নয় । যুক্তরাজ্য সরকার এখনো ইসরায়েলের এই হামলাকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকার করতে অস্বীকার করছে। এ অস্বীকারের কারণে ব্রিটেন ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে, যা চলমান হত্যাযজ্ঞকে টিকিয়ে রাখছে।

জাতিসংঘ কমিশন, শীর্ষ মানবাধিকার সংস্থা ও বিশ্বখ্যাত গণহত্যা বিশেষজ্ঞরা স্পষ্ট করে বলেছেন, ইসরায়েলের কার্যক্রম আইনি সংজ্ঞায় গণহত্যার আওতায় পড়ে। তবুও ব্রিটিশ সরকার এ সত্য অস্বীকার করছে। ইস্ট লন্ডন মসজিদ সতর্ক করে বলেছে, কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়া এ স্বীকৃতি মুল্যহীন । তাই তারা যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, যেন অবিলম্বে ইসরায়েলের অপরাধকে আনুষ্ঠানিকভাবে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অস্ত্র বিক্রি, সামরিক সহযোগিতা ও বাণিজ্য বন্ধ করে ব্রিটেনের সহযোগিতা ও দায়মুক্তি বন্ধ করা হয় এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুদ্ধাপরাধীদের জবাবদিহির আওতায় আনা হয়।

ইস্ট লন্ডন মসজিদ বিবৃতিতে আরো বলেছে, ব্রিটেনকে প্রমাণ করতে হবে যে, এই স্বীকৃতি কেবল কাগজ-কলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গাজায় গণহত্যা ও পশ্চিম তীরে জাতিগত নিধন বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ না নিলে, এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত মূল্যহীন হয়ে থাকবে-আর প্রতিদিন অসংখ্য প্রাণহানি চলতেই থাকবে।

WorkPermitCloud Ltd.

A cloud-based solution for all your Immigration needs

Do you

- Need sponsorship licence?
- Need immigration advice?
- Wish to recruit skilled staff?
- Need a robust HR system?

Our Services

- Sponsor Licence Application
- Skilled Worker Visa application
- Health & Care worker Visa application
- Innovator Founder Visa application
- Self-Sponsorship service
- HRM software service

Contact us

+44 020-8087-2343
+44 07888193300(WhatsApp)
info@workpermitcloud.co.uk
workpermitcloud.co.uk

Scan the QR code to visit our website

পৌনে দুই ঘণ্টার পরিচ্ছন্নতা অভিযান

সিলেটে ঝাড়ু হাতে রাস্তায় ডিসি

সিলেট প্রতিনিধি, ০৩ অক্টোবর ২০২৫ : যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা। মুখে মাস্ক আর হাতে গ্লাভস পরে ঝাড়ু হাতে বর্জ্য অপসারণে রাস্তায় নেমে পড়লেন সিলেটের জেলা প্রশাসক (ডিসি) সারওয়ার আলম। কিছু সরকারি কর্মকর্তা ও সমাজসেবামূলক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও তাঁকে অনুসরণ করেন। সবাই মিলে পৌনে দুই ঘণ্টার মধ্যে আশপাশের এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করলেন।

এ দৃশ্য ২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার সকাল সাড়ে সাতটার। সিলেট জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও সিটি করপোরেশনের সহযোগিতায় বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে শহর পরিষ্কার রাখতে এমন বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। নগরের সার্কিট হাউসের সামনের অংশ, জালালাবাদ পার্ক ও কিনব্রিজ এলাকায় এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে। এ সময় কয়েক বস্তা আবর্জনা অপসারণ করা হয়।

সকাল সোয়া নয়টা পর্যন্ত চলে এ কর্মসূচি। শুরুতেই জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম ঝাড়ু হাতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে থাকা অন্যরাও তখন ঝাড়ু হাতে রাস্তা পরিষ্কার করেন। সরকারি কর্মকর্তাদের পাশাপাশি স্কাউট, বিডি ক্লিন সিলেটসহ বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরাও পরিচ্ছন্নতা কাজে অংশ নেন। এ সময় জেলা প্রশাসক বলেন, 'এই শহর আমাদের সবার। পরিচ্ছন্নতা শুরু হোক নিজের কাছ থেকেই।'

টানা পৌনে দুই ঘণ্টা পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিতে ছিলেন সারওয়ার আলম। এ সময় তিনি বলেন, 'পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর সিলেট গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সবার। হকারমুক্ত, আবর্জনামুক্ত, সুন্দর সড়ক আর সেতু আমাদের শহরের গর্ব হবে। শহরের মানুষ যদি ছোট ছোট অভ্যাস পরিবর্তন করেন, নিজ জায়গা পরিচ্ছন্ন রাখেন, তবে শহরও স্বাভাবিকভাবে পরিচ্ছন্ন থাকবে।'

সিলেটের জেলা প্রশাসক আরও বলেন, 'শুধু রাস্তাঘাট নয়, আমাদের মনও পরিষ্কার করতে হবে। প্রকৃতি রক্ষা, শহর পরিচ্ছন্নতা ও সুষ্ঠু নাগরিক দায়িত্ব পালন-এগুলো একসঙ্গে হলে সিলেট হবে আরও পরিচ্ছন্ন, আরও সুন্দর।'

আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী ও তাঁর পরিবারের সম্পদ বিবরণী চেয়ে দরজায় দুদকের নোটিশ

সিলেট প্রতিনিধি, ০৩ অক্টোবর ২০২৫ : সিলেট সিটি করপোরেশনের আওয়ামী লীগদলীয় সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সম্পদ বিবরণী চেয়ে নোটিশ দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ২৮ সেপ্টেম্বর রোববার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে নগরের পাঠানটুলা এলাকায় সাবেক মেয়রের বাসভবনের দরজায় নোটিশটি টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের ঢাকার সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান। তিনি বলেন, দুদকের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে আসা তিন সদস্যের একটি দল দুদকের পরিচালক (মানিলন্ডারিং) মোহাম্মদ মোরশেদ আলম স্বাক্ষরিত এ নোটিশ টাঙায়।

দুদক জানিয়েছে, সাবেক মেয়র ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা আয়-বহির্ভূত অবৈধ সম্পত্তির মালিক হয়েছেন বলে দুদক প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয়েছে। তাই ২১ কার্যদিবসের মধ্যে তাঁদের সম্পদের পূর্ণ বিবরণ দুদকের প্রধান কার্যালয়ে জমা দিতে বলা হয়েছে। এর মধ্যে বিবরণী জমা না দিলে কিংবা মিথ্যা বিবরণী জমা দিলে পরবর্তীকালে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নোটিশে বলা হয়েছে, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করে দুদকের স্থির বিশ্বাস যে আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত স্বনামে বা বেনামে বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছেন। দুদক আইন ২০০৪-এর ধারা ২৬-এর উপধারা (১)-এর ক্ষমতাবলে আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, তাঁর স্ত্রী ও তাঁর ওপর নির্ভরশীলদের স্বনামে বা বেনামে অর্জিত যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর দায়দেনা, আয়ের উৎস ও তা অর্জনের বিস্তারিত বিবরণী জমা দিতে হবে।

গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তৎকালীন সিলেট সিটির মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী যুক্তরাজ্যে চলে যান। যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ২০২৩ সালের ২১ জুন সিলেট সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মেয়র নির্বাচিত হন।

সিলেটে সারজিস আলম

নির্বাচনের আগে জুলাই খুনিদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে

সিলেট প্রতিনিধি, ০৩ অক্টোবর ২০২৫ : নির্বাচনের আগে জুলাই খুনিদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। তিনি বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান শুধুমাত্র একটি নির্বাচনের জন্য ছিল না। সিস্টেমের করাপশন ও মৌলিক সংস্কারের জন্য ছিল। জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত এনসিপি থেকে সব সংস্কার

চাওয়া হয়েছে। জুলাই সনদের যেন আইনি ভিত্তি থাকে এবং জুলাই সনদে যে সংস্কারের কথা বলা আছে- সেগুলো যেন সংস্কার করা হয়। আমরা নির্বাচন চাই, এই নির্বাচন যদি ডিসেম্বরে হয় তাহলে আমাদের সমস্যা নাই। যারা জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে এতগুলো মানুষকে নির্মমভাবে খুন করলো তাদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে। গত বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় সিলেট মহানগরীর পানসী ইন রেস্টুরেন্টের হলরুমে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সিলেট জেলা ও মহানগরের উদ্যোগে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এমন মন্তব্য করেন দলটির মুখ সংগঠক সারজিস আলম।

তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা নানা ধরনের জরিপ করেছে। তবে বাস্তব চিত্র ভিন্ন রকম দেখা যায়। খুনি হাসিনা ভারতে অবস্থান করায় বাংলাদেশের জনগণ ভারতের নাম শুনলেই ভারতবিরোধী মনোভাব পোষণ করে। আওয়ামী লীগ বা তাদের নামধারী কেউ দেশে কোনো নির্বাচন করতে পারবে না।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, এনসিপি সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ ও লাঞ্ছিত করার ঘটনা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। এ বিষয়ে সরকারের কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া সরকারের দুর্বলতাকে প্রকাশ করে। এ ঘটনার সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কেউ জড়িত থাকলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আগামী নির্বাচনে প্রতীকের বিষয় নিয়ে তিনি বলেন, এনসিপিকে শাপলা প্রতীক না দেওয়ার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সদিচ্ছার ঘাটতি রয়েছে। অন্যথায় এটি কোনো ব্যক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠানের প্রভাবিত সিদ্ধান্ত। তারা যদি এমন অন্যায় আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়, তবে আমরা তা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করব বলেও মন্তব্য করেন তিনি। সারজিস আলম বলেন, অভ্যুত্থানে রাজপথে একসাথে দাবি আদায়ের আন্দোলনের গণঅধিকার পরিষদ ও এনসিপি কাজ করেছে। মানুষ দুটি দলকে একসাথে দেখতে চায়; তাই আলোচনা চলছে।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের ১৯ নেতা-কর্মী আজীবন ও ১৫ জন সাময়িক বহিষ্কার

সিলেট প্রতিনিধি, ০৩ অক্টোবর ২০২৫ : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, হলের কক্ষে অস্ত্র ও মাদক রাখার অভিযোগে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের ১৯ নেত-কর্মীকে আজীবন বহিষ্কার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মোখলেসুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। একই অভিযোগে ৮ শিক্ষার্থীকে চার সেমিস্টার, একজনকে তিন সেমিস্টার, ১১ জনকে দুই সেমিস্টার, ১৫ জনকে সাময়িক বহিষ্কার এবং ৮ জনকে সতর্ক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রক্টর মোখলেসুর রহমান বলেন, 'সিন্ডিকেটের ২৩৭তম সভায় কর্তৃপক্ষ বহিষ্কারের এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাময়িক শাস্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদেরকে স্থায়ীভাবে কেন বহিষ্কার করা হবে না-এটা উল্লেখ করে কারণ দর্শানোর চিঠি দেওয়া হবে। পরে তাঁদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

গত ২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সিন্ডিকেটের ওই সভা হয়। এতে গত বছর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সন্ত্রাসী হামলার অভিযোগে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আজীবন বহিষ্কৃতরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী খলিলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক এবং বন ও পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সজীবুর রহমান, সহসভাপতিদের মধ্যে পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগের শিমুল মিয়া, পরিসংখ্যান বিভাগের হাবিবুর রহমান হাবিব, বাংলা বিভাগের ইউসুফ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক জৈব রসায়ন ও আণবিক জীববিদ্যা (বিএমবি) লোকমান হোসেনকে আজীবন বহিষ্কার করা হয়েছে।

এ ছাড়া ছাত্রলীগকর্মীদের মধ্যে সমাজবিজ্ঞানের তারেক হাসান, পদার্থবিজ্ঞানের সৈয়দ মা'জ জারদি, সিয়াম খান, পেট্রোলিয়াম ও খনি প্রকৌশল বিভাগের মুজাহিদুল ইসলাম সায়মন, হলে অস্ত্র ও মাদক রাখার দায়ে সহসভাপতি ও পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী আশিকুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক ও পরিসংখ্যান বিভাগের অমিত সাহা, ছাত্রলীগকর্মীদের মধ্যে ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের তরিকুল ইসলাম, পরিসংখ্যান বিভাগের মাহবুবুর রহমান, সমুদ্রবিজ্ঞানের মারবিন ডালি রিকি, সমাজবিজ্ঞানের শান্ত তারা আদনান ও লোক প্রশাসনের মামুন মিয়াকে আজীবন বহিষ্কার করা হয়েছে।

নেশা করে মাকে নির্যাতন, অতঃপর কারাগারে ছেলে

সিলেট প্রতিনিধি, ৩ অক্টোবর ২০২৫ : সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে নেশা করে নিজের মাকে নির্যাতনের অভিযোগে ছেলে তোফাজ্জল ইসলামকে (২২) তিন মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। শুক্রবার তাঁকে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ। এর আগে গত ২৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার পূর্ব ইসলামপুরের রাজনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

দণ্ডিত তোফাজ্জল ইসলাম ওই গ্রামের প্রবাসী হাবিব মিয়ার ছেলে। কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রতন শেখ এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, মাদকাসক্ত তোফাজ্জলের বাবা হাবিব মিয়া প্রবাসে থাকতেন। ছেলে তাঁর মাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নির্যাতন করেন জেনে বাড়িতে ফিরে আসেন। ছেলেকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি সংশোধন না হওয়ায় (২৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে) কোম্পানীগঞ্জ থানাকে জানান হাবিব। অভিযোগ পেয়ে তোফাজ্জলকে আটক করে পুলিশ। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ রবিন মিয়া তাঁকে তিন মাসের কারাদণ্ড দেন।

ট্রাম্প আসছিলেন, তাই আটকে দেওয়া হলো ম্যাক্রোঁর গাড়ি

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫ : নিউইয়র্কের রাস্তায় গাড়িবহর নিয়ে পুলিশি বাধার মুখে পড়লেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। পুলিশি বাধা থেকে মুক্ত হতে সরাসরি ফোন করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে।

গার্ডিয়ানসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যম জানায়, তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের গাড়িবহর যাচ্ছিল। তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই আটকে দেওয়া হয় অন্যান্য সড়ক। এ সময় অন্যান্যদের মতো আটকা পড়েন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁও। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মন গলাতে বন্ধু ট্রাম্পকে ফোন করেন ম্যাক্রোঁ। এরপর অবশ্য খুলে দেওয়া হয় রাস্তা। তবে গাড়ি নিয়ে নয়, বাকি পথ হেঁটেই এগোতে হয়েছে ম্যাক্রোঁকে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন উপলক্ষ্যে বহু দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা অবস্থান করছেন নিউইয়র্কে। তাই নিরাপত্তা নিশ্চিতে কড়াকড়ি চলছে শহরজুড়ে।

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র স্বীকৃতি উদযাপনে পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের আনন্দ র‍্যালি

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫ : যুক্তরাজ্যসহ ডজনখানেক পশ্চিমা দেশগুলোর পক্ষ থেকে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঢেউয়ে উল্লাসে মেতে উঠেছেন পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিরা। মঙ্গলবার রামাল্লা ও তুলকারেমসহ বিভিন্ন শহরে হাজারো মানুষ পতাকা হাতে রাস্তায় নেমে আনন্দ মিছিল করেন। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে টাইমস অব ইন্ডিয়া।

রামাল্লার কেন্দ্রীয় স্কোয়ারে জাতীয়তাবাদী স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে পরিবেশ। সেখানে শতাধিক মানুষ ফিলিস্তিনি ও ইউরোপীয় দেশগুলোর পতাকা হাতে সমবেত হন। অনেকের হাতে ছিল 'স্টপ দ্য জেনোসাইড' লেখা পোস্টার এবং ফিলিস্তিনি অথরিটির প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের ছবি।

আব্বাসের রাজনৈতিক দল ফাতাহ ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের শীর্ষ নেতারা এ সময় উপস্থিত হয়ে হাত মেলান ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ফাতাহর কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব জিবরিল রজৌব এএফপিকে বলেন, 'এই স্বীকৃতি একটি প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ। আমরা আশা করি এটি অব্যাহত থাকবে। এটি আমাদের জনগণের শতবর্ষের প্রতিরোধ ও দৃঢ়তার ফল।' তিনি আরও জানান, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে আগের দিন দেওয়া বক্তব্য শুনে তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

ফাতাহ সদস্য ৩৯ বছর বয়সি মাইসুন মাহমুদ বলেন, 'আজ আমরা এসেছি ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়া দেশগুলোকে ধন্যবাদ জানাতে। একই সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করতে তাদের আরও সক্রিয় সমর্থনের আহ্বান জানাতে। এখন সময় এসেছে বিশ্বকে দায়িত্ব নেওয়ার।'

উত্তরাঞ্চলীয় তুলকারেম শহরেও অনুরূপ সমাবেশ হয়। সেখানে অংশগ্রহণকারীরা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া দেশগুলোর পতাকা হাতে উল্লাস প্রকাশ করেন।

সোমবার ফ্রান্স, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, মাল্টা ও আরও কয়েকটি দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দেয়। এর আগে রোববার ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও পর্তুগাল একই পদক্ষেপ নেয়। দুই বছরের গাজা যুদ্ধ ও পশ্চিম তীরে সহিংসতা বৃদ্ধির পর এ উদ্যোগকে ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সৌদির গ্র্যান্ড মুফতি শেখ আব্দুল আজিজ মারা গেছেন

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫ : সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি ও সিনিয়র স্কলারস কাউন্সিলের প্রধান শেখ আবদুল আজিজ আল-শেখ মারা গেছেন। রিয়াদে মঙ্গলবার সকালে ৮২ বছর বয়সে তিনি মারা যান। সৌদি আরবের রাজ দরবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আবদুল আজিজ আল-শেখ ১৯৮২ সালে আরাফা প্রাঙ্গণের ঐতিহাসিক নামিরাহ মসজিদে ইমাম ও ধর্মোপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ২০১৪ সাল পর্যন্ত টানা ৩৪ বছর আরাফাতের ময়দানে পবিত্র হজের খুতবা পাঠ করেছিলেন। খবর সৌদি গেজেটের রাজ দরবারের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'শেখ আব্দুল আজিজ আল-শেখের মৃত্যুতে সৌদি আরবসহ গোটা মুসলিম বিশ্ব এক বিশিষ্ট আলেমকে হারাল, যিনি ইসলাম ও মুসলমানদের সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।'

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ট্রাম্প

গাজায় এখনই যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫ : গাজায় এখনই যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ইসরাইলের ঘনিষ্ঠ মিত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প। মঙ্গলবার শুরু হওয়া জাতিসংঘের ৮০তম সাধারণ অধিবেশনের মূল পর্বের রাষ্ট্রনেতাদের বক্তব্যে এই মন্তব্য করেন তিনি। ট্রাম্প বলেছেন, 'ইসরাইলের হামলায় ইতোমধ্যে

৬৫,০০০-এর বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আমাদের গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। এখনই শান্তি আলোচনা শুরু করতে হবে।' জীবিত ও মৃত সব জিম্মিকে ফিরিয়ে আনতে হবে বলেও জানান ট্রাম্প। বরাদ্দ ১৫ মিনিটের চেয়ে বেশি সময় ধরে ভাষণ দিয়েছেন ট্রাম্প। প্রসঙ্গত, এবারের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়-'বেটার টুগেদার: ৮০ ইয়ার্স অ্যান্ড মোর ফর পিস, ডেভেলপমেন্টস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস।'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেছেন, হামাস বারবার শান্তির যৌক্তিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। আবার হামাসই বারবার ইসরাইলকে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেছে। ট্রাম্প আরও বলেছেন, সম্প্রতি পশ্চিমা কয়েকটি দেশের ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া হামাসের জন্য একটি 'পুরস্কার'। গত জুনে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার সাফল্য নিয়ে কথা বলেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, 'তিন মাস আগে, অপারেশন মিডনাইট হ্যামার-এ, সাতটি আমেরিকান ই-২ বোমারু বিমান ইরানের মূল পারমাণবিক স্থাপনায় ৩০,০০০ পাউন্ডের বোমা নিক্ষেপ করে সবকিছু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছে। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ এটি করতে পারত না।' জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বিশ্বনেতাদের সামনে জাতিসংঘের কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ট্রাম্প। তিনি অভিযোগ করেছেন, সাতটি গুরুত্বপূর্ণ শান্তি উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্র অংশ নিলেও জাতিসংঘ কোনো সাহায্য করেনি। সাতটি যুদ্ধের অবসান ঘটানোর দাবি করেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'এটা দুঃখজনক যে জাতিসংঘের পরিবর্তে আমাকে এসব করতে হলো।' ট্রাম্প আরও বলেছেন, 'জাতিসংঘের বিশাল সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তারা সেখানে পৌঁছচ্ছে না। বেশির ভাগ সময় তারা শুধু শক্ত ভাষার একটি চিঠি লিখে, কিন্তু তা অনুসরণও করে না।' জাতিসংঘ পশ্চিমা দেশে অভিবাসন সহজ করছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। ট্রাম্প বলেছেন, 'জাতিসংঘের কাজ হলো আক্রমণ থামানো, সৃষ্টি বা অর্থায়ন করা নয়।' ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'যদি রাশিয়া যুদ্ধ শেষ করার কোনো চুক্তিতে রাজি না হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্র শক্তিশালী শুল্ক আরোপের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত।' তিনি ইউরোপীয় মিত্রদেরও সতর্ক করে বলেছেন, 'তাদেরও (রাশিয়া-ইউক্রেন) আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে এবং একই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।'

ফিলিস্তিনকে আরও ৫ দেশের স্বীকৃতি

সামনে এগোচ্ছেন বিশ্বনেতারা পিছু হটছে না ইসরাইল

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫ : ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে আসছেন বিশ্বনেতারা। দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের পক্ষে সম্মতি জানাচ্ছেন তারা। রোববার যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও পর্তুগালের পর সোমবার একই পদক্ষেপ নিয়েছে ফ্রান্সও। এছাড়া একই দিনে জাতিসংঘ অধিবেশনের প্রাক্কালে নিউইয়র্কে আয়োজিত দ্বিরাষ্ট্র সমাধানবিষয়ক সম্মেলনে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছে আরও পাঁচ দেশ-বেলজিয়াম, মাল্টা, অ্যান্ডোরা, মোনাকো ও লুক্সেমবার্গ। এরই মধ্যে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিতে সব দেশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সৌদি প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান। এ অবস্থান বিশ্বনেতাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও কূটনৈতিক চাপের প্রতিফলন হলেও বিপরীতে নিজের অবস্থান থেকে এক ইঞ্চিও সরতে নারাজ ইসরাইল। গাজায় জাতিগত নিধন চলছে এখনো। বাড়িয়েছে হামলার মাত্রা। মঙ্গলবারও ইসরাইলি হামলায় নিহত হয়েছেন

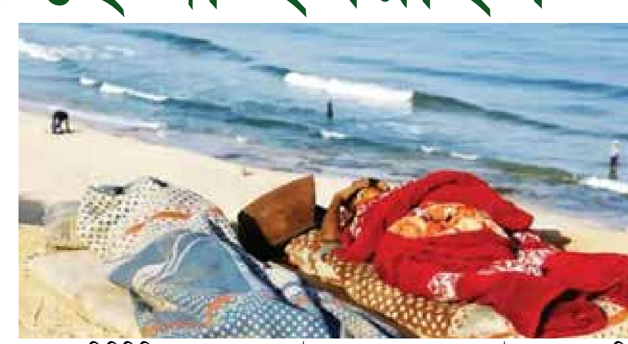

অন্তত ২২ ফিলিস্তিনি। যার মধ্যে ১৮ জনই গাজা সিটির বাসিন্দা।

গাজা সিটিতে ইসরাইলি বিমান হামলার তীব্রতা ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়ছে। মঙ্গলবার তাল আল-হাওয়া এলাকায় এবং শাতি শরণার্থী শিবিরে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে ইসরাইলি সেনারা। নুসেইরাতে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। শাতি শরণার্থী শিবিরে ইসরাইলি হামলায় তিনটি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ধসে গেছে। এ বাড়িগুলোর ভগ্নাবশেষের নিচে এখনো বহু মানুষ আটকে আছেন। সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা উদ্ধারকাজ চালালেও সীমিত সরঞ্জাম ও তীব্র হামলার কারণে ধ্বংসস্তূপে আটকেপড়া বাসিন্দাদের বের করতে পারছেন না তারা। ইসরাইলি সেনারা ধীরে ধীরে আরও অগ্রসর হচ্ছে। আকাশ থেকে ড্রোন নিক্ষেপ এবং স্থল থেকে পদাতিক বাহিনীর গোলাবর্ষণ চলছে অবিরত। ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। এর আগে সোমবারের হামলায় ৩৭ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info\standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

- আকর্ষণীয় রেট
- একাউন্ট ট্রান্সফার
- বিকাশ সার্ভিস
- ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
- ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
- ব্যুরো ডি চেঞ্জ

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা

দুঃসময়ে সন্তান প্রতিপালনে করণীয়?

শায়খ আবদুল কাইয়ূম

সন্তান প্রতিপালনে সবসময়ই চ্যালেঞ্জ রয়েছে, কিন্তু আজকের যুগে এই কাজটি আরও কঠিন হয়ে পড়েছে । আজকের বিশ্বে এমন সব চিন্তা-ভাবনা, সংস্কৃতি ও প্রভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, যা অনেক সময় ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সন্তানকে মানুষ করাটা আজ শুধু ধৈর্যের কাজ নয়, বরং এটি এক বিরাট দায়িত্ব, যা আল্লাহর পথে অটল থাকার মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আমাদের এই দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। (সূরা তাহরিম, ৬) এই আয়াত শুধু একটি উপদেশ নয়, বরং এটি আমাদের জন্য একটি বিশেষ বার্তা। এর মানে হলো-সন্তান মানুষ করাটা শুধু দুনিয়ার জন্য নয়, বরং আখিরাতের জন্য প্রস্তুত করার দায়িত্ব। আমরা সন্তানদের যেভাবে গড়ে তুলছি, যেসব অভ্যাস শেখাচ্ছি, যেভাবে কথা বলছি-এই সবই তাদের ভবিষ্যৎ গন্তব্য নির্ধারণ করছে।

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই একেকজন রাখাল, এবং প্রত্যেকেই তাঁর দায়িত্বের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।' (সহিহ বুখারি ও মুসলিম) অর্থাৎ, প্রত্যেক বাবা-মা ও অভিভাবক তার পরিবারকে কীভাবে পরিচালনা করেছে, সে বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে।

আমরা কি সন্তানদের হালাল-হারামের পার্থক্য শিখিয়েছি? পর্দা, নম্রতা, লজ্জাশীলতা (হায়া) এবং ঈমানের শিক্ষা দিয়েছি? নাকি এই দায়িত্ব আমরা ইন্টারনেট, মিডিয়া আর স্কুলের পাঠ্যক্রমের হাতে তুলে দিয়েছি?

আজকাল একটি বড় চিন্তার বিষয় হলো-স্কুলে যৌন শিক্ষার নামে এমন বিষয় পড়ানো হচ্ছে, যেখানে লিঙ্গ পরিচয় ও যৌনতা নিয়ে এমন ধারণা দেওয়া হচ্ছে যা ইসলামের শিক্ষা থেকে অনেকটাই ভিন্ন।

কিছু বিষয় যেমন, সদাচরণ ও নিরাপত্তার কথা শুনতে ভালো লাগলেও, অনেক কিছুই রয়েছে যা আমাদের ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক।

আমরা পরিষ্কার করে বলি ইসলাম শিক্ষাবিরোধী নয়। আমাদের ধর্মে জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই জ্ঞান সত্যভিত্তিক হতে হবে। যখন শিক্ষা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ঘোলা করে ফেলে, তখন আমাদের এগিয়ে আসা জরুরি।

তাহলে, আমরা কী করবো?

১. আপনার সন্তান কী শিখছে সেটা জানুন। তার গতিবিধি সম্পর্কে শুধু ধারণা করে বসে থাকবেন না। স্কুলে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। মিটিংয়ে অংশ নিন । সিলেবাস দেখুন। না জানলে আপনি কিছু করতে পারবেন না।

২. আপনার অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকুন। আইনের দৃষ্টিতে, যৌন শিক্ষা সম্পর্কে আপনার জানার অধিকার আছে। আপনি চাইলে কোনো নির্দিষ্ট ক্লাস থেকে সন্তানকে বাদ দেওয়ার অধিকার রাখেন । সবসময় স্কুল থেকে আপনাকে জানানো হবেনা। আপনাকে নিজে জানতে হবে এবং সম্মানের সাথে কিন্তু দৃঢ়ভাবে কথা বলতে হবে।

৩. কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করুন : একা একা কথা বললে গুরুত্ব না-ও পেতে পারেন। কিন্তু সবাই মিলে বললে, স্কুল গুরুত্ব দিতে বাধ্য হবে। অভিভাবকদের সাথে এক হয়ে, সভায় যান, সম্মিলিতভাবে দাবী তুলুন।

৪. নিজের ঘরকে শক্তিশালী করুন : শিক্ষা অর্জনে স্কুলের একটা প্রভাব আছে, কিন্তু ঘর সবচেয়ে বড় প্রভাব। ঘরে কুরআন-হাদীস শেখান। সন্তানদের সাথে খোলামেলা সম্পর্ক গড়ে তুলুন যেন তারা প্রশ্ন নিয়ে আপনার কাছেই আসে, ইন্টারনেট বা টিকটকে নয়।

ঘরে ইসলামকে সুন্দরভাবে তুলে ধরুন । আল্লাহ তায়ালার কথা বলুন। রাসূলুল্লাহ (সা:) কে পরিচিত করান। ইসলামকে বোঝান-এটা কোনো বোঝা নয়, বরং আলোর পথ।

তাদের শেখান-সত্য মানে যা জনপ্রিয় তা নয়, বরং যা আল্লাহ বলেছেন, সেটাই সত্য।

সন্তানরা বড় হবে, অনেক চিন্তার মুখোমুখি হবে। কিন্তু যদি তাদের ঈমান মজবুত হয়, বিশ্বাস থাকে কেন ইসলামকে মানতে হবে-তাহলে তারা বিপদে পড়েও ঠিক থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

যেমনটি হযরত ইবরাহিম (আ:) দোয়া করেছিলেন: "হে আমার রব! আমাকে ও আমার বংশধরের কিছু অংশকে নামাজ আদায়ের সহি রাখুন । হে আমাদের রব! আমার এই দোয়া কবুল করুন।" (সূরা ইবরাহিম, ৪০)

আমরা দোয়ার শক্তিকে ভুলে যাই না। আমাদের প্রচেষ্টা যেমন জরুরি, তেমনি সব সময় আল্লাহর কাছে মুনাজাত করতে হবে যেন তিনি আমাদের সন্তানদের হেফাজত করেন, হিদায়াত দেন, তাদের ঈমান শক্তিশালী করেন।

আজকের চ্যালেঞ্জ অনেক। কিন্তু আমাদের ইসলাম চিরন্তন। এই দ্বীন আমাদের এমন শক্তি দেয়, যাতে আমরা সব পরীক্ষায় টিকে যেতে পারি।

আমরা সন্তানদের কেবল লুকিয়ে রক্ষা করবো না, বরং এমন জ্ঞান, ঈমান ও আত্মবিশ্বাস দেবে-যাতে তারা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝে, হালালকে ভালোবাসে, আর হারাম থেকে দূরে থাকে।

আল্লাহ আমাদের সন্তানদের হেদায়াত দিন, ঈমান শক্তিশালী করুন, তাদের অন্তর রক্ষা করুন, এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের নেককার বানান। আমিন।

শায়খ আবদুল কাইয়ূম : ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রধান ইমাম ও খতীব জুমার খুতবা : শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

আত্মার শান্তি মেলে দরুদ পাঠে

মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

মুমিন জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর দরুদ পাঠ করা। এটি এমন এক আমল, যা সরাসরি কুরআনের নির্দেশ এবং অসংখ্য সহিহ হাদিসের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহতায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেছেন-নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার ফেরেশতারা নবীর ওপর দরুদ পাঠ করেন। হে ইমানদাররা! তোমরা নবীর ওপর দরুদ পাঠ করো এবং সালাম প্রেরণ করো। (সূরা আল-আহজাব : ৫৬।)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়, দরুদ পাঠ করা শুধু নফল আমল নয়; বরং এটি একটি আল্লাহর সরাসরি হুকুম। যখন মহান আল্লাহ এবং ফেরেশতারা রাসূল (সা.)-এর ওপর দরুদ পাঠ করেন, তখন একজন মুসলিমের জন্য এর গুরুত্ব কেমন হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমেয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) দরুদ পাঠের ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন এবং এর অগণিত ফজিলত বর্ণনা করেছেন। কিছু প্রধান ফজিলত হলো-

আল্লাহর রহমত লাভ : রাসূল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত পাঠাবেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৩৮৪)।

দোয়া কবুলের মাধ্যম : প্রত্যেক দোয়া আসমান ও জমিনের মাঝে ঝুলে থাকে, যতক্ষণ না আমার ওপর দরুদ পাঠ করা হয়। যখন দরুদ পাঠ করা হয়, তখন দোয়া আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। (তিরমিজি, হাদিস : ৪৮৬)।

গুনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধি : যে একবার আমার ওপর দরুদ পাঠ করবে, তার জন্য দশ নেকি লেখা হবে, দশ গুনাহ মাফ হবে এবং মর্যাদা দশ ধাপ বৃদ্ধি পাবে। (সুনান নাসাঈ, হাদিস : ১২৯৭)।

কিয়ামতে নৈকট্য লাভ : কিয়ামতের দিন আমার কাছে সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে সেই ব্যক্তি, যে আমার ওপর সবচেয়ে বেশি দরুদ পাঠ করেছে। (তিরমিজি, হাদিস : ৪৮৫)।

দুশ্চিন্তা ও কষ্ট দূর হয় : উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন, তিনি নবী (সা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, যদি আমি আমার অধিকাংশ দোয়া দরুদে উৎসর্গ করি তবে কি হবে? রাসূল (সা.) বললেন, 'তাহলে তোমার দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে এবং তোমার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (তিরমিজি, হাদিস : ২৪৫৭)।

অলসতা ও কৃপণতা থেকে বাঁচা : রাসূল (সা.) বলেন, 'কৃপণ সেই ব্যক্তি, যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হলো অথচ সে আমার ওপর দরুদ পাঠ করল না। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৪৬)।

ফেরেশতাদের দরুদ : রাসূল (সা.) বলেন, 'যে আমার ওপর দরুদ পাঠ করে, ফেরেশতারা তার জন্য দরুদ পাঠ করে যতক্ষণ না সে দরুদ পাঠ করা শেষ করে। (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস : ১০৭৪৪)।

আল্লাহর কাছে উপস্থাপন : রাসূল (সা.) বলেন, 'তোমরা যেখানে থাক না কেন, তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। (আবু দাউদ, হাদিস : ২০৪১)।

ভুলে যাওয়া থেকে মুক্তি : হাদিসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি আমার ওপর দরুদ পাঠ করতে ভুলে যায়, সে জান্নাতের পথ হারিয়ে ফেলে। (সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৯০৮)।

মহান পুরস্কারের ঘোষণা : রাসূল (সা.) বলেন, 'যে আমার ওপর দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তার জন্য একটি নাম নথিভুক্ত করেন এবং তা কিয়ামতের দিন তার পাল্লায় ওজনদার আমল হিসাবে থাকবে। (মুসনাদ আহমাদ)।

দরুদ পড়ার উপকারিতা ও ফজিলত

১. আল্লাহর রহমত নাজিল হয়। ২. জীবনে বরকত ও শান্তি আসে। ৩. দোয়া দ্রুত কবুল হয়। ৪. রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসা ও সুপারিশ লাভ হয়। ৫. কবর উজ্জ্বল হয় এবং আজাব হালকা হয়।

৬. পাপমুক্তি লাভ হয়। ৭. হারানো সৌভাগ্য ফিরে আসে। ৮. মনোবল ও আত্মশান্তি বৃদ্ধি পায়। ৯. আল্লাহর কাছে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ১০. প্রতিটি দরুদে দশ রহমত নাজিল হয়। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৩৮৪)। ১১. মৃত ব্যক্তির জন্য দরুদ পাঠ করলে তার জন্যও দোয়া হয়। ১২. মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা কমায়। ১৩. জীবনে আল্লাহর কাছ থেকে নিরাপত্তা ও আশীর্বাদ আসে। ১৪. কোনো বিপদে ও কষ্টে দরুদ পাঠের মাধ্যমে সাহায্যপ্রাপ্তি সহজ হয়। ১৫. জীবনের কঠিন মুহূর্তে সহায়তা ও সমাধান পাওয়া যায়।

পরিশেষে, দরুদ এমন এক বরকতময় ইবাদত, যা মুসলিম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শান্তি, সাফল্য ও মুক্তির পথ সুগম করে। দরুদ পাঠের মাধ্যমে দুনিয়ার ঝামেলা, মনোরম শান্তি এবং আখেরাতের সার্থকতা একসঙ্গে লাভ করা যায়। এটি শুধু একটি ইবাদত নয়, বরং আল্লাহর নির্দেশ এবং নবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যম। নামাজের পর, কাজের ফাঁকে বা চলার পথে দরুদ পাঠ করলে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আলোকিত হয় এবং দোয়া দ্রুত কবুল হয়। পাপমুক্তি, বরকত, কবরের উজ্জ্বলতা এবং আজাবের হ্রাস, সবই দরুদের বিশেষ ফজিলত। তাই প্রতিটি মুসলিমের উচিত নিয়মিত ও বেশি পরিমাণে দরুদ পাঠ করা। এ হলো দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার চাবিকাঠি।

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	৩	৫:৩৪	৭:০২	১২:৫৫	৪:৩৯	৬:৩৬	৭:৫৫
শনিবার	৪	৫:৩৬	৭:০৪	১২:৫৪	৪:৩৭	৬:৩৪	৭:৫৩
রবিবার	৫	৫:৩৬	৭:০৫	১২:৫৪	৪:৩৫	৬:৩২	৭:৫১
সোমবার	৬	৫:৩৮	৭:০৭	১২:৫৪	৪:৩৩	৬:৩০	৭:৪৯
মঙ্গলবার	৭	৫:৩৯	৭:০৮	১২:৫৩	৪:৩১	৬:২৭	৭:৪৮
বুধবার	৮	৫:৪০	৭:১০	১২:৫৩	৪:২৯	৬:২৫	৭:৪৬
বৃহস্পতিবার	৯	৫:৪২	৭:১২	১২:৫৩	৪:২৭	৬:২৩	৭:৪৪

বৃদ্ধাশ্রম ও আমরা

আফতাব চৌধুরী

বৃদ্ধাশ্রম শব্দটি আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষের কাছেই আতঙ্কের। একটা সময় আমারও চিন্তাধারা তেমনি ছিল। আজ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমিও ভাবতে বসেছি বৃদ্ধাশ্রম সম্বন্ধে। আমার একাকিত্বের অবসরে বৃদ্ধাশ্রম এসে আমার মনকে নাড়া দেয়। আমি কখনো ইমোশনাল ছিলাম না, বরাবরই যা করেছি ভেবেচিন্তেই করেছি, কখনো হেরেছি কখনো জিতেছি। তবে কখনো হেরে গিয়ে আফসোস করিনি, কারণ এগুলো সবই জীবনের এক একটা অংশ বলে ধরে নিয়েছি। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে কিছু করার, আর সেই লালিত ইচ্ছাই আজ আমাকে বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে লেখার উৎসাহ জোগাচ্ছে। আমাদের দেশে বৃদ্ধাশ্রম অনেকের কাছে একটি আতঙ্ক, যেমন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কাছে তেমনি আবার বাবা-মা ভক্ত সন্তানের কাছে। তবে আমার মতো অনেকেই আছেন যারা সমর্থন করেন বৃদ্ধাশ্রমকে। অবশ্য আমার মতের সঙ্গে অনেকের মতের মিল হবে না। আমরা সবাই জানি, বাস্তব বড় কঠিন। আমরা যা এত দিন চিন্তা করে এসেছি বাস্তবে দেখা যায় তা সম্পূর্ণ অন্যরকম। বাবা-মা যেমন সন্তানদের সবচেয়ে বড় আশ্রয় ঠিক তেমনি একটা সময়ে অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে সন্তানরাও বাবা-মার সবচেয়ে বড় নির্ভরতা। কিন্তু সত্যি বলতে কী খুব কম বাবা-মারই সৌভাগ্য হয় সন্তানদের আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক বাবা-মা সন্তানদের সঙ্গে থাকলেও সে থাকাটা পুরোনো আসবাবের মতো এক কোণে পড়ে থাকা। ছেলের সময়ও হয় না তাদের খোঁজখবর নেওয়ার। আমরা বাঙালিরা বেশির ভাগ বাবা-মাই দোষ দিই বউয়ের কিন্তু না সেটা আমাদের ভুল ধারণা। কারণ আমার মতে, আমাদের ছেলেরা যদি আমাদের সম্মান দেয়, ভালোবাসে তবে বউ তো দূরের কথা কোনো তৃতীয় ব্যক্তিরও সাহস হবে না আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার।

যাক যা বলছিলাম, যেসব বাবা-মায়ের সন্তানদের আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার সৌভাগ্য হয় না, তাদের বেশির ভাগই আশ্রয় পায় বৃদ্ধাশ্রমে। এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধাশ্রমই হয়ে যায় অনেক বাবা-মার শেষ ঠিকানা। আবার এমনও দেখা গেছে, বেশি ভাইবোন হওয়াতে বাবা-মাকে রাখার সমস্যা হয়। ভাইবোন তখন ভাগাভাগি করে নেয় কখন কার কাছে কত দিন বাবা-মাকে রাখবে। শেষে হয়তো দেখা যায় ভাইবোন তিন মাস বা এক মাস অন্তর অন্তর ভাগাভাগি করে নিজেদের কাছে বাবা-মাকে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তারা কেউ একবারও ভাবে না যে তাদের বাবা-মা এই শেষ বয়সে এসে একজনকে ছেড়ে অন্যজন কীভাবে থাকবে, একবারও ভাবে না এই বয়সে তাদের একা করে দেওয়ার পরিণতির কথা, তাদের একবারও মনে পড়ে না যে মা-বাবা সন্তানদের নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসে অনেক কষ্টে লালনপালন করেন। কিন্তু আমরা কজন সন্তান সেটা মনে রেখেছি। তাদের কি একবারও মনে পড়ে না, এই বাবা-মাই একদিন তাদের অনেক আদরে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। আর আজ তারাই কত অসহায়, ছেলের সংসারে তাদের ঠাঁই হয় না, যদিও বা হয় তা-ও অনেক নিয়মকানুন মেনে।

দেশের বাইরে বৃদ্ধাশ্রম আছে, কিন্তু তাদের দেশের নিয়মকানুন উন্নত, তাদের সন্তানরা ব্যয়ভার বহন করেন। ছুটির দিনে তাদের বাইরে বেড়াতে যাওয়ার জন্য লোক আছে, তারাই তাদের বেড়াতে নিয়ে যায়। খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে পিকনিকের মতো বেড়িয়ে আসেন, এতে তাদের মনমানসিকতাও ভালো থাকে। তাদের সময়ও কাটে আর আমাদের এখানে দুই-একটা বৃদ্ধাশ্রম যাও আছে অত্যন্ত কষ্টে তারা সেখানে মানবেতর জীবনযাপন করে। এই বিষয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে এবং অনেকেই অবগত আছেন। সরকারি বৃদ্ধাশ্রমের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। তা ছাড়া সরকার কদিকে খেয়াল রাখবে। বৃদ্ধাশ্রমের কিছু নিয়মকানুন যা ওখানে বসবাসরতদের কষ্ট দেয়, যা দূর করার জন্যই আজকের এই লেখা। আমাদের সময় ছিল এক রকম আর বর্তমান যুগের সময় অন্য রকম। এখানে ব্যস্ততার কারণে বাবা-মাকে কেন, আমাদের সন্তানরা তাদের সন্তানদেরও সময় দিতে পারে না।

বৃদ্ধাশ্রম শুধু অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য নয়, বৃদ্ধাশ্রম হবে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহানুভূতিশীল একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে সবাই একই পরিবারের সদস্য হিসেবে বসবাস করবেন। যেসব সন্তান বাবা-মাকে সময় দিতে পারে না সেসব সন্তান যেন তাদের বাবা-মাকে একটা সুন্দর পরিবেশের প্রতিষ্ঠানে রাখেন। তবে এখানেও কথা আছে শুধু রেখে গেলেই হবে না কিছু নিয়মের মধ্যে তাদের রাখতে হবে। যেমন কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠানে তারা তাদের বাবা-মাকে বাসায় নিয়ে দুই দিনের জন্য রাখবেন, কোনো বিয়ে, জন্মদিন বা তদ্রুপ অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। ছুটির দিন কোনো সময় তারা বাবা-মাকে দেখতে আসবেন অথবা কোনো ছুটির দিন বাবা-মাকে নিয়ে যাবেন বাসায়। তাহলে আমার বিশ্বাস উভয়েই ভালো থাকবেন। সত্যি বলতে কী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সময় দেওয়ার মতো সময় যেমন আজকের যুগের ছেলেমেয়েদের নেই ঠিক তেমনই বয়স্ক মানুষও কারও সঙ্গ ছাড়া একা থাকতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে এমন একটি প্রতিষ্ঠানে থাকলে তারাও ভালো থাকবেন। তাদেরও ভালো সময় কাটবে যদি প্রতিষ্ঠানটা সুন্দর নিয়মে চালানো যায়।

লেখক : সহসভাপতি প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, সিলেট

মাওলানা মামুনুল হকের বিশেষ সাক্ষাতকার

সাত আলেম কেন আফগানিস্তান গেলেন, কী দেখলেন

সম্প্রতি আফগানিস্তান যান বাংলাদেশের সাতজন আলেম। তাঁরা হলেন মাওলানা আবদুল হামিদ, মাওলানা মামুনুল হক, মাওলানা আবদুল আউয়াল, মাওলানা আবদুল হক, মাওলানা হাবিবুল্লাহ মাহমুদ কাসেমী, মাওলানা মনির হোসাইন কাসেমী ও মাওলানা মাহবুবুর রহমান।

আট দিনের সফর শেষে গত বৃহস্পতিবার তাঁরা দেশে ফিরেছেন। তাঁরা কেন, কীভাবে আফগানিস্তান গেলেন, কী দেখলেন–এসব নিয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হক। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি সেলিম জাহিদ।

প্রশ্ন : হঠাৎ আফগানিস্তানে কেন গেলেন, কারা নিল?

মামুনুল হক: যুক্তরাজ্যভিত্তিক একটি সংস্থা আছে 'প্রোস্পার আফগানিস্তান' নামে। এর অধিকাংশ দায়িত্বশীল বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত। তাঁরা বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে। বিশেষ করে, বিপদগ্রস্ত মুসলিম বন্দীদের আইনি সহায়তা ও মানবিক সহায়তা দেওয়ার জন্য। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ হিসেবে আফগানিস্তানকে নিয়ে কাজ করা তাদের বিশেষ আগ্রহ। সেই হিসাবে বিভিন্ন প্রতিনিধিদল নিয়ে তারা আফগানিস্তান ভিজিট করায়। ইতিমধ্যে লন্ডন থেকে ইসলামিক স্কলারদের দুটি প্রতিনিধিদল নিয়ে ভিজিট করিয়েছে। তাদের তৃতীয় প্রজেক্ট ছিল বাংলাদেশ থেকে আলেমদের একটি প্রতিনিধিদল নেওয়া। সেই হিসেবে তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। আমরা বলেছি, সফরটা যদি যথাযথ ও আইনগতভাবে হয়, সমস্যা যদি না থাকে, যেতে অসুবিধা নেই। তখন তারা আমাদের এখান থেকে ডেলিগেট তৈরি করে ওখানকার সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সেখানকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নিয়ে প্রসেসিং করে।

প্রশ্ন : কত দিনের সফর ছিল?

মামুনুল হক: ১৭ সেপ্টেম্বর গেলাম, ২৫ সেপ্টেম্বর রাতে ফিরলাম। আট দিনের মতো।

প্রশ্ন : আপনারা কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন, সেখানে কার কার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে–এগুলো কি পূর্বনির্ধারিত ছিল?

মামুনুল হক: আমাদের আয়োজক সংস্থা হয়তো আগে থেকেই যোগাযোগ করে রাখছে। আমাদের সঙ্গে আগে আলোচনা হয়নি। তবে এটা আলোচনা হয়েছে যে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

প্রশ্ন : কার কার সঙ্গে আপনাদের সাক্ষাৎ হয়েছে? সুনির্দিষ্ট করে নাম বলা যাবে?

মামুনুল হক: সেখানকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোল্লা আমির খান মুত্তাকির সঙ্গে তাঁর মন্ত্রণালয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তারপর পানি ও বিদ্যুৎ-মন্ত্রী মোল্লা আবদুল লতিফ মনসুর, শ্রম ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী মোল্লা আবদুল মান্নানের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তারপর ওখানকার একটা নতুন মন্ত্রণালয় তারা করেছে 'আমর বিল মা'আরুফ, ওয়াননাহয়ি আনিল মুনকার'। এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। যার অর্থ হলো 'সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজের নিষেধ'-বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ওখানকার ডেপুটি মিনিস্টার মৌলভি আলী আহমদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। এ ছাড়া আফগানিস্তানের প্রধান বিচারপতি মৌলভি আবদুল হাকিম হাক্কানী, তিনি সেখানকার একজন শীর্ষ আলেম এবং বড় বড় মন্ত্রীর অনেকেরই ওস্তাদ। তাঁর সঙ্গে প্রধান বিচারপতির কার্যালয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে।

এর বাইরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের বৈঠকের একটা শিডিউল ছিল। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত ব্যস্ততায় সময় দিতে পারেননি। তাঁর একজন ডেপুটির সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। তিনিও একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। এ ছাড়া আমরা রাজধানী কাবুল থেকে কয়েক শ কিলোমিটার দূরে খোস্ত প্রদেশে গিয়েছিলাম। খোস্ত প্রদেশের গভর্নরের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে, তাঁর নামটা এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। ওখানকার আফগান দারুল উলুম ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ বিশ্ববিদ্যালয়সহ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছি।

প্রশ্ন : সফরের পুরোটাই কি কাবুলকেন্দ্রিক ছিল?

মামুনুল হক: হ্যাঁ। খোস্তের বাইরে বাকি সবই কাবুলকেন্দ্রিক ছিল।

প্রশ্ন : আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কী বিষয়ে কথা বললেন?

মামুনুল হক: আমরা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছি, ওখানে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করার কী সুযোগ আছে। যে সুযোগের কথাগুলো সামনে এসেছে, সেখানে আমরা তিনটা বিষয়ে কথা বলছি। প্রথমত, বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ হিসেবে তাদের (আফগানিস্তান) সঙ্গে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছি। তিনি আমাদের জানালেন, ইতিমধ্যে ৪১টি রাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁদের ডিপ্লোমেটিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব দেশে বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে ডিপ্লোম্যাট নিযুক্ত আছেন এবং তাঁরা কাজ করছেন। উপমহাদেশের মধ্যে ভারতে আছে, পাকিস্তানে আছে, প্রায় সব দেশেই আছে–শুধু বাংলাদেশে নেই। তাঁদের পক্ষ থেকে কোনো ডিপ্লোম্যাট দেয়নি। তাঁরা আমাদের অনুরোধ করেছেন, আমরা যেন সবার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলি। তাঁরা কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী।

প্রশ্ন : কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ, আলোচনা হয়েছে?

মামুনুল হক: পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের বললেন যে ওআইসির অধিবেশনের সময় আমাদের পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। তিনি আমাদের জানান, আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তাঁরা ইতিমধ্যে চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁরা আফগানিস্তান থেকে বাংলাদেশে ডিপ্লোম্যাট (কূটনৈতিক) পাঠাতে চান। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এখনো কোনো জবাব তাঁরা পাননি। কুয়েত ছাড়া গোটা আরব বিশ্বে তাঁদের ডিপ্লোম্যাট আছে। এই উপমহাদেশে বাংলাদেশ বাকি।

প্রশ্ন : আপনাকে যে দায়িত্ব দিল, আপনি কি সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করবেন?

মামুনুল হক: না, দায়িত্ব তো নয়। তাঁরা আমাদের অনুরোধ করেছেন। আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বলব বিষয়টি।

প্রশ্ন : আফগান সফরে কোন বিষয়টা আপনাদের আকৃষ্ট করেছে বেশি?

মামুনুল হক: যেহেতু আমরা সবকিছুর ক্ষেত্রে ইসলামকে অনুসরণ করি, সেখানে আমাদের সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছে একটা বিষয়। সেটা হলো, আজকের দুনিয়া যেটা মনে করে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিতরা সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনা করতে অক্ষম। আমরা সেখানে দেখলাম, নিরেট মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরাই সব মন্ত্রণালয়, রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তারা অসাধারণ অগ্রগতি সাধন করছে, যা আমাদের আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রশ্ন : এই সফরের তিনটি উল্লেখযোগ্য দিক বলতে বলা হলে কী বলবেন?

মামুনুল হক: তিনটি জিনিস চোখে পড়ার মতো। এক নম্বরে নিরাপত্তা। দুই নম্বরে উন্নয়ন। তিন নম্বরে ন্যায়পরায়ণ বিচারব্যবস্থা। সেখানে কমপক্ষে ৫ মিলিয়ন (৫০ লাখ) মানুষের হাতে ভারী রকমের অস্ত্র আছে। মানুষের হাতে হাতে অস্ত্র, কিন্তু গত চার বছরে কোনো মারামারি, হানাহানি, রক্তপাতের ঘটনা নেই। ছিনতাই, ডাকাতির ঘটনা শোনা যায় না। তারা অল্প সময়ের মধ্যে একটা দারুণ নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয় হলো, অর্থনৈতিকভাবে সারা পৃথিবী তাদের অসহযোগিতা করছে। শুধু দুটি সোর্সের ওপর ভিত্তি করে এখন তাদের রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা বা রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে। একটা হলো কাস্টমস। আরেকটি খনিজ সম্পদ। অর্থনীতির এমন অবস্থার মধ্যেও দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে। তারা বলল, আট লাখ পরিবারকে তারা ভাতা দেয় প্রতি মাসে। যারা বিগত যুদ্ধে মারা গেছে, তাদের এতিম ও বিধবাদের তারা ভাতা দিচ্ছে। ইন্টারেস্টিং তথ্যটা হলো, শুধু পক্ষের লোকজনদের যে ভাতা দেয়, তা নয়; বরং তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করে যেসব মানুষ মারা গেছে, তাদেরও যদি কোনো এতিম বিধবা থেকে থাকে, তাদেরও ভাতা দেওয়া হচ্ছে। তারা যখন চার বছর আগে সরকার গঠন করে, তখন ১ ডলারে পাওয়া যেত ১৩০ আফগানি মুদ্রা। সেটা এখন ৬৮ আফগানি।

বিচারব্যবস্থা কীভাবে পরিচালিত হয়, সেটা জানলাম। তিনটা স্তরে তাদের আদালত। নিম্ন আদালত, আপিল আদালত ও সর্বোচ্চ আদালত। ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন আদালতের বিচার শেষ করতে হয়। কোনো কারণে সময় বাড়ানোর প্রয়োজন হলে নিম্ন আদালতকে উচ্চতর আদালতের অনুমতি নিতে হয়। সেখানে মামলা নিষ্পত্তি, মামলা পরিচালনা করার জন্য কোনো উকিল, ব্যারিস্টার বা মধ্যস্থতাকারী কোনো ব্যক্তিত্বের একটাও প্রয়োজন হয় না। কেউ চাইলে উকিল নিয়োগ করতে পারে। প্র্যাকটিক্যাল হলো, অধিকাংশ মামলায় কোনো উকিলের মধ্যস্থতা ছাড়া বাদী ও বিবাদী দুজনেই মামলা পেশ করে। ৫০ শতাংশের বেশি মামলা নিষ্পত্তি হয় কোনো উকিল ছাড়া। এই জিনিসটা আমাদের সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে।

প্রশ্ন : কোন জিনিসটা খারাপ লেগেছে?

মামুনুল হক: একটা বিষয় আছে আপত্তিকর, সেটা হলো নারী শিক্ষা বা নারীদের শিক্ষার বিষয়ে। এ বিষয়ে আমরা আমাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছি। তবে নারীদের বিষয়ে বেশ কিছু প্রচারণা আছে। এর সত্যতা পাইনি। সেখানে নারীরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছে, তা দেখেছি।

প্রশ্ন : বোরকা ছাড়া?

মামুনুল হক: বোরকা বাধ্যতামূলক না। মুখ ঢাকাও কোনো বাধ্যতামূলক না। তবে সেখানে বিভিন্ন জায়গায় আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য থাকে। যেমন 'মেহেরবানি করে ইসলামি হিজাব আপনারা ব্যবহার করুন।' সব নারী করছে, তা-ও না। কেউ পুরোটা করছে, আবার কেউ কিছুটা লঙ্ঘন করছে। মেয়েরা বাজারসদাই করতেছে। আমরা যেখানে হোটেল-রেস্টুরেন্টে খাচ্ছি, সেখানে মেয়েরা আলাদা জায়গায় এক পাশে খাবার খাচ্ছে। রাস্তায় ওরকম দল বেঁধে মেয়েরা কোথাও যাচ্ছে, বাজারঘাট করছে; অনেকে গাড়িও চালাচ্ছে।

প্রশ্ন : নারী শিক্ষা নিয়ে আপনারা কী বললেন, তারা কী বলল?

মামুনুল হক: শিক্ষা বিষয়ে আমরা কথা বলেছি। তাদের বক্তব্য হলো, বিগত আগ্রাসনের সময় শিক্ষাব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে তারা শিক্ষা কারিকুলামকে অনৈসলামীকরণ করেছে ব্যাপকভাবে। এ জন্য তারা নতুন করে একটা শিক্ষা কারিকুলাম ঢেলে সাজাচ্ছে। এটা করতে গিয়ে এবং নারী-পুরুষের সহশিক্ষাকে তারা বাদ দিচ্ছে। নারীদের জন্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা করছে। বর্তমানে তারা ক্লাস সিক্স পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। সিক্স পর্যন্ত মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। সিক্সের ওপর থেকে ধর্মীয় শিক্ষা চালু আছে মেয়েদের জন্য। আর ছেলেদের জন্য ধর্মীয় ও জেনারেল সব ধরনের শিক্ষা আছে। শুধু মেয়েদের উচ্চশিক্ষাটা এখন স্থগিত আছে। এর জন্য তারা কারিকুলাম তৈরি করছে।

প্রশ্ন : এই যে নারীশিক্ষা নিয়ে আপত্তির কথা বললেন, এটা কি আপনারা বলেছিলেন? কাকে বললেন?

মামুনুল হক: এটা আমরা একেবারে মানে একাধিক মন্ত্রণালয়ে বলেছি। পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছি, প্রধান বিচারপতিকেও আমরা বলেছি। তাঁরা আমাদের আশ্বস্ত করছেন যে মেয়েদের জন্য সর্বোচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত তাঁরা করে দেবেন। তাঁরা খুব দ্রুত কাজ গুছিয়ে আনছেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যে আপনারা সুসংবাদ পাবেন।

প্রশ্ন : সর্বশেষ প্রশ্ন, আফগানিস্তানে যাওয়ার আগে সরকারের কোনো অনুমতি নিয়েছিলেন? বা ফেরার সময় বিমানবন্দরে কোনো প্রশ্নের মুখে পড়েছেন?

মামুনুল হক: আফগানিস্তানে যেতে আইনি কোনো বাধা নেই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কিছুদিন আগেও রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশ থেকে ত্রাণ নিয়ে টিম গেছে আফগানিস্তানে। এ ছাড়া বাংলাদেশের অনেক এনজিও অনেক আগে থেকে সেখানে সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব কারণে সরকারের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন মনে করিনি।

আমরা পবিত্র ওমরাহ পালন শেষে সৌদি আরব থেকে দুবাই হয়ে কাবুল গিয়েছি। ফিরেছি কাবুল থেকে দুবাই হয়ে বাংলাদেশে। দুবাই থেকে আফগানিস্তানে যাওয়ার জন্য সে দেশের সরকার আমাদের বিশেষ ভিসার ব্যবস্থা করেছে। এর জন্য আমাদের পাসপোর্টে কোনো সিল পড়েনি। সে কারণে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে কিছু বলার ছিল না।

অবাধ বাকস্বাধীনতার দেশে আওয়ামী তাণ্ডব!

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাধারণ অধিবেশনকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর নিউইয়র্ক সিটি সরগরম হয়ে ওঠে। এবারও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশিদের জন্য এ সময়টি বছরের অন্য সময়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কখনো মারমুখী হয়ে ওঠে। এবারও ব্যতিক্রম হয়নি, বরং এতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। বিগত আড়াই দশকের মধ্যে ১/১১ খ্যাত ফখরুদ্দীন-মঈনুদ্দিনের দুটি বছর ছাড়া ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সরকারপ্রধানের নিউইয়র্কে আগমনের দিনে জন এফ কেনেডি (জেএফকে) বিমানবন্দরে ব্যানার, ফেস্টুন নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তারা যার যার দলীয় স্লোগানের পাশাপাশি প্রতিপক্ষের প্রতি উসকানিমূলক ধ্বনি তুলতেও কখনো ভুল করেননি। কখনো কখনো হাতাহাতি ও পরস্পরকে লক্ষ করে পানির বোতল নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটেছে। বাংলাদেশের প্রধান দুটি দলের প্রবাসী নেতাকর্মীদের জন্য এটা যেন ধর্মীয় গোঁড়ামির মতো আবশ্যিক কর্তব্যে পরিণত হয়েছিল।

দেশে যখন খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী ছিলেন; তখন তিনি দলবল নিয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যোগদান করতে এলে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়ে তার বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছে। স্বল্প দূরত্বে অবস্থান নিয়ে বিএনপির নেতাকর্মীরা তাদের দলীয় নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে নিউইয়র্কে স্বাগত-শুভেচ্ছার উচ্ছ্বাসমূলক স্লোগান দিয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদ ছাড়াও ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত টানা ১৫ বার অর্থাৎ বাংলাদেশের যে কোনো রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানের চেয়ে রেকর্ডসংখ্যক সফরসঙ্গী নিয়ে রেকর্ডসংখ্যক বার জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দিতে এসেছেন। বিএনপির নেতাকর্মীরা রীতিমাফিক গাঁটের অর্থে নিজ নিজ গাড়ির তেল পুড়িয়ে এবং টোল ও পার্কিং ফি দিয়ে বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়েছেন শেখ হাসিনার যুক্তরাষ্ট্র আগমনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে। একইভাবে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা হাজির হয়েছেন তাদের নেত্রীকে স্বাগত জানাতে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের বিধিমালায় তাদের নিবন্ধিত কোনো রাজনৈতিক দলের বিদেশে কোনো শাখা থাকতে পারবে না বলে শর্ত থাকলেও প্রায় প্রতিটি দলের যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের যেসব দেশে যথেষ্টসংখ্যক বাংলাদেশি বসবাস করে-সর্বত্র শাখা রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দলগুলোর প্রধানের ব্যক্তিগত পছন্দের অথবা কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ও আশীর্বাদপুষ্ট কমিটিও আছে।

বাস্তবে, বাংলাদেশের সরকারপ্রধানের নিউইয়র্ক আগমনে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানাতে আগত বিক্ষোভকারীরা অথবা উচ্ছ্বসিতভাবে তাকে স্বাগত জানাতে ভিড় জমানো নেতাকর্মীরা বিমানবন্দরে তাকে, তিনি খালেদা জিয়া হোন অথবা শেখ হাসিনা, এক নজর দেখার বা তাদের উদ্দেশে খালেদা বা হাসিনা হাত নাড়াচ্ছেন, এমন দৃশ্য দেখারও সুযোগ পান না। তবুও উভয়পক্ষ বিমানবন্দরে যায় এবং নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের বেঁধে দেওয়া বেষ্টনীর মধ্যে থেকে হট্টগোল করে মূলত তাদের শোডাউন করতে এবং পরস্পরের প্রতি আস্ফালন ও উসকানিমূলক স্লোগান দেওয়া ছাড়াও নানা অঙ্গভঙ্গি করতে। এর বেশি কিছু নয়। বিদেশি যাত্রীরা অবাক বিস্ময়ে দেখে, অনেকে বিরক্তি বোধ করে। বিমানবন্দরের এ হম্বিতম্বির পর উভয়পক্ষের ক্লান্ত নেতাকর্মীরা বাংলাদেশি অধ্যুষিত বিপণন কেন্দ্র কুইন্সের জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকা বা ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনালডে গিয়ে একই রেস্টুরেন্টে, অনেক সময় একই টেবিল ঘিরে বসে চা-শিঙারা খান। সেখানে তারা ভদ্র থাকেন।

প্রটোকল অনুযায়ী সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানরা যদি যুক্তরাষ্ট্রে 'রাষ্ট্রীয়' ও 'সরকারি' সফরে আসেন, তাহলে তারা যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন আইনে নির্ধারিত সুবিধার অংশ হিসাবে দু'একজন আমেরিকান সরকারি অফিসার কর্তৃক সাধারণ অভ্যর্থনা ও নিরাপত্তা লাভ করেন। বিমানবন্দর থেকে সাধারণ যাত্রীরা যে বহির্গমন পথ দিয়ে বের হন, তারা সেদিক দিয়ে বের না হয়ে ভিন্ন বহির্গমন পথ দিয়ে বের হওয়ার সুযোগ পান। তাদের সফরসঙ্গী কূটনৈতিক পাসপোর্টধারী ও তাদের নিজস্ব নিরাপত্তা রক্ষী, যারা যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশনের 'এ-১' এবং 'এ-২' ভিসায় আসেন তারা বিশেষ অনুমোদনে তাদের সঙ্গে বিমানবন্দর থেকে গন্তব্যে যেতে পারেন।

এবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আশিতম অধিবেশনে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলে সরকারি সদস্যরা ছাড়াও তিনটি রাজনৈতিক দলের ছয়জন নেতাকে অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে নানা কথা শুরু হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ কোমর বেঁধে নেমেছিল বিমানবন্দরে বাংলাদেশের জাতিসংঘ প্রতিনিধিদলকে হেনস্তা করতে। তারা তাদের ভাষায় 'ভয়ংকর' ঘটনা ঘটানোর হুমকিসহ আগাম মহড়াও দিয়েছে বাঙালি পাড়া জ্যাকসন হাইটসে সমাবেশের মাধ্যমে। তাদের বিশেষ ক্ষোভ ছিল জাতীয় নাগরিক কমিটি (এনসিপি) থেকে প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভুক্ত দুজন সদস্যের প্রতি, সংগঠনটির সদস্য সচিব আখতার হোসেন এবং যুগ্ম সদস্য সচিব ডা. তাসনিম জারা। সময় স্বল্পতার কারণে তারাসহ প্রতিনিধিদলের রাজনৈতিক দলীয় সদস্যদের সাধারণ পর্যটন ভিসায় আসতে হয়েছে বলে তারা বিমানবন্দরে কূটনৈতিক ইমিউনিটি পাননি। ইমিগ্রেশনের আবশ্যিক প্রক্রিয়া শেষে সাধারণ যাত্রীদের বহির্গমন পথ দিয়ে বের হলে তাদের আওয়ামী লীগের বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। তারা বিশেষ করে এনসিপির আখতার ও ডা. জারাকে লক্ষ করে অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করে। দীর্ঘপথের ক্লান্তিতে অবসন্ন অসহায় একজন নারীর প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাশীল থাকার ঔচিত্যের সব সীমা লঙ্ঘন করেছিল তারা।

এক বছর আগে তাদের দলের সরকারের ন্যক্কারজনক পতন ঘটানোর আন্দোলনের অন্যতম কারিগর আখতার হোসেনকে নাগালের মধ্যে পেয়ে তারা তাকে নানা আপত্তিকর অভিধায় গালি দিয়ে তার পিঠ লক্ষ করে একাধিক ডিম ছোড়ে। জারা ও আখতার তাদের জন্য নির্ধারিত গাড়িতে গিয়ে ওঠার পর গাড়ি চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আওয়ামী লীগারদের গালিগালাজের তাণ্ডব অব্যাহত থাকে। গালিগালাজ যারা করতে পারে, তারা মূলত গালি দেয় তাদের অসহায়ত্ব থেকে। তারা পারিবারিক শিষ্টাচারবঞ্চিত এবং সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বহু দূরে অবস্থান করে। গালি দেওয়াকেই তারা মোক্ষম অস্ত্র ভাবে। অপরদিকে যাদের লক্ষ করে গালিবর্ষণ করা হয়, তারা গালির ব্যাপারে নির্বিকার থাকেন এবং কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে তাদের মানসিক স্থৈর্য, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার যে পরিচয় দিয়েছেন, সে জন্য তারা প্রশংসার দাবিদার।

তবে ঘটনাটি আমেরিকার মাটিতে না ঘটে যদি বাংলাদেশে ঘটত, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, এমন ঘটনায় অনিবার্যভাবে খুন-জখম ঘটত। কিছু লোক গ্রেফতার হতো, কয়েকটি মামলা হতো। যুক্তরাষ্ট্রে গালিগালাজ করা যে কারও বাকস্বাধীনতার অংশ। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ কারও ওপর হাত না তুলবে, আঘাত না করবে বা গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণ না ঘটাবে, ততক্ষণ পুলিশ কোনো পক্ষের কাউকে গ্রেফতার করবে না। নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে। এ ব্যাপারে আইন তাদের হাত বেঁধে দিয়েছে এবং শক্তি প্রয়োগের এখতিয়ার দেয়নি। বিবদমান পক্ষের একে অন্যের ওপর হাত তোলার ক্ষেত্রেও বিষয়টি যদি অভিযুক্তকে গ্রেফতার ও পুলিশি তদন্তের পর আদালত পর্যন্ত গড়ায়, তাহলে আদালত পুলিশের কাছে তদন্ত রিপোর্ট এবং বাদীর আইনজীবীর কাছে দায়েরকৃত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বাদীর শরীরে অভিযুক্ত কর্তৃক হামলার ফলে শরীরের কোনো স্থান থেকে রক্তপাত ঘটেছে কিনা, কোনো স্থান ফুলে গেছে কিনা, আঘাতজনিত কারণে শরীরের কোনো স্থান লালচে হয়ে গেছে কিনা, ইত্যাদি সম্পর্কিত মেডিকেল রিপোর্ট পেশ করতে বলবে। এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেনের ওপর ডিম নিক্ষেপ ও তাকে লাঞ্ছনা করা থেকে রক্ষা করতে যারা তাকে নিরাপত্তা দিতে চেষ্টা করেছিল, তাদের একজন পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন যে, ডিম নিক্ষেপকারী তাকে হত্যার হুমকি দিয়েছেন। এ অভিযোগের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে বিবেচনা করে পুলিশ কয়েক ঘণ্টা পর ডিম নিক্ষেপকারী মিজানুর রহমানকে গ্রেফতার করে স্থানীয় প্রিসিঙ্কটে (থানা) নিয়ে যায়। মিজান প্রিসিঙ্কটে রাত কাটায় এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের যথার্থতা না পেয়ে পরদিন পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়। মিজানকে মালা পরিয়ে সংবর্ধনা দেয় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এবং দিল্লি থেকে স্বয়ং শেখ হাসিনা ভিডিও কলে মিজানকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এটাই আওয়ামী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এখনো তাদের মাঝে শুভবুদ্ধির উদয় হয়নি-কী কী কার্যকারণে তাদের পতন ঘটেছে এবং প্রধানমন্ত্রীসহ দলের সব শীর্ষ নেতাকে দেশ থেকে পলায়ন করতে হয়েছে। তাদের মাঝে কখনোই তাদের কোনো অপকর্ম, ভুলের কারণে অনুশোচনা করতে দেখা যায়নি। তারা তাদের দ্বারা বিরোধী পক্ষের লোকজনের ওপর নিগ্রহ চালানো, গুম করা, এমনকি হত্যাকাণ্ড চালানোকে পর্যন্ত বিজয়োৎসব হিসাবে উদ্‌যাপন করতে অভ্যস্ত।

গত বছরের জুলাই-আগস্ট বিপ্লব চলাকালে আওয়ামী লীগের অস্ত্রধারী ক্যাডার হিসাবে ভূমিকা পালনকারী আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ আওয়ামী লীগের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর ক্যাডার বাহিনীর গুলিতে ও ধারালো অস্ত্রাঘাতে শিশু, তরুণ ও প্রবীণসহ দেড় সহস্রাধিক লোকের নিহত হওয়া এবং বহু সহস্র লোকের আহত ও চিরতরে পঙ্গুত্ব বরণের ঘটনা তাদের কাছে বড় কোনো ব্যাপারই নয়। জুলাই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিক্ষুব্ধ তরুণদের ওপর গুলি চালিয়ে আন্দোলন দমন করার নির্দেশ স্বয়ং সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রদান করেছেন এবং তার সহযোগী কয়েকজন তাতে সায় দিয়েছেন, এমন প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তার মুখে উচ্চারিত হয় 'আমি কী করেছি!' তার অনুগতরা তাকে বাহবা দিয়ে ততধিক জোরের সঙ্গে বলে, 'আমরা কী করেছি?' তারা হতাহতের সংখ্যা বিচার এবং কী আক্রোশে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে, তা বোঝার বিবেক হারিয়েছে। তারা নতুন করে যুক্তি দেয়, যে গুলিতে লোকজন মরেছে বা আহত হয়েছে, সেই গুলি বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবহার করে না। আন্দোলনকারীরাই তাদের ওপর গুলি চালিয়ে হতাহতের ঘটনা ঘটিয়ে 'জনগণের দ্বারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের' মাধ্যমে গঠিত সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে খেপিয়ে তুলেছিল। তারা আন্দোলনকারীদের হাতে হাজার হাজার পুলিশ সদস্য নিহতের কথা বলে। অথচ গত বছরের অক্টোবরেই পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ৪৪ জন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছেন ২১ জন কন্সটেবল, একজন নায়েক, সাতজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর, একজন অতিরিক্ত সাব-ইন্সপেক্টর, ১১ জন সাব-ইন্সপেক্টর এবং তিনজন ইন্সপেক্টর।

অপপ্রচারে আওয়ামী লীগের জুড়ি নেই। কুতর্কে তারা বিশ্বসেরা। গত বছরের ৫ আগস্টের পর তারা হাজার হাজার আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে। আওয়ামী লীগারদের হাজার হাজার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও বাড়িঘর লুণ্ঠন করার পর জ্বালিয়ে দেওয়ার কথা বলেছে। সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চালানোর প্রচার চালাচ্ছে। কোনোটারই সত্যতা নেই। যে কোনো দেশে কোনো বিপ্লব বা গণ-অভ্যুত্থানে সফলতা অর্জনের পর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সময় লাগে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর শৃঙ্খলা তিন বছরেও ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি বলে শেখ মুজিবের মতো নেতাকেও দেশে জরুরি অবস্থা জারি করতে হয়েছিল। তাতেও শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় তিনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙে বাকশাল কায়েম করে সব ক্ষমতার অধীশ্বর হয়েছিলেন। লাভ হয়নি কিছুই, বরং ক্ষমতার দম্ভ খাটানোর পরিণতিতে তার জীবন গেছে এবং তার সৃষ্ট অনিশ্চয়তা ও অরাজক পরিস্থিতি থেকে দেশকে সঠিক পথে আনতে বহু সময় লেগেছে। আওয়ামী নেতৃত্ব এ বাস্তবতা মেনে নিলে তারা দেশ ও বিদেশে প্রতিপক্ষের ওপর পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু : যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সিনিয়র সাংবাদিক ও অনুবাদক

গাজায় গণহত্যার শেষ কোথায়?

মুফতি রফিকুল ইসলাম আল মাদানি

জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশের মধ্যে ১৫৭টি দেশ ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সাম্প্রতিককালে নিউইয়র্কে আয়োজিত জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অধিবেশনের প্রাক্কালে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে পাঁচটি দেশ। ইতোমধ্যে বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলো ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তারপরও ফিলিস্তিনে ধ্বংসলীলার ইতি নেই কেন, কেন গাজায় নৃশংস ও বর্বর গণহত্যা দিনদিন বেড়েই চলছে, গাজায় প্রতিদিন অপরিমিত ট্যাংক কেন প্রবেশ করছে, কেন চলছে প্রতিনিয়ত বর্বর বোমা হামলা? এই বর্বরতার কি শেষ নেই, সমাপ্তি নেই?

ইতোমধ্যে ইসরায়েলি হামলায় গাজার অধিকাংশ ভূখণ্ড ধ্বংস হয়ে গেছে। ইরান ও ইয়েমেনকে তারা তছনছ করে ফেলেছে। কাতারে ভয়ংকর বোমা হামলা চালিয়েছে। কিন্তু মুসলিম দেশগুলো এখনো কোনো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি ইসরায়েলি হামলার বিরুদ্ধে। হাত বাড়াতে পারেনি গাজায় আক্রান্ত অসহায় মুসলমানদের সহযোগিতায়। ফিলিস্তিনের ইতিহাস হলো, সেখানে আগে থেকেই আরবদের বসবাস। ১৯৩০-এর দশকের কথা। পোল্যান্ড থেকে এসে কয়েকটি ইহুদি পরিবার গাজার পাশে কিবুটস এলাকায় বসবাস শুরু করে। ওই এলাকায় তারা কৃষিখামার গড়ে তোলে। ১৯৩০-এর দশকেই ফিলিস্তিনিরা বুঝতে পারল যে তারা ধীরে ধীরে নিজেদের জমি হারাচ্ছে। এরই মধ্যে ইহুদিরা দলে দলে সেখানে আসতে থাকে এবং জমি ক্রয় করে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। ১৯৩৩ সালের পর থেকে জার্মানির শাসক হিটলার ইহুদিদের প্রতি কঠোর হতে শুরু করেন। প্রসিদ্ধ আছে, তার নেতৃত্বে প্রায় ৬০ লাখ ইহুদিকে হত্যা করা হয়। বেঁচে যাওয়া ইহুদিরা ফিলিস্তিনে এসে একত্র হতে থাকে। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনের কর্তৃত্ব ছিল তুরস্কের সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে তুরস্কের সেনাদের হাত থেকে জেরুজালেম দখল করে ব্রিটেন। তখন ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ফিলিস্তিনের মাটিতে ইহুদিদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনের জন্য তারা সহায়তা করবে। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে দুটি রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় জাতিসংঘ। একটি ইহুদিদের জন্য এবং অন্যটি আরবদের জন্য। আর জেরুজালেম থাকবে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে। জাতিসংঘ বিভিন্নভাবে অন্যায় করেছে। আরবদের রাষ্ট্রে ইহুদিদের ভাগ দিয়েছে। ইহুদিরা মোট ভূখণ্ডের ১০ শতাংশের মালিক হলেও তাদের দেওয়া হয় মোট জমির অর্ধেক। এ ছাড়া আরবদের দেশ ফিলিস্তিনের রাজধানী তাদের না দিয়ে সংঘাত চালু রাখার ষড়যন্ত্র করেছে। তাই আরবরা স্বভাবতই জাতিসংঘের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু ফিলিস্তিনিদের ভূখণ্ডে ইহুদিরা স্বাধীন দেশের ঘোষণা পেয়ে তারা বিজয় উল্লাস করে। তখন থেকেই ইহুদিদের সশস্ত্র দলগুলো প্রকাশ্যে আসা শুরু করে। আর ফিলিস্তিনি মুসলমানরা পদে পদে নিজ ভূমিতেই নির্যাতিত সংখ্যালঘু হিসেবে পরিণত হয়। ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ফিলিস্তিন ছেড়ে চলে যায় ব্রিটেন। একই দিন তৎকালীন ইহুদি নেতারা ঘোষণা করেন, সেদিন রাতেই ইহুদি রাষ্ট্রের জন্ম হবে। ইসলামের ইতিহাসের তৃতীয় পুণ্যভূমি বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদ। ফিলিস্তিনের বরকতময় স্থান এই মসজিদ। এর আশপাশের এলাকা বহু নবীর স্মৃতিবিজড়িত, তাদের সমাধিস্থল। এই মসজিদ শুধু একটি স্থানের সঙ্গে জড়িত নয়। বরং তা সব মুসলমানের ইমান ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলামি ইতিহাসের আলোচিত বিষয়। ঐতিহাসিকভাবেই এ অঞ্চলটি মুসলমানদের পবিত্র স্থান। ১৯৪৮ সালের বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ফিলিস্তিনে অবৈধ ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়। ফলে যুগ যুগ ধরে ইসরায়েলি ইহুদি এবং ফিলিস্তিনি মুসলমানদের মধ্যে সংঘাত চলেই আসছে। দুপক্ষের হামলার দায় কার, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি অবৈধ দখলদারত্বের কারণেই এই সংঘাত চলে আসছে। ইসরায়েল যেহেতু ফিলিস্তিনে দখলদারি ভূমিকায় রয়েছে, তাই তাদেরই সমঝোতায় আসতে হবে। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা মেনে নিয়ে প্রকৃত শান্তির পথ খুলে দিতে হবে। ১০০ বছর ধরে চলছে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের ওপর অমানবিক নির্যাতন, বর্বর পাশবিক হামলা। নিজেদের ভূখণ্ডে দখলদার ইহুদিদের হাতে প্রতিনিয়ত তারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ইসরায়েলের চলমান প্রেক্ষাপটে লক্ষাধিক ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছে। নারী, শিশু ও অসহায় মানুষ হতাহতের কোনো গণনাই নেই। মানবতা সেখানে বিপন্ন হচ্ছে পদে পদে। নিজেদের ভূমিতে নিজেদের অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে চরমভাবে। গাজাবাসীর ওপর ভয়াবহ অমানবিক তাণ্ডব পৃথিবীর সব নির্যাতনের ইতিহাস অতিক্রম করেছে। ইসরায়েলি নৃশংস হামলায় গাজা আজ মৃত্যুপুরিতে পরিণত হয়েছে। প্রতিনিয়ত শত শত নারী-শিশু ও নিরপরাধ মানুষ হত্যাহতের শিকার হচ্ছে।

লেখক : গবেষক, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা, ঢাকা

গাজায় যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের রূপরেখা

ও যৌথ সংবাদ সম্মেলনের পর ওই ২০ দফা পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়। তবে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ওই পরিকল্পনায় সম্মত হলেও গাজার স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের নেতারা জানিয়েছেন, তারা ট্রাম্পের ওই পরিকল্পনার কোনো লিখিত প্রস্তাবনা পাননি। এ অবস্থায় গাজায় সত্যিকার অর্থে শান্তি ফেরা নিয়ে অনেকের মনেই সন্দেহ রয়েছে। উপরন্তু ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা থেকে সেনা প্রত্যাহার করা হচ্ছে না এবং ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে কোনো উদ্যোগ বলপ্রয়োগ করে হলেও ঠেকানো হবে বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু।

এদিকে গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি এবং বন্দি ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তি নিশ্চিত করতে নতুন যে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পেশ করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, সেটিকে স্বাগত জানিয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ও তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। হোয়াইট হাউসের প্রকাশিত পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, উভয় পক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের এই পরিকল্পনা মেনে নিলে তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধের অবসান এবং গাজায় জীবিত ও মৃত জিম্মিদের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফেরত দিতে হবে। এর বিনিময়ে ইসরায়েলের কারাগারে বন্দি ফিলিস্তিনিদের মুক্তি দেওয়া হবে। ফিলিস্তিনি একটি টেকনোক্র্যাট সরকার অস্থায়ীভাবে গাজা উপত্যকা পরিচালনা করবে। তবে এই সরকারে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের কোনো ভূমিকা থাকবে না। পাশাপাশি ইসরায়েল গাজা উপত্যকার কোনো ভূখণ্ড দখল করতে পারবে না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের এই পরিকল্পনা ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু মেনে নিয়েছেন। তবে হামাসের কর্মকর্তা মাহমুদ মারদাবি কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরাকে বলেছেন, গাজা শান্তি পরিকল্পনা লিখিত কোনো নথি পাননি তারা।

এদিকে ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনায় সম্মত হলেও ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে কোনো উদ্যোগ ঠেকানো হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। তিনি বলেছেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, হামাস যদি গাজাসংক্রান্ত তার ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে ইসরায়েলকে পূর্ণ সমর্থন দেবেন তিনি।' ২৯ সেপ্টেম্বর টেলিগ্রামে পোস্ট করা এক ভিডিওতে নেতানিয়াহু বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে কোনো চুক্তি হয়নি।

ট্রাম্পের ২০ দফা পরিকল্পনার কয়েক দফা নিম্নরূপ :

গাজাকে উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসমুক্ত অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলা হবে; যা প্রতিবেশীদের জন্য কোনো হুমকি তৈরি করবে না; উপত্যকাকে পুনর্গঠন করা হবে সেখানকার জনগণের কল্যাণের জন্যই পুনর্গঠন করা হবে; প্রস্তাবে যদি উভয় পক্ষ রাজি হয়, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধ বন্ধ হবে, ইসরায়েলি বাহিনী জিম্মিদের মুক্তির প্রস্তুতির জন্য নির্ধারিত সীমারেখায় সরে যাবে। এ সময়ে সব ধরনের সামরিক অভিযান, বিমান হামলা ও কামানের গোলা নিক্ষেপ বন্ধ থাকবে, ধাপে ধাপে সেনা প্রত্যাহারের সব শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধরেখা স্থির থাকবে।

ইসরায়েল প্রকাশ্যে এই চুক্তি মেনে নেওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জীবিত ও মৃত সব জিম্মিকে ফেরত দেওয়া হবে; সব জিম্মি ফেরতের পর ইসরায়েল যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত ২৫০ জন বন্দি এবং ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর নারী, শিশুসহ আটক ১ হাজার ৭০০ গাজাবাসীকে মুক্তি দেবে ও প্রত্যেক ইসরায়েলি জিম্মির মৃতদেহ ফেরতের বিনিময়ে ইসরায়েল ১৫ জন গাজাবাসীর লাশ ফেরত দেবে; সব জিম্মিকে ফেরত দেওয়ার পর হামাসের যেসব সদস্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন এবং অস্ত্র সমর্পণ করবেন, তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হবে; চুক্তি মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে গাজায় পুরোপুরি মানবিক সহায়তা পাঠানো হবে; একটি অরাজনৈতিক, টেকনোক্র্যাট ফিলিস্তিনি কমিটির অস্থায়ী অর্ন্তর্বর্তী শাসনের আওতায় গাজা পরিচালিত হবে।

গাজার পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য ট্রাম্পের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন করা হবে; গাজায় একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হবে, যেখানে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে শুল্ক ও প্রবেশাধিকার সুবিধা নির্ধারিত থাকবে; আরব ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে মিলে গাজায় তাৎক্ষণিকভাবে মোতায়েনের জন্য একটি অস্থায়ী আন্তর্জাতিক বাহিনী 'ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাবিলাইজেশন ফোর্স (আইএসএফ) গঠন করা হবে। সূত্র : বিবিসি, জিও টিভি, টাইমস অব ইসরায়েল, আনাদোলু এজেন্সি।

রেকর্ড উচ্চতায় স্বর্ণের দাম

ক্রেতাদের জন্য ডলারে নির্ধারিত স্বর্ণের দাম কমে গেছে। অ্যাক্টিভট্রেডসের বিশ্লেষক রিকার্ডো ইভানজেলিস্টা বলেন, ডলার দুর্বল হচ্ছে কারণ ফেড ক্রমেই নমনীয় অবস্থানে যাবে–এমন প্রত্যাশা রয়েছে। শাটডাউন পরিস্থিতি অর্থনীতির ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

মার্কিন কংগ্রেস এবং হোয়াইট হাউস বাজেট বিল পাসে ব্যর্থ হওয়ায় সরকার শাটডাউনে গেছে। এতে হাজার হাজার ফেডারেল চাকরি ঝুঁকিতে পড়তে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য যেমন শুক্রবারের নন-ফার্ম পেরোল রিপোর্ট প্রকাশ বিলম্বিত হতে পারে।

বিশ্লেষক কারস্টেন মেনকে বলেন, ফেড সুদের হার কমানোর জন্য এনএফপি রিপোর্টের ওপর নির্ভর করবে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আরও নীতি শিথিল করার সুযোগ আছে।

বিনিয়োগকারীরা এ মাসে সুদের হার কমানোর ৯৫% সম্ভাবনা দেখছেন। অন্য মূল্যবান ধাতুগুলোর মধ্যে, স্পট সিলভার ১.২% বেড়ে ৪৭.২২ ডলারে, প্ল্যাটিনাম ০.৪% বেড়ে ১,৫৮০.৫৫ ডলারে এবং প্যালাডিয়াম স্থিতিশীল ১,২৫৯.৬৮ ডলারে লেনদেন হয়েছে।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ব্যয় বিল পাস না হওয়ায় সরকারি কার্যক্রমে শাটডাউন শুরু হয়েছে। অর্থ্যাৎ, বেশ কিছু সরকারি দপ্তরের সেবাদান বন্ধ হয়ে গেছে। এসব দপ্তরের কর্মীদের অবৈতনিক ছুটিতে থাকতে হবে।

বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকেই সরকারি কার্যক্রম বন্ধ হতে শুরু করে। এটি কতদিন চলবে তা এখনো জানা যায়নি। সাত বছর আগেও এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সেই শাটডাউন ছিল সবচেয়ে দীর্ঘতম- ৩৫ দিন।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি অর্থবছর শুরু হয় ১ অক্টোবর থেকে। এর আগেই কংগ্রেসে ফেডারেল বিভাগ ও এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ অনুমোদন দিতে হয়। আইনপ্রণেতারা পুরো বছরের জন্য ব্যয় পরিকল্পনা পাস করতে ব্যর্থ হলে অনেক সংস্থা ও দপ্তরের কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হয়। তবে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো চালু থাকে। যেমন- জাতীয় নিরাপত্তা, জরুরি স্বাস্থ্যসেবা।

নিউ ইয়র্ক টাইমস বলছে, যেহেতু কংগ্রেসে ব্যয় চালানোর বিল পাস হয়নি, তাই শাটডাউন না কাটা পর্যন্ত কিছু দপ্তরের কর্মীরা বেতন পাবেন না। এ ক্ষেত্রে লাখো কর্মী ছাঁটাইও হতে পারেন।

অর্থ বিলে বিরোধী দল ডেমোক্র্যাটরা স্বাস্থ্যসেবা খাতে বাড়তি ভর্তুকি দাবি করেছিল। কিন্তু তা নাকচ করে রিপাবলিকানরা। ফলাফল বিলটি নিয়ে যখন সিনেটে ভোটাভুটি শুরু হয় তখন উভয়পক্ষ একে অপরের প্রস্তাব আটকে দেওয়া শুরু করে। বিল পাসের জন্য রিপাবলিকানদের অন্তত ৬০টি ভোট দরকার ছিল। কিন্তু তারা পায় ৫৫টি।

এএফপি বলছে, অচলাবস্থা তৈরির কারণে বেশি ভুক্তভোগী হতে পারেন ডোমোক্র্যাটের সমর্থকরা। কারণ, ডোনালড ট্রাম্প আগেই ঘোষণা দিয়েছিলেন, বিল পাস না হলে তিনি দপ্তরগুলো থেকে ডেমোক্র্যাট সমর্থকদের ছাঁটাই করবেন।

এনফিলডের সাবেক মেয়রের বিরুদ্ধে ভিসা জালিয়াতি চেষ্টার অভিযোগ

পদের অপব্যবহার করে 'পরিবার, বন্ধু ও পরিচিতদের ভিসা পেতে সাহায্য করে' এবং 'ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের' মাধ্যমে কাউন্সিলের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছেন।

সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ বলেছে, আমিরুল ইসলামের এ জালিয়াতির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে কীভাবে নির্বাচিত স্থানীয় কাউন্সিল রাজনীতিবিদরা অভিবাসন ব্যবস্থার অপব্যবহার করতে পারেন।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের করা তদন্তের ১৬০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আমিরুল ইসলাম মেয়র হওয়ার এক বছর আগেই এ ধরনের পত্র পাঠিয়েছিলেন। যার কিছু মেয়র হওয়ার আগ মূহুর্তে পাঠান তিনি। তিনি মেয়র হওয়ার আগে ডেপুটি মেয়র ছিলেন।

২০২৪ সালে মে মাসে এনফিলডসের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, ডেপুটি মেয়রের কাছ থেকে ভিসা সংক্রান্ত চিঠি বাংলাদেশস্থ ব্রিটিশ দূতাবাসে পাঠানো হয়েছে। এরপরই তদন্ত শুরু হয়। প্রতিবেদনেটি 'গোপন' হিসেবে উল্লেখ করে এটি চূড়ান্ত করা হয়। এই প্রতিবেদন ঘেটে দেখা গেছে আমিরুল ইসলাম কিছু চিঠিতে তার বন্ধু ও আত্মীয়দের পাসপোর্ট নাম্বার এবং জন্মতারিখও লিখে দিয়েছেন। যেন তাদের ভিসা প্রক্রিয়া দ্রুত সময়ে করা হয়।

কিছু চিঠি পাঠানো হয় মেয়রের অফিস থেকে। এরপর পাঠানো হয় ভুয়া চিঠি। এটি এমনভাবে বানানো হয় যেন মনে হয় চিঠিটি আসল। এই চিঠি কাউন্সিলর আমিরুল নিজে পাঠিয়েছেন বলে ধারণা করা হয়।

২০২৪ সালের মে মাসে এক বছরের জন্য তিনি আলংকারিক মেয়র হন। এরপর তার শপথ অনুষ্ঠানে ৪১ জন বাংলাদেশিকে আমন্ত্রণ জানালেও মাত্র একজন বাংলাদেশি ওই অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন বলেও তদন্তে পাওয়া গেছে।

আরিফুল ইসলাম তদন্তকারীদের কাছে দাবি করেছেন, তার আগে যারা মেয়র ছিলেন তারাও নিকট আত্মীয়দের ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে দপ্তরকে ব্যবহার করেছেন। তাই তিনিও এই কাজ করেছেন।

তদন্তে পাওয়া গেছে, আমিরুল মেয়রের দপ্তর থেকে ১৩টি চিঠি পাঠানো হয়েছিল। তিনি স্বীকার করেছেন আরও ছয়টি চিঠি প্রস্তুত করে সেগুলো তিনি পাঠিয়েছেন। আরও ১১টি চিঠি নিয়ে সুস্পষ্ট তথ্য না থাকলেও; তদন্তকারীদের বিশ্বাস এ চিঠিগুলোও তিনি পাঠিয়েছেন।

কাউন্সিলের কর্মীরা এসব চিঠি লিখতে 'ইতস্তত' করার পর আরিফুল চিঠি 'জাল' করে সেগুলো পাঠিয়েছেন।

এসব চিঠিতে বলা হয়েছিল, যাদের ভিসার কথা বলা হয়েছে তাদের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এসব অতিথিদের খরচ নিজে বহন করা এবং তাদের নিজ বাড়িতে রাখার কথাও বলেছিলেন। চিঠিগুলো আরিফুল নিজে অথবা তার দপ্তরের কর্মীরা স্বাক্ষর করেছিলেন।

তদন্তে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিদেশি অতিথিদের শপথ অনুষ্ঠানে আনতে ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করার আবেদন করা গ্রহণযোগ্য। তবে আমিরুল ইসলাম সব সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি তার পদ ও মর্যাদা ব্যবহার করে নিজ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সুবিধা দিতে চেয়েছেন। তদন্তকারীরা বলেছেন, কিছু চিঠির তারিখ শপথ অনুষ্ঠানের এক বছর আগের দেওয়া। এতে করে তাদের মধ্যে এসব চিঠির উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

সাধারণত ভিজিটর ভিসায় যুক্তরাজ্যে ছয় মাস থাকা যায়। এ সময় ভিসাপ্রাপ্তরা তাদের পরিবারের সদস্যের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করতে পারেন। আমিরুল ইসলাম গত মে মাসে তার মেয়র পদের এক বছর পূর্ণ করেন। জালিয়াতির অভিযোগ ওঠায় তাকে ক্ষমা চাইতে বলা হয়। কিন্ত তিনি তা করেননি।

আমিরুল দ্য টেলিগ্রাফকে বলেছেন, তিনি কোনো ভুল করেননি। তিনি তদন্তকারীদের বলেছেন তার স্বাক্ষর নকল করে ভিসা সুবিধা চাওয়া হচ্ছে এমন বিষয় জানতে পারার পর বাংলাদেশ পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন। তিনি দাবি করেন, একটি এজেন্সি তার স্বাক্ষর জাল করে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেছে।

আমিরুল জানিয়েছেন, বাংলাদেশে জন্ম হলেও ২০০৩ সালে যুক্তরাজ্যে যান। আর জন্মসূত্রে বাংলাদেশি হয়ে ব্রিটেনের একটি শহরের মেয়র হওয়ার বিষয়টি তার পরিবারের সদস্যদের জন্য গর্বের বিষয় ছিল। এ কারণে তারা তার শপথ অনুষ্ঠানে আসতে চেয়েছিলেন।

এছাড়া যাদের ভিসার জন্য তিনি সুপারিশ করেছিলেন তাদের কাউকে ভিসা দেওয়া হয়নি বলেও দাবি করেছেন তিনি। ফলে কেউ ব্রিটেনে আসতে পারেনি।

দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র বলেছেন, তদন্তনাধীন বিষয় নিয়ে তাদের মন্তব্য করা সমীচিন হবে না। তবে অভিবাসন বিষয়ক যে কোনো জালিয়াতি তদন্ত এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অভিযোগ ওঠার পর ২০২৫ সালের জুন মাসে তাকে তার দল লেবার পার্টি সাময়িক বহিষ্কার করে।

এনফিলড কাউন্সিলের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, মেয়রের বিরুদ্ধে যেসব তদন্ত হয়েছে সেগুলোকে তারা সমর্থন জানান। এছাড়া তাকে এখন কিছু নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সেগুলোও তাকে মেনে চলতে বলা হয়েছে। যারমধ্যে রয়েছে নতুন করে আর কোনো ভিসার জন্য সুপারিশ না করা, আচরণবিধির প্রশিক্ষণ নেওয়া এবং পুরোনো মেয়র ব্যাজ পরিধান না করা। সূত্র: দ্য টেলিগ্রাফ

রোহিঙ্গাদের জন্য যুক্তরাজ্যের ২৭ মিলিয়ন পাউন্ড ঘোষণা

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫: বাংলাদেশে আশ্রিত পাঁচ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীর জন্য ২৭ মিলিয়ন পাউন্ডের (প্রায় ৪৪২ কোটি টাকা) একটি প্যাকেজ ঘোষণা করেছে যুক্তরাজ্য সরকার। গত মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারি ইভেট কুপার এই ঘোষণা দেন। যা যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অফিসের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করা হয়।

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা ও অন্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর দুর্দশা নিয়ে মঙ্গলবার জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনের সময় এই অর্থায়নের ঘোষণা দেওয়া হয়।

যুক্তরাজ্য সরকার জানায়, নতুন এই অর্থায়ন শরণার্থী এবং আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়কে খাদ্য, আশ্রয়, পরিষ্কার পানি এবং অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী পরিষেবা সরবরাহ করবে, যা সেখানে বিশ্বস্ত অংশীদারদের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে। এই অর্থায়নের মাধ্যমে ১ লাখ ৭৫ হাজার নারী ও মেয়েদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিষেবা সরবরাহ করবে এবং যৌন, শারীরিক এবং মানসিক ক্ষতি থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সহায়তা করবে।

ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারি ইভেট কুপার বলেন, যুক্তরাজ্যের এই নতুন সহায়তা বাংলাদেশের ৫ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় খাদ্য, আশ্রয়, বিশুদ্ধ পানি এবং অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী সেবা সরবরাহ করবে এবং বাংলাদেশি আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করবে।

তিনি বলেন, সহিংসতার কারণে ঘরবাড়িহীন মানুষ যাতে তাদের প্রাপ্য সমর্থন, সুরক্ষা, মর্যাদা এবং সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে যুক্তরাজ্য নিরলসভাবে কাজ করে যাবে।

উল্লেখ্য, নতুন অতিরিক্ত তহবিলসহ ২০১৭ সাল থেকে যুক্তরাজ্য রোহিঙ্গাদের জন্য ৪৪৭ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি মানবিক সহায়তা দিয়েছে।

এক অনুষ্ঠানেই ২.৫ মিলিয়ন

হয় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। তেলাওয়াত করেন মুফতি শেখ সাআদ আহমেদ। অনুষ্ঠানে হাসপাতালের প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিলেটের উমরপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া, ক্যানারী ওয়ারফ গ্রুপের সাবেক পরিচালক ডা. জাকির খান, সাবেক ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী, এনএসএইচ কনসালটেন্ট ও চেয়ারম্যান ডা. জিয়াউল হক, মেডিকস এক্রস বডার্স এর সিইও সালমান মুজতবা, সলিসিটর ও প্যাট্রন আবুল কালাম, বিবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট রফিক হায়দার, এনআরবি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ইকবাল আহমেদ ওবিই প্রমুখ। নাশীদ পরিবেশন করেন মাওলানা সুলতান, কবিতা আবৃত্তি করেন রেজওয়ান চৌধুরী ও ফকরুল আম্বিয়া।

আয়োজকরা জানান, সিলেটের উমরপুরে হাসপাতালের জন্য ইতিমধ্যেই পাঁচ একর জমি দান করেছেন ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমানের পরিবার। পূর্ণাঙ্গ স্থাপত্য ও প্রকৌশল নকশা সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম ধাপে ১৫০ জন সমর্থকের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি এসেছে ২.৫ মিলিয়ন পাউণ্ডের। আয়োজকরা আশা করছেন, ইউরোপ, আমেরিকা ও বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের প্রবাসীদের সহায়তায় তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রম আরও বিস্তৃত হবে। একদিন এনআরবি হাসপাতাল দাঁড়াবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদান ও মানবকল্যাণের প্রতীক হয়ে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহের মধ্যে রয়েছে জলি ফ্যামিলিজ ফাউন্ডেশন, বিবিসিসিআই, উজ্জ্বল অ্যান্ড ফ্রেন্ডস, কানাইঘাট এসোসিয়েশন, বালাগঞ্জ সমিতি, ইনগিডো, বিবিএসসিএ, এলআর নানাবাড়ি, বিয়ানীবাজার ক্যাসার হাসপাতাল, নবীগঞ্জ এসোসিয়েশন, সুনামগঞ্জ জেলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, জালালাবাদ প্রবাসী, ওসমানীনগর ফুটবল এসোসিয়েশন, জিএসসি, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি প্রমুখ।

এনআরবি হাসপাতালের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার লুতফুর রহমান বলেন, এটি প্রবাসীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে অংশগ্রহণের একটি নতুন মডেল। আমাদের লক্ষ্য হলো প্রতিটি উদ্বৃত্ত অর্থ পুনরায় সেবার সম্প্রসারণ, চিকিৎসা গবেষণা এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করা। লাভের পরিবর্তে টেকসই উন্নয়নই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

১৮ স্কুলের ৮ হাজারের বেশি

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫: লন্ডনে সাইবার হামলা চালিয়ে ১৮টি নার্সারি স্কুলের ৮ হাজারেরও বেশি শিশুর তথ্য চুরি করেছে রেডিয়েন্ট নামের একটি হ্যাকার গ্রুপ। নিজেদের ডার্ক ওয়েব পোর্টালে দায় স্বীকার করে এ তথ্য জানিয়েছে হ্যাকার গ্রুপটি।

প্রমাণ হিসেবে ১০ জন শিশুর নাম, ছবি, বাড়ির ঠিকানা এবং পরিবার বিষয়ক তথ্য ডার্ক ওয়েব পোর্টালে প্রকাশ করেছে রেডিয়েন্ট। সেই সঙ্গে এক বিবৃতিতে গ্রুপটি বলেছে, "পরবর্তী ধাপ হিসেবে আরও ৩০ জন শিশু এবং নার্সারি স্কুলগুলোতে কর্মরত ১০০ স্টাফের ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করব আমরা।"

যে ১৮টি স্কুলের শিশুদের তথ্য চুরি হয়েছে, সেই স্কুলগুলো যুক্তরাজ্যভিত্তিক নার্সারি স্কুল এবং ডে কেয়ার সেন্টার পরিষেবা প্রদানকারী জায়ান্ট প্রতিষ্ঠান কিডো ইন্টারন্যাশনালের। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে কিডো ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল রয়টার্স, কিন্তু কোম্পানির কোনো কর্মকর্তা সাড়া দেননি।

তবে রেডিয়েন্ট হ্যাকার গ্রুপ সাড়া দিয়েছে। গোপন মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে গ্রুপের হ্যাকারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল রয়টার্স। হ্যাকাররা জানিয়েছে, তারা গত বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে কিডো ইন্টারন্যাশনালের নেটওয়ার্কের ভেতরে ছিল। রয়টার্সকে হ্যাকাররা আরও জানিয়েছে, কিডো ইন্টারন্যাশনালের কাছে তারা অর্থ চেয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি যদি তাদের চাহিদামতো অর্থ পরিশোধ না করে, তাহলে পর্যায়ক্রমে এই ৮ হাজার শিশু এবং প্রতিষ্ঠানটির সব কর্মীর ব্যক্তিগত তথ্য তারা ডার্ক ওয়েবে প্রকাশ করবে।

তবে কী পরিমাণ অর্থ চেয়েছে, তা রয়টার্সকে জানায়নি হ্যাকাররা। তারা কোন দেশের নাগরিক- এমন প্রশ্নের জবাবে হ্যাকাররা দাবি করেছে যে তারা রাশিয়ার নাগরিক এবং রাশিয়াতেই থাকে। তবে এই দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ হ্যাকার দেয়নি।

লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশের (মেট) তরফ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মেট পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিট। আমাদের তদন্ত বর্তমানে জিজ্ঞাসাবাদ পর্যায়ে আছে। এখনও কাউকে গ্রেপ্তা করা হয়নি বলা হয়েছে মেট পুলিশের বিবৃতিতে।

চলতি বছর লন্ডনে বেশ কিছু সাইবার হামলার ঘটনা ঘটেছে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই হামলার পর ভিকটিম প্রতিষ্ঠানের কাছে অর্থ দাবি করেছে হ্যাকাররা।

যুক্তরাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থত জিসিএইচকিউ স্পাই এজেন্সির অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি সেন্টারের কর্মকর্তা জোনাথন এলিসন, "সাইবার অপরাধীরা যদি অর্থের সম্ভাবনা দেখে, তাহলে যে কাউকে তারা নিজেদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে পারে। তবে অর্থের জন্য শিশুদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা খুবই জঘন্য একটি কাজ। সূত্র : রয়টার্স

মেধাবীদের ভিসা ফি লাগবে না

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫: বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় মেধাবীদের আকর্ষণ করতে ভিসা ফি বাতিলের পরিকল্পনা করছে যুক্তরাজ্য। ব্রিটিশ গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের সরকার ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে নীতিগত আলোচনা শুরু করেছে।

এর ফলে ব্রিটিশ ভিসা প্রক্রিয়া সংস্কারে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স। বার্তাসংস্থাটি বলছে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার যুক্তরাজ্যে শীর্ষ বৈশ্বিক মেধাবীদের আকর্ষণ করতে কিছু ভিসা ফি পুরোপুরি বাতিল করার প্রস্তাব বিবেচনা করছেন বলে জানিয়েছে ফিনান্সিয়াল টাইমস।

এমন সময়ে এই পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তা চলছে, যখন অভিবাসন নীতিতে আরও কঠোর অবস্থান নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

স্টারমারের নেতৃত্বে গঠিত "গ্লোবাল ট্যালেন্ট টাস্কফোর্স" বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানী, একাডেমিক ও ডিজিটাল বিশেষজ্ঞদের যুক্তরাজ্যে টানতে নানা ধারণা নিয়ে কাজ করছে। আর এর লক্ষ্যচ্ছ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা।

ব্রিটিশ এই প্রভাবশালী পত্রিকাটিকে এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক কিংবা আন্তর্জাতিক মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারপ্রাপ্তরা এই ভিসা ফি ছাড়ের আওতায় পড়তে পারেন।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, এই সংস্কার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চলছিল ডাউনিং স্ট্রিট ও ট্রেজারিতে। তবে এর মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসন ঘোষণা দিয়েছে, দেশটিতে বহুল ব্যবহৃত এইচ-১বি ভিসার (যা মূলত প্রযুক্তি খাতেই বেশি ব্যবহৃত হয়) জন্য নতুন আবেদনকারীদের ১ লাখ ডলার ফি দিতে হবে। সিদ্ধান্তটি কার্যকর হয়েছে রোববার থেকে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত আসলে ব্রিটিশ সরকারের ভিসা নীতি পরিবর্তনের উদ্যোগকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। কারণ আগামী নভেম্বরে আসন্ন বাজেট ঘোষণার আগে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর পথে এ ধরনের প্রণোদনা জরুরি হয়ে পড়েছে বলে মনে করছেন আলোচনায় যুক্ত কর্মকর্তারা।

বর্তমানে যুক্তরাজ্যের গ্লোবাল ট্যালেন্ট ভিসার আবেদন ফি ৭৬৬ পাউন্ড (১০৩০ মার্কিন ডলার)। স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানদের জন্যও একই পরিমাণ ফি দিতে হয়। অবশ্য এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলেও ট্রেজারি ও ডাউনিং স্ট্রিট সঙ্গে সঙ্গে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি বলে জানিয়েছে রয়টার্স।

স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পেতে

মাহমুদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সরকারের অভিবাসন পরিকল্পনা নিয়ে সমালোচনাও হচ্ছে। ব্রিটিশ রিফিউজি কাউন্সিলের প্রধান এনভার সলোমন বলেছেন, শর্তগুলো শরণার্থীদের অন্তর্ভুক্তি নয় বরং দেশের জন্য সমস্যা তৈরি করবে। অনেক শরণার্থী চিকিৎসক, উদ্যোক্তা হয়ে দেশে অবদান রেখেছেন। কিন্তু শুরুতে রাষ্ট্রীয় সহায়তা ছাড়া তা সম্ভব হতো না।

প্র্যাক্সিসের প্রধান মিনিই রহমান বলেন, এই নীতি সমাজে দুই শ্রেণি তৈরি করবে এবং স্বেচ্ছাসেবাকে বাধ্যতামূলক করা বৈষম্য বাড়াবে।

এদিকে ব্রিটিশ সরকার জানিয়েছে, এই বিষয়ে শিগগিরই পরামর্শ প্রক্রিয়া শুরু হবে। বিশেষ করে যেসব অভিবাসী অতীতে সরকারি বেনিফিট নিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা এখনো নির্ধারিত হয়নি। সম্ভাবনা আছে হয়তো সরাসরি অযোগ্য ঘোষণা করা হবে বা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে।

বর্তমানে পাঁচ বছর পর অভিবাসীরা স্থায়ী বসবাসের আবেদন করতে পারেন। কিন্তু নতুন প্রস্তাবে এই সময়সীমা ১০ বছরে বাড়ানো হবে। শাবানা মাহমুদ তাঁর ভাষণে দেশপ্রেমকে ইতিবাচক শক্তি হিসেবে ধরে রাখার কথা বলেছেন এবং সীমান্ত নিরাপত্তা ও ন্যায়সংগত অভিবাসনকে সহনশীল ব্রিটেনের জন্য অপরিহার্য হিসেবে তুলে ধরেছেন।

সিলেটে বাসার জায়গা বিক্রি

সিলেট শহরের জালালাবাদ আবাসিক এলাকায় বাউন্ডারি দেয়াল করা টিনশেড ঘরসহ সাড়ে সাত শতক জমি বিক্রি হবে।

- প্লটের দুই দিকে পৃথক দুটি রাস্তা আছে
- দুই প্লট করে পৃথক দুটি বাড়ি নির্মাণ করা যাবে
- আপটুডেট রেকর্ড ও হালনাগাদ খাজনা আদায় করা
- নির্ভেজাল মনোরম পরিবেশ

এখনই বাড়ি নির্মাণে আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন

মাওলানা আবদুল মালিক চৌধুরী 07904 278050

প্রবাসীরা ভোট দিতে পারবেন

আশ্বস্ত করেন সিইসি।

মঙ্গলবার রাতে ইসির অফিসিয়াল ইউটিউবে চ্যানেলে এক ভিডিও বার্তায় তিনি এসব কথা বলেন।

এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেন, প্রবাস থেকে ভোট দিতে হলে আপনাকে অবশ্যই আউট অব কান্ট্রি ভোটিং এ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এ লক্ষ্যে খুব শিগগির আমরা 'পোস্টাল ভোট বিডি' নামের একটা মোবাইল অ্যাপ চালু করব। আপনাকে আপনার মোবাইল ফোনে এ অ্যাপটি ডাউনলোড করতে হবে। ডাউনলোড করার পরে ওখানে একটা ইন্সট্রাকশনাল ভিডিও থাকবে, যেখানে আপনার প্রতিটি স্টেপে আপনার ইন্সট্রাকশন পাবেন। কী করতে হবে- এ বিষয়ে আপনি জানতে পারবেন।

তিনি বলেন, 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপসে রেজিস্ট্রেশনের সময় এনআইডি কার্ড ও পাসপোর্ট ডিটেইলস লাগবে এবং প্রবাসে আপনার ঠিকানাটা দিতে হবে। এই অ্যাপসের মাধ্যমে আপনার 'ফেস আইডেন্টিফিকেশন' করতে হবে, 'লাইভনেস ডিটেকশন' সম্পন্ন করতে হবে।

সিইসি বলেন, এ কাজটি করার পর রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হলে আপনার প্রবাসের ঠিকানায় আমাদের ব্যালট পেপার পৌঁছে যাবে।

ভোট প্রদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আপনি ভোট দেয়ার পরে শুধু খামটি পোস্ট অফিসে পোস্ট করবেন। এটা যথাযথ স্থানে আমাদের প্রদত্ত ঠিকানায় পৌঁছে যাবে। আপনি যদি বাংলাদেশী হয়ে থাকেন এবং প্রবাসী হয়ে থাকেন এবং ভোট দিতে আগ্রহী হন, তাহলে অবশ্যই আপনাকে রেজিস্ট্রেশনের সুযোগটা নিতে হবে। আমরা আশা করব, আমাদের সব প্রবাসী ভাই-বোন এই সুযোগটা কাজে লাগাবেন।

সিইসি বলেন, ভোট সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পোস্টাল বিডি অ্যাপে পাবেন ইন্সট্রাকশনাল ভিডিওতে, তাছাড়া আমাদের অ্যাম্বাসি বা দূতাবাসগুলোতেও পাওয়া যাবে। আমাদের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। আমাদের সরকারি গণমাধ্যমের মাধ্যমেও আপনারা এই তথ্যগুলো পাবেন।

তিনি বলেন, একটা শিশু যেমন প্রথম পদক্ষেপ নেয়, এটা প্রবাসী ভোটের জন্য আমাদের প্রথম পদক্ষেপ, এটি একটা ঐতিহাসিক সূচনা। এই ঐতিহাসিক অভিযাত্রায় আমরা প্রবাসী ভাইদের সাথে পেতে চাই এবং আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এটা আরো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে পারব।

সিইসি বলেন, বর্তমান মোবাইল প্রযুক্তি এবং তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় আপনাদের ভোটদানের ব্যবস্থাকে অনেক সহজলভ্য এবং সহজতর করার উদ্যোগ নিয়েছি। এই প্রথমবারের মতো নির্বাচন কমিশন এই লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপে আমরা একসাথে শামিল হই এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা রাখি। আসুন, আমরা একসাথে নিশ্চিত করি যে বিশ্বের যেখানেই থাকি না কেন, সব বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর যাতে শোনা যায়।

যা বলছেন প্রবাসী ভোটাধিকার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ

প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিয়ে আন্দোলনকারি সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ নির্বাচন কমিশনারের এ ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে প্রবাসীরা বিদেশ থেকে ভোট দিতে পারাটা হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রবাসীদের জন্য এক ঐতিহাসিক ব্যাপার। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে এনআইডি কার্ড ও পাসপোর্টের তথ্য লাগবে। কিন্তু প্রবাসীদের পাসপোর্ট থাকলেও অধিকাংশেরই এনআইডি কার্ড নেই। কারণ বিদেশে দূতাবাস থেকে এনআইডি কার্ড প্রাপ্তির প্রক্রিয়া খুবই জটিল। তাই সরকারকে নির্বাচনের আগে দুতাবাস থেকে সহজ প্রক্রিয়ায় এনআইডি কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায়, এই পদ্ধতি তেমন কোনো কাজে আসবেনা।

শেখ হাসিনার সঙ্গে যোগাযোগ ঠেকাতে দুই অ্যাপ বন্ধের চিন্তা

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫ : গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের মুঠোফোন যাচাই করে দুই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে হাসিনার সঙ্গে যোগাযোগের কথা জানা গেছে।

কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা দল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা দলের সভাপতি শেখ হাসিনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন এবং অনলাইন বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন। রাজধানীতে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল থেকে গত বুধবার যে ২৪৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাঁদের মধ্যে দেড় শতাধিক ব্যক্তি দুটি অ্যাপ ব্যবহার করে যোগাযোগ রাখতেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গত রোববার অনুষ্ঠিত আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত কোর কমিটির সভায় এ বিষয় তুলে ধরা হয়। সূত্র জানায়, বৈঠকে আলোচনা হয় যে সরকার আপাতত রাতে অ্যাপ দুটির (টেলিগ্রাম ও বোটিম) ব্যবহারে গতি কমিয়ে দেওয়া যায় কি না, তা খতিয়ে দেখবে। আগামী জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর দুই অ্যাপ বাংলাদেশে বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে।

টেলিগ্রাম ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগের একটি জনপ্রিয় অ্যাপ। টেলিগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা পাভেল দুরভ রুশ বংশোদ্ভূত। অন্যদিকে বোটিম কথা বলা, ভিডিও কল ও অর্থ আদান-প্রদানের জনপ্রিয় অ্যাপ। বোটিমের প্রধান কার্যালয় যুক্তরাষ্ট্রে।

কোর কমিটির বৈঠকে উপস্থিত একাধিক সূত্রে জানা গেছে, বুধবার যে ২৪৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁদের মুঠোফোন জব্দ করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এতে দেখা গেছে, তাঁদের মধ্যে দেড় শ জনের বেশি টেলিগ্রাম ও বোটিম ব্যবহার করে শেখ হাসিনার সঙ্গে যোগাযোগ ও সভায় যোগ দিতেন।

বৃটেনের
যেখানে বাংলাদেশী
সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
Year 12 | Issue 27 | 03-09 October 2025

একযোগে যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার স্বীকৃতি

লন্ডনে উড়ল ফিলিস্তিনের পতাকা

দেশ ডেস্ক, ৩ অক্টোবর ২০২৫: ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাজ্য স্বীকৃতি দেওয়ার পরদিন সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) লন্ডনে ফিলিস্তিন দূতাবাসে বাইরে দেশটির পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে লন্ডনে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা যোগ দেন, সেখানে ছিলেন বাংলাদেশ হাইকমিশনের কূটনীতিকও।

লন্ডনের বাংলাদেশ হাইকমিশন জানায়, সোমবার সকালে লন্ডনে ফিলিস্তিন দূতাবাসে বাইরে পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমার রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) ফিলিস্তিন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরদিন ফিলিস্তিনের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে লন্ডনে অবস্থিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা যোগ দিয়েছিলেন। ওই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ হাইকমিশনের কূটনীতিকও উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে তিন প্রভাবশালী দেশ-যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া স্বীকৃতি দিয়েছে।

লন্ডনে সাইবার হামলা

-- ২৩ নং পৃষ্ঠা

১৮ স্কুলের ৮ হাজারের বেশি শিশুর তথ্য চুরি

এনআরবি হাসপাতালের চ্যারিটি সমাবেশ

এক অনুষ্ঠানেই ২.৫ মিলিয়ন পাউণ্ডের প্রতিশ্রুতি

খালেদ মাসুদ রনি : সিলেটের ওসমানীনগরে ২৫০ শয্যার আধুনিক এনআরবি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যের প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্যোগে চ্যারিটি ডিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৯ সেপ্টেম্বর রোববার সন্ধ্যায় রমফোর্ডের দ্য সিটি প্যাভিলিয়নে সন্ধ্যায় শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠান সময়ের ব্যবধানে পরিণত হয় এক বিরাট সমাবেশে। এতে প্রায় ৮০০ প্রবাসী ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, কাউন্সিলর ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। শুধুমাত্র এই একটি অনুষ্ঠানে মানবিক উদ্দেশ্যে ২.৫ মিলিয়ন পাউণ্ডের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। বক্তারা বলেন, এনআরবি হাসপাতাল হবে প্রবাসীদের জন্য একটি স্মরণীয় দান, যেখান থেকে সেবা গ্রহণ করবে সিলেটসহ পুরো উত্তর-পূর্ব বাংলার দেড় কোটিরও বেশি মানুষ। উদ্যোগটি বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাত উন্নয়নের কর্মসূচি এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি৩) অনুযায়ী সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

টিভি প্রেজেন্টার ফারহান মাসুদ খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের সুচনা -- ২৩ নং পৃষ্ঠা

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd 53a Mile End Road London E1 4TT
Telephone: 0203 540 0942 • Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk • advert@weeklydesh.co.uk